পদ্ধতিতেই পালিত ও শিক্ষিত হইয়াছিলেন। তিনি ত্রয়ী বিদ্যা এবং তদানুষঙ্গিক সমস্ত বিজ্ঞান ও শিল্পকলা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে পতঞ্জলির মতানুসারী ছিলেন। তৎকালের প্রথানুসারে তিনি দেশে দেশে পর্যাটন করিয়া বেড়াইয়া বিদ্যা, নীতি ও ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। এইরূপ পর্য্যটন করিতে করিতে তিনি এক মঠে উপনীত হন ও মঠস্থ থের রেবত তাঁহাকে দার্শনিক তর্কে পরাস্ত করেন। তিনি রেবতের কাছে পালি ত্রিপিটক অধ্যয়ন করেন। তিনি ঞাণোদয় (জ্ঞানোদয়) নামে এক দার্শনিক গ্রন্থ রচনা করেন এবং ধর্ম্মসঙ্গণী (ধর্ম্মসঙ্গিনী) সম্বন্ধে এক টীকা রচনা করেন—অত্থসালিনী (অর্থশালিনী)। তিনি যখন পরিত্তঅত্থকথা লিখিতেছিলেন, তখন থের রেবত তাহাকে সিংহলে যাইতে অনুরোধ করেন। সাসনবংস বলেন যে, সিংহল যাইবার পথে সিংহল-প্রত্যাগত থের বুদ্ধদত্তের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটে[৪৯]। রাজা মহানাম যখন সিংহলের রাজা, তখন বুদ্ধঘোষ সিংহলে যান। সিংহলে যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল, সিংহলী টীকাগুলিকে মাগধীতে ভাষান্তরিত করা। অনুরাধপুরের মহাবিহারের থের সঙ্ঘপালের কাছে তিনি সিংহলী টীকা অধ্যয়ন করেন। সেখানে থাকিতেই তিনি বৌদ্ধ বিশ্বকোষ বলিয়া সম্মানিত বিসুদ্ধিমগ্গ রচনা করেন। তৎপরে তিনি গন্থকারবিহারে যান ও সেখানে থাকিয়া তাঁহার সমস্ত টীকা প্রণয়ন করেন। তার পর তিনি ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সাসনবংসে লিখিত আছে যে, বুদ্ধঘোষের জন্মস্থানের নাম ছিল—ঘোষগাম, উহা বোধিদ্রুমের সন্নিহিত গ্রাম। ব্রাহ্মণ কেশী তাঁহার পিতা ও কেশিয়া তাঁহার মাতা। সিংহলে যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল, পালি ভাষায় ত্রিপিটক অনুবাদ করা।

মহাবংসে এই সব বিবরণ সম্বন্ধে কোনো কথাই নাই। বুদ্ধঘোষ স্বয়ংও নিজের সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। মধ্যে মধ্যে সিংহল ও তাঁহার গুরু ও বন্ধুদের উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা হইতে তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে কোনো কিছু জানা যায় না। নিঃসন্দেহ বিসুদ্ধিমগ্গ সিংহলে তাঁহার প্রথম রচনা। বিনয়পিটকের টীকা সমন্তপাসাদিকার ভূমিকায় তিনি বলিয়াছেন যে, ইহাই তাঁহার প্রথম টীকা রচনা। ধর্ম্ম ও বিনয়ের প্রচলিত পদ্ধতির প্রতিকূলে যে তিনি বিনয়পিটকের টীকা রচনা করিতে যাইতেছেন, এর জন্য তিনি নিজের ত্রুটি স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের মূল ভিত্তি হইতেছে বিনয়। সমন্তপাসাদিকার পরে ক্রমে ক্রমে চতুর্নিকায়ের টীকা ও অভিধর্ম্মপিটকের সপ্তখণ্ডের টীকা রচিত হয়। জাতকের টীকা নিশ্চয় পরমত্থজোতিকা (পরমার্থজ্যোতিকা)[৫০] রচনার পূর্ব্বে রচিত। পরমত্থজোতিকা খুদ্দকনিকায়ের (ক্ষুদ্রকণিকায়) কিয়দংশের ধারাবাহিক টীকা। তাঁহার পরবর্ত্তী কালের রচিত টীকাতে[৫১] পূর্ব্ববর্ত্তী টীকার উল্লেখ

৪৯। সাসনবংস, ২৯ পৃষ্ঠা।

৫০। পরমত্থজোতিকা (Edited by Helmer Smith, Vol. I. P. 21)। "এস জাতকত্থকথায়ম্ বুত্ত ইধ ন বিত্থরিত।

৫১। সুমঙ্গলবিলাসিনী, ১।৭০ পৃষ্ঠা। "অথঃকেহি সমন্তপাসাদিকাং বিনয়ত্থকথাং গহেতব্বং"। পুগ্গল-পঞ্ঞত্তি Commentary, p. 222, ২৪৭ পৃষ্ঠাও দ্রষ্টব্য। অত্থসালিনীতে সমন্তপাসাদিকার উল্লেখ আছে, ৯৭, ৯৮ পৃষ্ঠা ; ৭১ পৃষ্ঠায় বিভঙ্গটীকায় উল্লেখ আছে, ৪০৭ পৃষ্ঠা।

আছে, এবং সকলগুলিতেই তাঁহার বিসুদ্ধিমগ্‌গের[৫২] আভাস পাওয়া যায়। সুতরাং তাঁহার টীকাগুলির একটি নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করিতে পারিলে, বুদ্ধঘোষ ও তাঁহার রচনা বুঝিবার পক্ষে বিশেষ সাহায্য হইতে পারে।

বুদ্ধঘোষ যে বিহার প্রদেশের দক্ষিণাঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন, কিংবদন্তীর এই অংশটুকু বিশ্বাস করা যাইতে পারে। তিনি যে ব্রাহ্মণবংশে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাও বিশ্বাস্য; কারণ, তাঁহার টীকাতে ইহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়; বেদ-বেদাঙ্গ-সম্বন্ধে পালি-বাক্যের[৫৩] উপর তাঁহার যে টীকা, তাহা বেদজ্ঞ ভিন্ন অপরের লেখা সম্ভব নয়। বিনয়ের উপর তাঁহার যে আস্থা, তাহাও তাঁহার পূর্ব্ব সংস্কারেরই পরিচায়ক। হত্যা, চৌর্য্য ইত্যাদির যে অর্থ তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা প্রাচীন অর্থের চেয়ে অনেক উৎকৃষ্ট। বুদ্ধদেব কর্ম্ম শব্দের অর্থ 'চেতনা' বলিয়াই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন—চেতনা ভিক্‌খবে বদামি কম্মম্। বুদ্ধঘোষও বুদ্ধদেবের সংজ্ঞা অনুসরণ করিয়াই কর্ম্মের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ[৫৪] করিলেও, তাঁহার মতে কর্ম্ম কর্ম্মই নয়—যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আচরণের মধ্যে ইচ্ছা প্রকাশ পায়[৫৫]। ইহাতে তাঁহার ন্যায়সঙ্গত মতের পরিচয় পাওয়া যায়।

বুদ্ধঘোষ যে পতঞ্জলির মতের সমর্থক ছিলেন বলিয়া জনশ্রুতি আছে, তাহা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া অনুমান হয়। কারণ, তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে দেখা যায়, পকতিবাদ (প্রকৃতিবাদ) অর্থাৎ সাংখ্য বা যোগদর্শনের সম্বন্ধে তিনি যেখানে যেখানে প্রতিবাদ করিয়াছেন, সেখানে সেখানেই তিনি অসহিষ্ণু উষ্মার পরিচয় দিয়াছেন এবং বৌদ্ধ অবিজ্জা (অবিদ্যা) সম্বন্ধে ধারণার সঙ্গে পকতি-বাদীদের পকতি (প্রকৃতি) ও অবিদ্যা সম্বন্ধে ধারণার পার্থক্য দেখাইতে তিনি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন[৫৬]। প্রকৃতি যে বস্তুর কারণ, প্রকৃতিবাদীদের এই মতের সম্বন্ধেও তাঁহার বিতর্ক আছে। তিনি বৌদ্ধদিগের নামরূপ ও অবৌদ্ধদের পুরিস (পুরুষ) ও পকতি (প্রকৃতি) সম্বন্ধেও ধারণার পার্থক্য দেখাইয়াছেন। তথাপি তিনি তাঁহার সাংখ্য ও যোগদর্শনের সঙ্গে অতীত কালের সংস্রব প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন। নামরূপ সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা

৫২। অত্থসালিনী, ১৬৮, ১৮৩, ১৮৬ ১৮৭, ১৯০, ১৯৮ পৃষ্ঠা। সুমঙ্গলবিলাসিনী ১,২ পৃষ্ঠা। পুগ্‌গল—পঞ্‌ঞত্তি, ২৫৪ প্রভৃতি পৃষ্ঠা।

৫৩। সুমঙ্গলবিলাসিনী, ১।২৪৭—২৪৮ পৃষ্ঠা। "মহাপুরিস—লক্‌খনন্তি মহাপুরিসানং বুদ্ধাদীনং লক্‌খণ-পকং দ্বাদসসহস্‌স-গন্থপ্পমানং সত্থম্।"

৫৪। ঐ, ৬৯—৮৩ পৃষ্ঠা। অত্থসালিনী, ৮৫—১৮২ পৃষ্ঠা। পরমত্থজোতিকা, ১।২৩—৩১ পৃষ্ঠা। "পানোপানি-সঞ্‌ঞিনো জিবিতিন্দ্রিয়ুপচ্ছেদক-উপকম্মসমুট্ঠাপিকা কায়বাচী দ্বারানং অঞ্‌ঞতরপ্পবত্ত বধক-চেতনা পানাতিপাতো।"

৫৫। বিসুদ্ধিমগ্‌গ, (সিংহল সংস্করণ, ৪৩৭-৪০৮ পৃষ্ঠা। অত্থসালিনী (P. T. S.) ১৮০ পৃষ্ঠা, Prolegomena, op. cit. P. 43.

৫৬। তুলনীয়—যোগসূত্র ৩.৪৪ সম্বন্ধে ব্যাখ্যার মধ্যে ব্যাস দ্বারা উদ্ধৃত পদ—"সামান্য বিশেষ সমুদায়োত্র দ্রব্যং সমূহঃ [illegible] শরীরং বৃক্ষো যূথং বনমিতি......অযুতসিদ্ধাবয়ব ভেদানুগতঃ সমূহ। দ্রব্যম্ ইতি পতঞ্জলিঃ"। অত্থসালিনী, ৩১ পৃষ্ঠা।

সাংখ্যোক্ত পুরুষ প্রকৃতির ধারণা হইতে বস্তুতঃ অভিন্ন। এমন কি, অন্ধপঙ্গুন্যায় দৃষ্টান্ত উভয়েই গ্রহণ করিয়াছেন[৫৭]। তার্কিকেরা বলিতে পারেন যে, নাগসেন ও অশ্বঘোষপ্রমুখ বৌদ্ধ দার্শনিকদের মতবাদের উপর নিজের হেতুবাদ স্থাপন করিয়া বুদ্ধঘোষ দার্শনিক তত্ত্বমীমাংসা করিয়াছিলেন[৫৮]। কিন্তু বৌদ্ধ দার্শনিকেরাও যে সাংখ্যদর্শনের প্রভাবে অভিভূত ছিলেন, ইহা কে অস্বীকার করিতে পারে? বাস্তবিক সমস্ত প্রমাণ আলোচনা করিলে মাসিয় ওল্‌ডেনবার্গ কর্তৃক প্রদর্শিত তথ্যেরই সমর্থন করিতে হয় যে, নামরূপ সম্বন্ধে বৌদ্ধ ধারণা ক্রমশঃ সাংখ্য পুরুষপ্রকৃতির ধারণার দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল। বৌদ্ধ দর্শনতত্ত্ব ও আয়ুর্জ্ঞানের সঙ্গে যোগদর্শনের কি সম্পর্ক, নির্ণয় করিতে গেলে আমাদের অবান্তর বিষয়ের অবতারণা করিতে হয়। প্রমাণিত বলিয়া যদি মানিয়া লওয়া যায় যে, উভয় দর্শনের মধ্যে যথেষ্ট সমতা আছে, তবে সহজেই বোঝা যাইবে যে, বুদ্ধঘোষ কেমন করিয়া তাঁহার পূর্ব্ব দার্শনিক মত হইতে নূতন মতবাদ আশ্রয় করিতে পারিয়াছিলেন। বুদ্ধঘোষ যে উভয় দর্শনের মধ্যবর্ত্তী যোগসূত্রের স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, ইহাতেই ভারতীয় দার্শনিক ক্ষেত্রে তাঁহার স্থান অনেক উচ্চে। বুদ্ধঘোষ বৌদ্ধ মতবাদে অপরাপর মতবাদের তত্ত্ব নিহিত করিয়া তাঁহার অবলম্বিত দার্শনিক মতবাদকে সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন; দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, "সমূহ" শব্দের পারিভাষিক প্রয়োগ আমাদিগকে পতঞ্জলির মহাভাষ্যের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়[৫৯]; এরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে[৬০]।

বুদ্ধঘোষের রচনা পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়—সিংহলী বন্ধুদের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ, শিক্ষকদের প্রতি ভক্তি, উপকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা, প্রকৃতির নম্রতা, পাণ্ডিত্য ও শ্রেষ্ঠ মানবগুরু হইবার অপরাপর কত সদ্‌গুণ তাঁহার ছিল। যদিও স্থির জানা যায় না যে, তাঁহার মৃত্যু কবে হইয়াছে, তথাপি ইহা অনুমান করা যায় যে, তিনি বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিয়া নিজের কৃত কর্ম্মগুলিকে পুরস্কৃত দেখিতে পারিয়াছিলেন এবং তাঁহার ন্যায্য প্রাপ্য জগদ্‌ব্যাপী যশেরও আনন্দ সম্ভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবন বৃথা হয় নাই। বৌদ্ধধর্ম্ম যত দিন মানব-সমাজে জীবন্ত ধর্ম্মবিশ্বাস হইয়া থাকিবে, তত দিন বৌদ্ধগণ ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহার নাম স্মরণ করিবেন। অনুরাধপুর মহাবিহারের যশস্বী পণ্ডিতদের মধ্যে বুদ্ধঘোষই বোধ হয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তথাপি উত্তরাপথের সঙ্গে দাক্ষিণাত্যের সংযোগ সাধনের ইতিহাসে তাঁহার স্থান এখনও নির্ণীত হয় নাই। বিনয়পিটকের বিজ্ঞাপনে তিনি বলিয়াছেন যে, সিংহলের রাজা শ্রীনিবাস[৬১] তাঁহার অনেক সাহায্য

৫৭। "সমূহসম্মতো পন সময়ো অনেকেসম্ সহপ্পবত্তিম্ দীপেতি।" তুলনীয়—ঐ, ৩১৫ পৃষ্ঠা।—অথ্‌থ সংগহ-সন্দো. ১ পৃষ্ঠা। তুলনীয়—ঐ, ১৩১ পৃষ্ঠা।—"পঠবী কায়ো পঠবী সমূহ ব"।

৫৮। পরমোত্থজোতিকা, ২।১,১৬৯ পৃষ্ঠা। "অথবা সদ্দে ন কুরুতে ইতি সদ্দে ন বেদেতি তি অথো যথা রাজানাং সেবতি তি এতস্মিং অথে রাজানং রাজানং পকুরুতে তি সদ্দবিদু মঞ্ঞন্তি।" ইহা পাণিনির ১।৩.৩২ সূত্রের আরোপ। গন্ধনবক্ষাপন সেবন সহসিক্কা প্রতিযত্ন প্রকথনপয়োগ পর ক্রিনঃ।" তুলনীয়—ভট্টিকাব্য ৮।১৯।

৫৯। ৫৪ সংখ্যায় পাদটীকা দ্রষ্টব্য। ৬০। ৫৭ সংখ্যার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

৬১। বিশুদ্ধিমগ্‌গ, বিজ্ঞাপন, ৪ পৃষ্ঠা। বুদ্ধদত্ত, ৪ পৃষ্ঠা। "পসাদজসস সুকসম্ লঙ্কাদীপং সিরিবস রাজো সিরিনিবাসস্‌স সমবিসতিমে বেসে জয়সম্বৎসরে অয়ম্। আরদ্ধ একবিংসতি সম্পত্ত পরিনিট্‌ঠিতম্‌হি।"

করিয়াছিলেন এবং ঐ রাজার রাজত্বের এক বিংশতি বৎসরে বিনয়পিটক রচনা শেষ হয়। ধম্মপদ গ্রন্থের টীকার বিজ্ঞাপনে তিনি শ্রী সিরিকুদ্দ রাজার নাম করিয়াছেন[৬২], সেই রাজা বোধ হয়, শ্রীনিবাসই। মহাবংস পাঠে জানা যায় যে, বুদ্ধঘোষ যখন সিংহলে যান, তখন সেখানকার রাজা ছিলেন মহানাম[৬৩]; রাজা মহানামেরই অপর নাম শ্রীনিবাস ও শ্রীকুদ্দক কি না, তাহা ভবিষ্যৎ অনুসন্ধানে নির্ণীত হইবে, আশা করা যায়। ভিক্ষু বুদ্ধদত্ত এইরূপ একত্ব অনুমান করেন; কারণ, সিংহলের কোনো রাজার নাম শ্রীনিবাস বা শ্রীকুদ্দ পাওয়া যায় না।

বুদ্ধঘোষ সিংহলের জাতীয় বীর রাজা দুট্ঠগামনী অভয়[৬৪] ও রাজা বট্টগামনীর পুত্র রাজা চোরনাগের নাম[৬৪] উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি মহানাগ[৬৫] নামে আর এক রাজার নাম উল্লেখ করিয়াছেন; তিনি কায়-চিকিৎসার জন্য প্রচুর দান করিয়া বিপুল যশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। এই মহানাগ বোধ হয় মহাবংসে উল্লিখিত[৬৬] রাজা মহানামের পিতা রাজা বুদ্ধদাসের অপর নাম।

সিংহলের মহাবিহারের প্রসিদ্ধ পণ্ডিতদের মধ্যে একজন ছিলেন থের বুদ্ধদত্ত। ইনি বোধ হয়, বুদ্ধঘোষের সমসাময়িক ও বয়সে জ্যেষ্ঠ ছিলেন। তিনি কাবেরী নদীর দক্ষিণস্থ চোল রাজ্যের লোক ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন যে, কলম্ব-বংশীয় রাজা অচ্চুতবিক্কন্ত (অচ্যুতবিক্রান্ত) তাঁহার সাহায্যকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার সমস্ত গ্রন্থ বেণ্হুদাস (বিষ্ণুদাস) বা কণ্হদাস (কৃষ্ণদাস) কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত, কবেরী নদীতীরস্থ প্রসিদ্ধ বিহারে রচিত হয়[৬৭]।

এই দুই পণ্ডিত গ্রন্থকারের ভারতে বা বহির্ভারতে কোথাও পরস্পরে সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল কি না, ঠিক জানা যায় না। তবে ইহা নিঃসন্দেহ যে, তাঁহারা উভয়ে এক মূলস্থান হইতে স্ব স্ব গ্রন্থের উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন; এবং সেইজন্যই বিসুদ্ধিমগ্গ ও অভিধম্মাবতার অনেকাংশে সদৃশ। তাঁহারা প্রত্যেকে স্বাধীনভাবে পরস্পরের পরামর্শ ব্যতীত গ্রন্থ রচনা করিয়া থাকিলেও বুদ্ধদত্তের অভিধম্মাবতার যেন বিসুদ্ধিমগ্গের শেষাংশের প্রশ্নোত্তরময় ব্যাখ্যা বলিয়া মনে হয়। নাম ও রূপ কিরূপ সম্বন্ধযুক্ত বুঝাইবার জন্য বুদ্ধদত্ত অন্ধপঙ্গুন্যায় দৃষ্টান্ত-স্বরূপ উপস্থিত করিয়াছেন, দেখা যায়। আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বুদ্ধদত্ত শব্দকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—সমূহ ও অসমূহ[৬৮]। পুগ্গল পঞ্ঞত্তি ব্যাখ্যার শব্দবিভাগ[৬৯] অপেক্ষা এই শব্দবিভাগ যে অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।

যদি ইহা নিশ্চিত হয় যে, গুপ্তবংশীয় রাজা কুমারগুপ্ত সিংহলের রাজা মহানামের সমসাময়িক

৬২। বিসুদ্ধিমগ্গ কিঞ্চ ধম্মপদ পৃষ্ঠা ১, ধম্মপদ-টীকা, (P. T. S.) ১ পৃষ্ঠা।

৬৩। ঐ, ৪, ৫ পৃষ্ঠা। ৬৪। অথশালিনী, ৮১ পৃষ্ঠা।

৬৫। ঐ, ঐ, ৬৯৯ পৃষ্ঠা। ৬৬। মহাবংশ, ৩৭ ১৭১।

৬৭। অভিধম্মাবতার (P. T. S.), ১৩, ১৪, ১৬, ১৭ পৃষ্ঠা।

৬৮। অভিধম্মাবতার, (P. T. S.) ৮২—৮৩ পৃষ্ঠা।

৬৯। পুগ্গল পঞ্ঞত্তি ব্যাখ্যা P. T. S. ১৭৩ পৃষ্ঠা তুলনীয়।

ছিলেন, এবং বুদ্ধঘোষ থের বুদ্ধদত্তের সমসাময়িক ও বয়সে কনিষ্ঠ ছিলেন, তাহা হইলে ইহাও নিশ্চিত যে, কলম্বরাজবংশের রাজা অচ্চুতবিক্কন্ত ও কুমারগুপ্ত সমসাময়িক ছিলেন।

ইহাও অনুমান করা যায় যে, যে বৌদ্ধবিহারে বুদ্ধঘোষ ও থের রেবতের সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল, তাহা দাক্ষিণাত্যে গোদাবরীতীরে কোথাও অবস্থিত ছিল। গোদাবরী নদীর দক্ষিণাংশের দেশজ্ঞান বুদ্ধঘোষের কিছু ছিল না বলিলেই হয়। কেবল এক জায়গায় তিনি লিখিয়াছেন যে, গোদাবরী নদী অস্সক ও অলক বা মুলক[৭০] নামক দুই অন্ধ্র রাজার রাজ্যের সীমাচিহ্ন ছিল। ছান্দোগ্য উপনিষদে দেখা যায় যে, অশ্বক রাজ্যের অধিপতি রাজা কেকয় উদ্দালক আরুণি অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ও তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন[৭১]। রামায়ণে অশ্বকের রাজধানী বলা হইয়াছে—রাজগৃহ; ইহা বাল্মীকির নিশ্চয় ভুল। রামায়ণে আরো উল্লেখ আছে যে, কোশল ও অশ্বক রাজ্য বিবাহ সম্পর্কে সম্বন্ধযুক্ত ছিল। কিন্তু আর্য্য রাজকুমার ও আন্ধ্র রাজকুমারীর বিবাহ হওয়া অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। অতএব এই অনুমান সঙ্গত যে, খ্রীষ্টপূর্ব্ব অষ্টম শতাব্দী পর্য্যন্ত অশ্বক আর্য্য রাজ্য ছিল। সুত্তনিপাত অন্তর্গত পারায়ণবগ্গ পাঠে জানা যায় যে, সাবত্থি (শ্রাবস্তি) হইতে পতিট্ঠান (প্রতিষ্ঠান) পর্য্যন্ত বাণিজ্যকারী স্বার্থবাহ বণিকদের যাতায়াতের প্রশস্ত পথ ছিল[৭২]। বুদ্ধঘোষের সময়ে অশ্বক ও মুলক দুইটি অন্ধ্র রাজ্য ছিল।

ভারতবর্ষে বুদ্ধঘোষ উত্তরে গঙ্গা ও দক্ষিণে গোদাবরী নদীর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে তাঁহার লেখা-পড়ার কাজ সম্পন্ন করেন। সেইজন্য এই দুই নদী তাঁহার মনে সর্ব্বদা জাগরূক ছিল[৭৩]। তিনি দক্ষিণাপথের দক্ষিণজনপদ বলিয়া গঙ্গার দক্ষিণস্থ ভূভাগ বুঝাইতে চাহিয়াছেন[৭৪]। অন্ধ্র দেশের সঙ্গে যে তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল, তাহা গোদাবরী নদীমধ্যস্থ একটি দ্বীপের বিস্তারিত বর্ণনা হইতে বুঝিতে পারা যায়[৭৫]। সুমঙ্গলবিলাসিনী পুস্তকে তিনি নরকঙ্কাল ধৌত করার অনার্য্য প্রথায় উল্লেখ করিয়াছেন[৭৬]। তাঁহার রচনার মধ্যে শঙ্করের মায়াবাদের পূর্ব্বাভাগও পাওয়া যায়। স্থূল চতুর্ভুজের দ্বারা বস্তুর সংজ্ঞা নির্দ্দেশ অজ্ঞেয়। বস্তুর যে বোধ আমাদের হয়, তাহা মায়া মাত্র।

এই সব অনুমান ও সিদ্ধান্ত যদি সত্য হয়, তবে থের বুদ্ধঘোষ উত্তরাপথ, দক্ষিণাপথ ও সিংহলের মধ্যে যোজক সেতুর কাজ কত খানি করিয়াছিলেন, তাহা অচিরে অনুসন্ধানের যোগ্য।

শ্রীবিমলাচরণ লাহা

৭০। পরমত্থজোতিকা, ২।২।৫৮১ পৃষ্ঠা।

৭১। ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৫।২।৪।

৭২। Buddhist India ১০৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৭৩। অত্থসালিনী, ১৪০ পৃষ্ঠা।

৭৪। সুমঙ্গলবিলাসিনী, ১।২৬৫ পৃষ্ঠা।

৭৫। পরমত্থজোতিকা ২।২।৫৮১ পৃষ্ঠা।

৭৬। সুমঙ্গলবিলাসিনী,—"ধোপনন্তি"।

অষ্টম মাসিক অধিবেশন

১৫ই ফাল্গুন ১৩২৭, ২৭এ ফেব্রুয়ারী ১৯২১, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬ টা।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—সভাপতি।

আলোচ্য-বিষয়—১। গত অধিবেশনগুলির কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। শোক-প্রকাশ, (ক) বোধিসত্ত্ব সেন এম্ এ, বি এল্, (খ) রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁ বাহাদুর, (গ) চন্দ্রভূষণ মৈত্র এম্ এ এবং (ঘ) শান্তনচরণ বিশ্বাস মহাশয়গণের পরলোকগমনে, ৩। পুস্তকোপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৫। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল মহাশয়ের লিখিত "রাজা গন্ধর্ব্ব সেন ও রাজা ভর্তৃহরি"-নামক প্রবন্ধ, ৬। আজীবন সদস্য নির্ব্বাচনের নিয়ম—"যাঁহারা পরিষদের স্থায়ী ধনভাণ্ডারের জন্য এককালে অন্যূন ৫০০৲ টাকা পরিষৎকে দান করিয়াছেন বা করিবেন, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি তাহা গ্রহণ করিলে, তাঁহারা পরিষদের আজীবন-সদস্য গণ্য হইবেন।" এই নিয়মের "এককালে অন্যূন ৫০০৲ টাকা"র স্থলে এককালে বা.........কিস্তিতে ৭২৲ টাকা" এইরূপ পরিবর্ত্তন করা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সূর্য্যকান্ত মিশ্র মহাশয়ের প্রস্তাব, ৭। বিবিধ।

সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১।৺ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের পরলোক-গমনে শোক-প্রকাশার্থ আহুত বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ, স্থগিত পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

২। সভাপতি মহাশয় জানাইলেন,—"বড়ই দুঃখের বিষয়, বোধিসত্ত্ব সেন এম্ এ, বি এল্, নাড়াজোলের রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁ বাহাদুর, চন্দ্রভূষণ মৈত্র এম্ এ, এবং শান্তনচরণ বিশ্বাস, এই কয়জন সদস্যের মৃত্যু হইয়াছে। বোধিসত্ত্ব সেন বহুদিন ধরিয়া পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন এবং পরিষদের সকল কার্য্যেই উৎসাহের সহিত যোগদান করিতেন। নাড়াজোলের রাজা বাহাদুর বহুদিন পরিষদের সদস্য ছিলেন। পরিষৎ নবগৃহ-প্রবেশের দিন যে স্থায়ী তহবিল খুলিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি ৫০০০৲ দিবেন বলিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় এই টাকা তিনি দিয়া যাইতে পারেন নাই। চন্দ্রভূষণ মৈত্র মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন এবং বিখ্যাত রাসায়নিক ছিলেন। শান্তনচরণ বিশ্বাস মহাশয় বহুদিনের সদস্য ছিলেন। পরিষদের পক্ষ হইতে আমি ইঁহাদের শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের সহিত সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি। ব্যক্তিগতভাবে বোধিসত্ত্ব সেন আমার বিশেষ প্রিয় ছিলেন—দুই বৎসর আমার নিকট তিনি সংস্কৃত পড়িয়াছিলেন। তিনি বহরমপুরের স্বনামখ্যাত স্বর্গীয় ডাক্তার রামদাস সেন মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন।"

শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী মহাশয় বলিলেন,—"বোধিসত্ত্ব সেন আমার বিশেষ স্নেহের পাত্র ছিলেন—মধুরভাষী ও মিষ্টস্বভাবের লোক ছিলেন। সাহিত্য-পরিষৎকে তিনি যথেষ্ট

ভালবাসিতেন। উৎসাহের সহিত ইঁহার নানা কাজে যোগ দিতেন। তিনি বড় ঘরে জন্মিয়াছিলেন এবং অতি উদার-প্রকৃতির লোক ছিলেন।"

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন যে, বোধিসত্ত্ব বাবু পরিষদের একজন প্রকৃত হিতৈষী বন্ধু ছিলেন। বহুদিন তিনি বহরমপুর শাখা-পরিষদের সম্পাদক ছিলেন এবং শাখা-পরিষদের প্রতিনিধিরূপে মূল পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন। পরিষদের নানা তহবিলে, প্রতি অনুষ্ঠানে তিনি অর্থ সাহায্য করিতেন। প্রাচীন মুদ্রাদি রাখিবার জন্য একটি বিলাতি লোহার সিন্দুক তিনি অতি অল্পমূল্যে খরিদ করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি বিশেষ রসজ্ঞ এবং সুরসিক ছিলেন।

তৎপরে সকলে দণ্ডায়মান হইয়া মৃত সদস্যগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

৩। শ্রীযুক্ত সূর্য্যকান্ত মিশ্র মহাশয়ের প্রস্তাব অনুসারে ৬ষ্ঠ আলোচ্য বিষয়ান্তর্গত আজীবন সদস্য নির্ব্বাচনের নিয়ম পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে তাঁহার প্রস্তাবের আলোচনা স্থগিত রাখা হইল।

৪। ক—পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

৫। খ—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর, পরিষদের সাধারণ সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন।

৬। শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল মহাশয় "রাজা গন্ধর্ব্ব সেন ও রাজা ভর্ত্তৃহরি" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ-পাঠের পর শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি-এ, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ও সভাপতি মহাশয় ঐ প্রবন্ধ বিষয়ে আলোচনা করেন। এই সকল আলোচনা প্রবন্ধের সহিত পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। সকলেই প্রবন্ধ-লেখককে তাঁহার প্রবন্ধের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

৭। বর্ত্তমান বর্ষের সংশোধিত আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ বিজ্ঞাপিত হইল। তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীগণপতি সরকার — শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

সহকারী সম্পাদক। — সভাপতি।

১।৪।২১

পরিশিষ্ট—(ক)

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকের তালিকা।

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত রায় বিহারীলাল মিত্র বাহাদুর, উপহৃত পুস্তক—(১) নূতন জন্ম-রহস্য। শ্রীযুক্ত সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় (শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের চেষ্টায় প্রাপ্ত) —"কর্ম্মপথে সিরিজ"—(২) দরিদ্রের আহ্বান, (৩) গাঁয়ের কথা, (৪) যুগ-সমস্যা। Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book Depôt—(৫) Administration Report of the Excise Department, Bengal—for the year 1919-20, (৬) Report

on Matirime Trade of Bengal for the official year 1919-20. শ্রীযুক্ত ডা: রমেশচন্দ্র মজুমদার—(৭) Corporate Life in Ancient India. Superintendent, Government Printing, India—(৮) Statistical Tables relating to Banks in India, 1919, (৯) Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, November, 1920. Lé Editeur, Librairie Ancienne H. Champion, Paris—(১০) Du Nominatif Et De L' Accusatif, (১১) Bulletin De La Société De Linguistique De Paris, No. 68. Superintendent Government Press, Madras—(১২) Annual Report on Epigraphy for the year ending 31st March, 1920. Superintendent Government Printing India—(১৩) Memoirs of the Archæological Survey of India No. 3 (Talamana or Iconometry).

পরিশিষ্ট—(খ)

নির্ব্বাচিত সদস্যগণের নাম।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদস্য—১। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ রায়, ৮ হোগলকুড়িয়া গলি। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সমঃ—ঐ, সদঃ—২। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র সাধু খাঁ, ১৮ উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড। প্রঃ—শ্রীযুক্ত মণিলাল ভট্টাচার্য্য, সমঃ—ঐ, সদঃ—৩। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ৩৪ আশুতোষ দে লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত জীবনধন চক্রবর্ত্তী, সমঃ—ঐ, সদঃ—৪। শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষাল, ৩৭।১ গৌড়ীবেড় লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ কাব্যকণ্ঠ বিশারদ, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র শেঠ, তোলাফাটক চুঁচুড়া। প্রঃ—ঐ, সমঃ—ঐ, সদঃ—৫। শ্রীযুক্ত মতিলাল দে, দত্তের ঘাট, চুঁচুড়া। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সমঃ—ঐ, সদঃ—৬। শ্রীযুক্ত অমূল্যরতন গুপ্ত, ইংরেজী অধ্যাপক, ভিক্টোরিয়া কলেজ, কোচবিহার। প্রঃ—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়, সমঃ—ঐ, সদঃ—৭। শ্রীযুক্ত প্রিয়লাল দাস, এম্-এ, বি-এল্, ৩৫।১ অখিল মিস্ত্রির লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সমঃ—ঐ, সদঃ—৮। শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রচন্দ্র গুহ, ৩ মধুসূদন মুখার্জ্জির লেন, মাণিকতলা। প্রঃ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, সমঃ—ঐ, সদঃ—৯। শ্রীযুক্ত হিরণকুমার ঘোষ, ঘোষ বাবুর বাড়ী, টাকী, ২৪ পরগণা। প্রঃ—শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল, সমঃ—ঐ, সদঃ—১০। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দত্ত, ১০ প্রতাপ চাটার্জ্জির লেন। প্রঃ—ঐ, সমঃ—ঐ, সদঃ—১১। শ্রীযুক্ত গৌরচরণ লাহা, ৫৬ সুকীয়া ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সমঃ—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সদঃ—১২। শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রনাথ মল্লিক, জমিদার, ৪ বলরাম দে ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, সমঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদঃ—১৩। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসু এম্-এ, ডেপুটী চীফ্ একাউণ্টাণ্ট, কলিকাতা করপোরেশন, ৮ অক্ষয় বসুর লেন, শ্যামবাজার।

অষ্টম বিশেষ অধিবেশন

২৮এ ফাল্গুন ১৩২৭, ১৪ই মার্চ্চ ১৯২১, শনিবার সন্ধ্যা ৬৷৷ টা

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক বি-এ, সভাপতি।

আলোচ্য-বিষয়—শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ মহাশয়ের প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য সাহিত্য-সংরক্ষণ গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত গিজো (Guizot) প্রণীত "ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস" নামক গ্রন্থের অনুবাদ (ষষ্ঠ অধ্যায়) পাঠ। অনুবাদক ও পাঠক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্-এ।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক বি এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ মহাশয় গিজোর "ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস" গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ পাঠ করিলেন।

সভাপতি ও প্রবন্ধ-পাঠক মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীগণপতি সরকার
সহকারী সম্পাদক।
১।৪।২১

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

নবম মাসিক অধিবেশন

৬ই চৈত্র ১৩২৭, রবিবার অপরাহ্ণ ৬৷৷ টা।

শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় এম্-এ, সভাপতি।

আলোচ্য-বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ, ২। পুস্তকোপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৩। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সেন মহাশয়-লিখিত "ভাষাতত্ত্ব"—(২য় অংশ) নামক প্রবন্ধ, এবং ৫। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি-এ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় এম্-এ মহশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ লিখিত না থাকায় পঠিত হইল না।

২। ক-পরিশিষ্টে লিখিত উপহার-স্বরূপ-প্রাপ্ত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৩। খ-পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত এবং সমর্থিত হইলে পর সাধারণ সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন।

৪। সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের অন্যতম আজীবন-সদস্য স্যর রাসবিহারী ঘোষ এবং উৎসাহী ও হিতৈষী সদস্য কর্ণেল সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়দ্বয়ের পরলোক-

প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। তাঁহাদের মৃত্যুর পূর্ব্বেই অদ্যকার অধিবেশনের সংবাদ সদস্যগণের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল, এইজন্য অদ্যকার আলোচ্য-বিষয় মধ্যে এই শোকাবহ ঘটনার উল্লেখ নাই। পরবর্ত্তী অধিবেশনে তাঁহাদের জন্য শোক-প্রকাশের ব্যবস্থা করা হইবে।

৫। প্রবন্ধলেখক শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সেন মহাশয় উপস্থিত না থাকায় শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয় "ভাষাতত্ত্ব" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

৬। সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীগণপতি সরকার
সহকারী সম্পাদক।
১।৪।২১

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

পরিশিষ্ট—ক

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকের তালিকা।

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়—(১) অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী। শ্রীযুক্ত যশোদালাল তালুকদার—(২) নন্দরাণী, (৩) ইন্দুমতী। শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ ঘোষ—(৪) চীনের পুতুল। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ—(৫) কুতের অবরোধ কাহিনী, (৬) মুকুট লুণ্ঠন। The Registrar, Calcutta University—(৭—৯) Journal of the Department of Letters, Vols. I, II and III, 1920. Superintendent, Government Printing, India—(১০) Review of Agricultural Operations in India, 1919-20, (১১) Statistics of British India, Vol I, (১২) Do Do Vol. IV. শ্রীযুক্ত ডাক্তার যোগেশচন্দ্র মিত্র, (শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের চেষ্টায় প্রাপ্ত)—(১৩) Usha-Songita.

পরিশিষ্ট—খ

নির্ব্বাচিত সদস্যগণের নাম।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী, সমর্থক—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ, সদস্য ১।—শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার শীল, ৫৪ শিকদারবাগান ষ্ট্রীট। প্রঃ—ঐ, সমঃ—ঐ, সদঃ—২। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন মজুমদার, ৫।১২ শিকদারবাগান ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সমঃ—ঐ, সদঃ—৩। শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় কোল মার্চ্চেন্ট, ২৬ গৌরীবেড় লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সমঃ—ঐ, সদঃ—৪। পুণা আপ্পাজি রাও বি. এস্-সি, ৪ পিতাম্বর ভট্টাচার্য্য লেন, গড়পার। প্রঃ—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, সমঃ—ঐ, সদঃ—৫। শ্রীযুক্ত হরিহর ঘোষ, ১৪৭ মাণিকতলা রোড। প্রঃ—ঐ, সমঃ—ঐ, সদঃ—৬। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ রায়, এজেন্ট সি-এস্-পি-সি-এ, কলিকাতা পুলিস, ২০ হোগলকুড়িয়া গলি। প্রঃ—ঐ, সমঃ—ঐ, সদঃ—৭। শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ, ২৪।১।২ মদন মিত্র লেন। প্রঃ—ঐ, সমঃ—ঐ, সদঃ—৮। শ্রীযুক্ত নন্দলাল ভট্টাচার্য্য বি এ, এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, লোয়ার গ্যাঞ্জেস্, কানপুর। প্রঃ—ঐ, সমঃ—ঐ, সদঃ—৯। শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ বিদ্যান্ত এম্-এ, এফ সি এস্, এফ আর এ এস্ ইত্যাদি, সুপারিন্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার, ইরিগেশন,

আগ্রা। প্রঃ—শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সমঃ—ঐ, সদঃ—১৩। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার সেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী, সমঃ—ঐ, সদঃ—১১। শ্রীযুক্ত আশুতোষ সিংহ, ৬৯।১ সিকদারবাগান ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সমঃ—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, সদঃ—১২। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সেন, ৩৮।১ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ, সমঃ—শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, সদঃ—১৩। শ্রীযুক্ত কবিরাজ পরেশনাথ শর্ম্মা কবিভূষণ, ২০০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। প্রঃ—ঐ, সমঃ—ঐ, সদঃ—১৪। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দাসগুপ্ত, ১৫ নয়ানচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট। প্রঃ—ঐ, সমঃ—ঐ, সদঃ—১৫। শ্রীযুক্ত কুলদাচরণ নিয়োগী এম্ এ, বি এল্, ৩২ এজরা ষ্ট্রীট। প্রঃ—ঐ, সমঃ—ঐ, সদঃ—১৬। শ্রীযুক্ত হরিপদ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ বি এ, ৩২ সিমলা ষ্ট্রীট। প্রঃ—ঐ, সমঃ—ঐ, সদঃ—১৭। শ্রীযুক্ত তারাপদ চট্টোপাধ্যায়, ৬৭।১০, বলরাম দে ষ্ট্রীট।

নবম বিশেষ অধিবেশন

স্থান—বসু বিজ্ঞান-মন্দির।

১৯এ চৈত্র ১৩২৭, ১লা এপ্রেল ১৯২১, শুক্রবার সন্ধ্যা ৬৷৷ টা।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—সভাপতি।

আলোচ্য-বিষয়—এই অধিবেশনে আচার্য্য শ্রীযুক্ত স্যর জগদীশচন্দ্র বসু সি. এস আই, সি আই ই, এফ আর এস, এম্ এ, ডি এস্-সি, পি-এচ্ ডি মহোদয় "স্নায়ুসূত্রে উত্তেজনা-প্রবাহ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিবেন এবং প্রবন্ধোক্ত বিষয়, যন্ত্রাদির সাহায্যে ব্যাখ্যা করিবেন।

সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। তিনি বলিলেন,—"চারি বৎসর পূর্ব্বে আচার্য্য শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু সাহিত্য-পরিষদের সভাপতিরূপে ধারাবাহিক বক্তৃতা প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষে তিনি আজ 'স্নায়ুসূত্রে উত্তেজনা-প্রবাহ' বিষয়ে বক্তৃতা দিবেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার নূতন আবিষ্ক্রিয়া প্রদর্শিত হইবে।"

বক্তৃতারম্ভে আচার্য্য বলিলেন, "বাহিরে অনেক ঘটনা ঘটিতেছে, যাহা আমাদের ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য। ইন্দ্রিয়-অগ্রাহ্য কি কোন দিন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইবে? অন্য দিকে বাহিরের ভীষণ আঘাতে অনুভূতি-শক্তি বেদনায় মুহ্যমান; সেই যন্ত্রণাদায়ক প্রবাহ কিরূপে প্রশমিত হইবে? হে ভীরু! যদিও তুমি এক দিন মরিবে, তথাপি অকালশঙ্কাহেতু শত শত বার মৃত্যুযাতনা ভোগ করিতেছ। যদিও বহির্জ্জগতের আঘাত তুমি নিবারণ করিতে অসমর্থ, তথাপি অন্তর্জ্জগতের তুমিই একমাত্র অধিপতি। যে পথ দিয়া বাহিরের সংবাদ তোমার নিকট পৌঁছিয়া থাকে, কোন দিন কি সেই পথ তোমার আজ্ঞায় এক সময়ে প্রসারিত এবং অন্য সময়ে একেবারে রুদ্ধ হইবে?"

এ সম্বন্ধে আচার্য্য মহাশয় বহুবিধ নূতন পরীক্ষা প্রদর্শন করিলেন। পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিলেন যে, স্নায়ুর বিশেষ আণবিক সন্নিবেশে উত্তেজনা-প্রবাহের বৃদ্ধি হয়। অন্যরূপ সন্নিবেশে উত্তেজনা-প্রবাহ স্থগিত হয়। বাহিরের শক্তিবলে এই দুই বিভিন্ন প্রকারের আণবিক সন্নিবেশের ফল প্রদর্শিত হইয়াছিল। বাহিরের শক্তি দ্বারা যাহা ঘটিয়া থাকে ভিতরের শক্তি দ্বারাও তাহা সংঘটিত হয়। সুতরাং স্নায়ুসূত্রে আণবিক সন্নিবেশ ইচ্ছাশক্তি দ্বারা নিয়মিত হইতে পারে। তৎপরে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু বলিলেন—

"সুতরাং মানুষ কেবল অদৃষ্টেরই দাস নহে। তাহারই মধ্যে এক শক্তি নিহিত আছে যাহা দ্বারা সে বহির্জ্জগতের নিরপেক্ষ হইতে পারে। তাহারই ইচ্ছানুসারে বাহির-ভিতরের প্রবেশদ্বার কখনও উদ্ঘাটিত কখনও বা অবরুদ্ধ হইতে পারিবে। এইরূপ দৈহিক ও আণবিক দুর্ব্বলতার উপর সে জয়ী হইবে। যে ক্ষীণ বার্ত্তা শুনিতে পায় নাই, তাহা শ্রুতি-গোচর হইবে—যে লক্ষ্য সে দেখিতে পায় নাই, তাহা তাহার নিকট জাজ্বল্যমান হইবে। অন্য প্রকারে সে বাহিরের সর্ব্ব বিভীষিকার অতীত হইবে। অন্তররাজ্যে স্বেচ্ছাবলে সে বাহিরেব ঝঞ্ঝার মধ্যেও অক্ষুব্ধ রহিবে।

"ভিতরের শক্তি ও স্বেচ্ছা! তবে জীবনের কোন স্তরে এই শক্তির উদ্ভব হইয়াছে। শুষ্কতৃণ জলস্রোতে ভাসিয়া যায়, কিন্তু জীব কেবল সেই প্রবাহ দ্বারাই পরিচালিত হয় না, বরং ঢেউয়ের আঘাতে উত্তেজিত হইয়া স্রোতের বিরুদ্ধে সন্তরণ করে। কোন স্তরে তবে এই বুঝিবার শক্তি জাগিয়া উঠিয়াছে?

"ভিতর ও বাহিরের শক্তি-সংগ্রামেই জীবন বিবিধরূপে পরিস্ফুটিত হইতেছে। উভয়ের মূলে একই মহাশক্তি যাহা দ্বারা অজীব ও সজীব অণু ও ব্রহ্মাণ্ড অনুপ্রাণিত। সেই শক্তির উচ্ছ্বাসেই জীবনের অভিব্যক্তি—সেই শক্তিতেই মানব দানবত্ব পরিহার করিয়া দেবত্বে উন্নীত হইবে।"

সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত স্যর জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়কে এই মূল্যবান্ বক্তৃতার জন্য ধন্যবাদ দিলে পর, সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীগণপতি সরকার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

দশম মাসিক অধিবেশন

২১এ চৈত্র ১৩২৭, ৩রা এপ্রিল ১৯২১, রবিবার অপরাহ্ণ ৬ টা।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—সভাপতি।

আলোচ্য-বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ এম-এ, ব্যারিষ্টার মহাশয়-প্রদত্ত ৪২৪ খানি প্রাচীন পুথি প্রদর্শন। ৩। পুথি ও পুস্তকোপহার-

দাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। ৪। সাধারণ সদস্য নির্ব্বাচন। ৫। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয়-লিখিত "রাসলীলা" নামক প্রবন্ধ। ৬। নিয়ম-পরিবর্ত্তন প্রস্তাব—(১) ৩১ (ক) নিয়মের "প্রস্তাবিত সভ্যের সম্মতি জ্ঞাপন করিবেন" স্থলে "প্রস্তাবিত সভ্যের লিখিত সম্মতি জ্ঞাপন করিবেন" এবং (২) ৩৬ (ক) নিয়মের "ফাল্গুন মাসের কোন মাসিক অধিবেশনের" স্থলে "চৈত্র মাসের প্রথম মাসিক অধিবেশনে" এইরূপ পরিবর্ত্তন করা সম্বন্ধে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব। ৭। শোক-প্রকাশ—(ক) ডাঃ স্যর রাসবিহারী ঘোষ সি. এস্. আই., সি. আই. ই., এম. এ., ডি. এল., (খ) লেফটানেণ্ট কর্ণেল সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম. ডি. এবং (গ) ফজলর রহমান মহাশয়গণের পরলোক-গমনে। ৮। বিবিধ।

সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত তিনটি অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ এম্-এ ব্যারিষ্টার মহাশয়ের প্রদত্ত ৪২৪ খানি প্রাচীন পুথি প্রদর্শিত হইল। এই প্রসঙ্গে সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, তিনি পরিষদের পুথিশালার কর্ম্মচারী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মুখে এই সকল পুথির কথা অবগত হইয়া, তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া শ্রীযুক্ত দাশ মহাশয়ের নিকট গমন করেন। তিনি নন্-কো-অপারেশনে যোগদান করায় তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব তিনি স্বদেশের কাজে উৎসর্গ করিয়াছেন। এই জন্য বহু অর্থ (প্রায় ৩।৪ হাজার টাকা) ব্যয় করিয়া তিনি যে সকল পুথি সংগ্রহ করিয়াছেন তাহার কি ব্যবস্থা করিবেন, জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন যে, তিনি সম্প্রতি এই সকল পুথি সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করিবেন না; তবে যদি সাহিত্য-পরিষৎ সেগুলি গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তিনি পরিষৎকেই দান করিতে পারেন। সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত দাশ মহাশয়ের এই কথা শুনিয়া পরিষদের জন্য পুথিগুলি ভিক্ষা চাহিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি পুথিগুলি পরিষৎকে দান করিলেন। সেই পুথিগুলিই আজ প্রদর্শিত হইল। এই সংগ্রহ মধ্যে অনেক দুষ্প্রাপ্য এবং ১০।১২ খানি অপ্রকাশিত ও বহুমূল্য পুথি রহিয়াছে। এই পুথিগুলি পাইয়া পরিষদের গৌরব বৃদ্ধি হইল। শ্রীযুক্ত দাশ মহাশয়কে তিনি এই দানের জন্য পরিষদের পক্ষ হইতে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন। (ক—পরিশিষ্টে পুথির তালিকা দ্রষ্টব্য)।

৩। উক্ত পুথিগুলি ব্যতীত কতিপয় উপহার-স্বরূপ প্রাপ্ত পুথি ও পুস্তক প্রদর্শিত হইল এবং প্রদাতৃগণকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল। (খ—পরিশিষ্টে এই সকল পুথি ও পুস্তকের নাম দ্রষ্টব্য)।

৪। যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর গ—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন।

৫। শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহার লিখিত "রাসলীলা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পঠিত হইলে পর, সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় শ্রীমদ্ভাগবতে, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে ও ভাগবতের ব্রহ্মবিবর্ত্তনে

রাসলীলা-সংক্রান্ত বর্ণনার কতটুকু গ্রহণীয়, তাহার সত্যাসত্য কতটুকু, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে পরমপুরুষ জ্ঞান করিবার জন্য যে সকল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে আলোচনার বিষয়। শ্রীকৃষ্ণচরিতে যে সকল কলঙ্কের আরোপ করা হইয়া থাকে, তাহা তিনি দূরীভূত করিবার জন্য যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করিয়াছেন। বিরুদ্ধ মতের আলোচনাকারীদের মন্তব্য আলোচনা করিয়া বিবাদ বিসংবাদের অবতারণা করা পরিষদের উদ্দেশ্য নহে,—দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বালোচনা করিবারও অবসর আমাদের নাই। লেখকের উদ্দেশ্য মহৎ। ভাগবতের রাসলীলা বর্ণনার সৌন্দর্য্য আলোচনা করিয়া লেখক বিশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। পরিষদের পক্ষ হইতে তাঁহাকে আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

সভাপতি-মহাশয় বলিলেন যে, রাসলীলা সম্বন্ধে আজ আমরা একটি সুললিত প্রবন্ধ শুনিলাম। লেখক অনেক দিনের পরিশ্রমের পর এবং অনেক পুরাণাদি আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। অনেকে শ্রীকৃষ্ণচরিতে কলঙ্ক আরোপ করায় আমাদের একটা ক্ষোভ ছিল। লেখক সেই সকল কলঙ্কের কথা অপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

ভাগবতের পুরাণ পুথি নাই। কাশীতে রাজা হরিশ্চন্দ্রের বাটীতে ১১৯১ সংবতে লেখা একখানি ভাগবত ছিল। তাহার শেষ পাতাটি নাই। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় সেখানি কলিকাতায় আনিয়াছিলেন, কিন্তু ফিরাইয়া দেন নাই। এক্ষণে সেই শেষের পাতাটি যে কোথায়, তাহা জানিবার উপায় নাই। কাশীর পণ্ডিতগণের অনেকেই জানেন যে, উক্ত ভাগবতখানি ১১৯১ সংবতে লেখা। উহাতে রাসপঞ্চাধ্যায়ের পাঁচটি অধ্যায়ই নাই। পরে কেহ উক্ত অধ্যায়গুলি প্রক্ষিপ্ত করিয়া থাকিবেন, তদবধি রাসপঞ্চাধ্যায় ভাগবতের অন্তর্ভুক্ত হইয়া প্রচলিত রহিয়াছে। আর একখানি ১১৩০।৩৫ সংবতে লেখা ভাগবতের পুথি পাওয়া গিয়াছিল, উহাতেও রাসপঞ্চাধ্যায় ছিল না। আমার বিশ্বাস, পরে উহা প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকিবে। সেই সময়কার গীতগোবিন্দে রাসের কথা নাই। কৃষ্ণচরিত্রে রাসলীলার আরোপ বোধ হয়, মুসলমান-বিজয়ের পর হইয়া থাকিবে। উক্ত ভাগবতের পুথিখানি এক্ষণে কাশীর সরস্বতী-মহলে রহিয়াছে। তবে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে এদেশে রাস বলিয়া একটী জিনিষ ছিল। বিলাতে ও পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে সেইরূপ উদ্যানক্রীড়া কিংবা আমোদ-প্রমোদের উৎসব ছিল। ঐ সময়ে এ দেশে রাস-পূর্ণিমায় ও দোল-পূর্ণিমায় ও বাসন্তী পূর্ণিমায় সৌখীন (fashionable) নাগরগণ কোন এক স্থানে সমবেত হইয়া প্রকাণ্ড উৎসব করিত—স্ত্রী পুরুষ মিলিত হইয়াই এই উদ্দেশ্যে উৎসবে যোগদান করিত, তাহাতে কেহ দোষ ধরিত না। কার্ত্তিকী পূর্ণিমার দিন রাস হইত। ইহার উদাহরণ নানা গ্রন্থে পাওয়া যায়। এই উৎসবে নাচ, গান, ষাঁড়ের লড়াই, কুকুরের লড়াই হইত। তাহাতে সমাজবিরুদ্ধ কোন কিছু হইলে লোকে দোষ ধরিত না। এই সকল উৎসবে ঠাকুর দেবতার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ ছিল না, গ্রাম্য দেবতার স্থানে মিলিত হইয়া এই উৎসব হইত। এইরূপ উৎসবের বর্ণনা যদি ভাগবতে থাকে, তাহাতে দোষ নাই। কোন পাকা পুরাণে এই উৎসবের উল্লেখ নাই। আসল ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণেও নাই। একটা পুরাণে ১৮শ পুরাণের সারমর্ম্ম (abstract) লিখিত আছে।

তাহাতে, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের প্রসঙ্গে রাসপঞ্চাধ্যায়ের উল্লেখ নাই। এখনকার ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে রাসের কথা আছে। বঙ্কিমচন্দ্র এখনকার ব্রহ্মবৈবর্ত্তকে কৈবর্ত্ত পুরাণ বলিয়াছেন! রাসপঞ্চাধ্যায় হইতে কৃষ্ণকে বাহির করা দরকার। খৃঃ ১২শ শতাব্দীর আগে রাসের কথা উঠে নাই, তবে ঐরূপ একটা উৎসব প্রচলিত ছিল। বৎসরের মধ্যে একটা Licenseএর দিন সকল দেশেই আছে। ১২শ শতাব্দীর পর সহজিয়া ধর্ম্ম হিন্দুসমাজে প্রবেশলাভ করার পর ১৩শ-১৪শ শতাব্দীতে রাসলীলার বিষয় ভাগবতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে বোধ হয়।

৬। (ক) শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, ৩৩ (ক) নিয়মের "প্রস্তাবিত সভ্যের সম্মতি জ্ঞাপন করিবেন" স্থলে "প্রস্তাবিত সভ্যের লিখিত সম্মতি জ্ঞাপন করিরেন" এইরূপ লিখিয়া উক্ত নিয়ম পরিবর্ত্তন করা হউক। এই নিয়ম-পরিবর্ত্তন-প্রস্তাব কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ মহাশয় এই প্রস্তাবে আপত্তি করিলেন এবং বলিলেন যে, তিনি কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতিতেও এই প্রস্তাব সম্বন্ধে আপত্তি করিয়াছিলেন। যাঁহারা পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইবার জন্য সদস্যগণ কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত হইবেন, নিয়মানুসারে প্রস্তাবকর্ত্তা তাঁহাদের মৌখিক সম্মতি পাইলে তাঁহাদের নাম প্রস্তাব করিতে পারিবেন। এস্থলে তাঁহাদের লিখিত সম্মতি গ্রহণের কোনও আবশ্যকতা নাই। এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলে প্রধান অসুবিধা এই হইবে যে, উপযুক্ত লোক আমরা কর্ম্মাধ্যক্ষরূপে পাইব না। কারণ আত্মসম্মানবিশিষ্ট কেহ এইভাবে সম্মতিপত্র লিখিয়া দিবেন না। তাহা ছাড়া এই প্রস্তাব গ্রহণে আরও বুঝা যাইতেছে যে, আমরা পরিষদের সদস্যগণের সত্যবাদিত্বে সন্দেহ প্রকাশ করিতেছি, এই জন্য এই প্রস্তাব গ্রহণ করা উচিত নহে এবং প্রস্তাব গৃহীত হইলে ভাললোক পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষপদগ্রহণে মোটেই সম্মতিদান করিবেন না।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, বি এল্ মহাশয় বলিলেন যে, এই প্রস্তাব গ্রহণে মতভেদ হইবার কোন কারণ নাই। নিয়মে যখন স্পষ্টই রহিয়াছে যে, প্রস্তাবিত সভ্যের "সম্মতি জ্ঞাপন করিবেন" তখন এই সম্মতি মৌখিক না হইয়া লিখিত হইবার পক্ষে কি আপত্তি হইতে পারে? যে সকল ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের প্রভাব, সেখানে সকল বিষয় প্রণালীবদ্ধভাবে হওয়াই উচিত। পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভ্যপদপ্রার্থিগণকেও এই পদপ্রার্থী হইবার জন্য লিখিত সম্মতি জানাইতে হয়। আমেরিকা প্রভৃতি দেশে প্রেসিডেন্ট-পদপ্রার্থীকেও লিখিত আবেদন দিতে হয়। এদেশেও বিভিন্ন কউন্সিলে ও অন্যান্য পদপ্রার্থিগণকে লিখিত আবেদন পাঠাইতে হয়। এক্ষেত্রে পরিষদের বেলায় কর্ম্মাধ্যক্ষপদপ্রার্থী হইবার ইচ্ছা পত্র দ্বারা লিখিয়া জানাইলে সদস্যগণের কি সম্মানের হানি হইবে ও সেইরূপ পত্র লিখাইয়া লইলে প্রস্তাবকর্ত্তার সত্যবাদিত্বে কিরূপে সন্দিহান হইবে? প্রস্তাবকর্ত্তা যাঁহার নাম প্রস্তাব করিয়া পত্র লিখিবেন, সেই পত্রেই প্রস্তাবিত কর্ম্মাধ্যক্ষ "আমি সম্মত আছি" এইরূপ লিখিয়া দিবেন। ইহাতে কেন আপত্তি হইবে ও তাঁহার কিই বা অপমান হইবে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় সদস্যগণের ভোট গ্রহণ করিলেন। প্রস্তাবের পক্ষে ১৫ জন ও বিপক্ষে ৩ জন ভোট দিলেন। প্রস্তাব গৃহীত হইল।

(খ) শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, ৩৬ (ক) নিয়মের "ফাল্গুন মাসের কোন মাসিক অধিবেশনের" স্থলে "চৈত্র মাসের প্রথম মাসিক অধিবেশনে" এইরূপ পরিবর্ত্তন করা হউক। কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি কর্ত্তৃক এই নিয়ম পরিবর্ত্তন প্রস্তাব আলোচিত হইয়া গৃহীত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। সর্ব্ববাদি-সম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

এই প্রসঙ্গে সম্পাদক মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, আগামী বর্ষের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভ্যপদপ্রার্থিগণের নির্ব্বাচনপত্র পরীক্ষার জন্য নিম্নলিখিত সদস্যগণকে ভোট-পরীক্ষক নির্ব্বাচিত করা হউক—

১। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

২। „ জলধর সেন।

৩। „ পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪। „ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে পর, সর্ব্বসম্মতিক্রমে ইহা গৃহীত হইল।

৭। শোক-প্রকাশ।—সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের অন্যতম আজীবন-সদস্য আমাদের প্রধান লোক বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র স্যর রাসবিহারী ঘোষ মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছে। রাসবিহারী বাবু ১৮৬৬ অব্দে এম্ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি হাইকোর্টে ওকালতি করিয়া যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিলেন—সেইরূপ উন্নতি আর কেহ করিয়াছেন কি না জানি না। নানা শাস্ত্রে তাঁহার দৃষ্টি ছিল। ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্য তিনি বৈজ্ঞানিকভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন। ইংরাজি ভাষায় তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান ছিল। তেমন ইংরাজি সাহেবরাও লিখিতে বলিতে পারিতেন না। সাহেব জজদের ইংরাজিতে কিছু লিখিতে যদি খট্‌কা লাগিত, তিনি সে খট্‌কা মিটাইয়া দিতেন। তিনি Jurist ছিলেন—ন্যায়দর্শী ছিলেন। একা তিনিই বোধ হয় আইন-ব্যবসায় দ্বারা এক কোটি টাকা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, আর সেই টাকা সমস্তই দেশের কাজে দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় দাতা পণ্ডিত ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তির মৃত্যুতে আমরা শোকপ্রকাশ করিতেছি।

সকলে দণ্ডায়মান হইয়া মৃত মহাত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন ও শোক-প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

(খ) তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন, বাঙ্গালার আর একটি উজ্জ্বল রত্ন আমরা হারাইয়াছি। কর্ণেল সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীকে আমি তাহার বাল্যকাল হইতেই জানিতাম। তিনি অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ও প্রতিভাবান্ ব্যক্তি ছিলেন। বাল্যকালে বিদ্যালয়ে তিনি তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন—সকল ছেলের অগ্রণী ছিলেন। মেডিক্যাল কলেজে পাশ করিয়া যে ভাবে ডাক্তারী করিতেন, তাহাতে তাঁহার প্রতিভার পরিচয় দেশমধ্যে প্রচারিত

হইয়া পড়ে। সমসাময়িক সাহেব ডাক্তাররাও তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন না। তাঁহার হৃদয় অতিশয় কোমল ছিল এবং তিনি উদারপ্রকৃতির লোক ছিলেন; পরিষদের একজন হিতৈষী বন্ধু ছিলেন। বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে ডাক্তারী শিক্ষাপ্রদানের জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন পাঠাইবার সংকল্প করিয়া পরিষদের যে শাখা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত ছিল তিনি তাহার অগ্রণী ছিলেন। দেশের অনেক উপকার তিনি করিয়া গিয়াছেন।

সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এই শোক-প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

(গ) অন্যতম সদস্য ফজলর রহমান সাহেবের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হইল।

স্থির হইল যে, উক্ত মৃত মহাত্মাগণের পরিবারে পরিষদের সমবেদনাসূচক পত্র প্রেরিত হইবে।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীগণপতি সরকার | শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সহকারী সম্পাদক। | সভাপতি।

১।৪।১৯২১

পরিশিষ্ট—(ক)

উপহারপ্রাপ্ত পুথির তালিকা।

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ এম্‌-এ। ১। লক্ষ্মীচরিত্র, ২। শ্রীচৈতন্য-ভাগবত—আদিখণ্ড, ৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত—মধ্যখণ্ড, ৪। শ্রীচৈতন্যভাগবত—অন্ত্যখণ্ড, ৫। শ্রীগোবিন্দলীলামৃত, ৭। রাধাকৃষ্ণলীলারসকদম্ব (বিদগ্ধমাধব), ৮। রাধা-কৃষ্ণলীলারসকদম্ব, ৯। রাধাকৃষ্ণলীলারসকদম্ব, ১০। চৈতন্যচরিতামৃত—অন্ত্যখণ্ড, ১১। নদীয়াখণ্ড (চৈতন্যমঙ্গলের অন্তর্গত), ১২। মহাভারত—আদিপর্ব্ব, ১৩। মহাভারত—সভাপর্ব্ব, ১৪। মহাভারত—বিরাটপর্ব্ব, ১৫। মহাভারত—ভীষ্মপর্ব্ব, ১৬। মহাভারত—দ্রোণপর্ব্ব, ১৭। মহাভারত—দ্রোণপর্ব্ব, ১৮। মহাভারত—গদাপর্ব্ব, ১৯। মহাভারত—স্ত্রীপর্ব্ব, ২০। মহাভারত—শান্তিপর্ব্ব, ২১। মহাভারত—আশ্রমিকপর্ব্ব, ২২। মহাভারত—স্বর্গারোহণ-পর্ব্ব, ২৩। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, ২৪। রাধিকার কলঙ্কভঞ্জন, ২৫। হরিশ্চন্দ্রের পালা, ২৬। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, ২৭। অভিমন্যু বধ, ২৮। ফলভক্ষণ পালা, ২৯। হরিশ্চন্দ্রের পালা, ৩০। রাধার কলঙ্কভঞ্জন, ৩১। ঊষাহরণ, ৩২। সাবিত্রী-উপাখ্যান, ৩৩। প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, ৩৪। রসসম্পুটকারিকা, ৩৫। স্মরণমঙ্গল, ৩৬। গুরুদক্ষিণা, ৩৭। উদ্ধব-গমন (উদ্ধব-সংবাদ), ৩৮। ভ্রমরগীতা, ৩৯। উদ্ধব-আগমন পালা, ৪০। বৈষ্ণব-বন্দনা, ৪১। পদাবলী, ৪২। পদাবলী, ৪৩। স্বরূপবর্ণন, ৪৪। শ্রীরামচন্দ্রের গয়ায় পিণ্ডদান (রামায়ণের অন্তর্গত), ৪৫। পদাঙ্ক-দূত, ৪৬। মহিম্নস্তোত্র, ৪৭। গীতগোবিন্দ, ৪৮। গীতগোবিন্দ, ৪৯। স্তবমালা, ৫০। অমরকোষ—স্বর্গপর্ব্ব, ৫১। সহজ জিজ্ঞাসাপটল, ৫২। হংস-দূত ৫৩। হংস-দূত, ৫৪। হরিশ্চন্দ্রের পালা, ৫৫। দিবারাস, ৫৬। দাতাকর্ণের পালা, ৫৭। দাতাকর্ণের পালা ৫৮। বকাসুরবধ পালা, ৫৯। কুম্ভকর্ণের রায়বার, ৬০। লক্ষ্মণের

শক্তিশেল, ৬১। মহাভারত—কর্ণপর্ব্ব, ৬২। মহাভারত—গদাপর্ব্ব, ৬৩। মহাভারত—স্বর্গারোহণ-পর্ব্ব, ৬৪। রামায়ণ—আদিকাণ্ড, ৬৫। রামায়ণ—অযোধ্যাকাণ্ড, ৬৬। রামায়ণ—আদিকাণ্ড ৬৭। রামায়ণ—সুন্দরকাণ্ড, ৬৮। রামায়ণ—কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ৬৯। সীতার অগ্নিপরীক্ষা, ৭০। নরমেধ যজ্ঞ, ৭১। স্বরূপনির্ণয়, ৭২। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—আদিখণ্ড, ৭৩। চমৎকার-চন্দ্রিকা, ৭৪। সর্ব্ব-রসতত্ত্বসার, ৭৫। উপাসনাতত্ত্বসার, ৭৬। প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, ৭৭। স্মরণ-মঙ্গল, ৭৮। গঙ্গার বন্দনা, ৭৯। হংসদূত, ৮০। জন্মাষ্টমীর পালা, ৮১। রাধার কলঙ্কভঞ্জন, ৮২। অঙ্গদের রায়বার, ৮৩। একাদশীর পালা, ৮৪। অক্রূর-আগমন পালা, ৮৫। জড় ভরতের উপাখ্যান, ৮৬। স্বরূপলতিকা, ৮৭। অতিকায় বধ (লঙ্কাকাণ্ডের অন্তর্গত), ৮৮। তরণীসেন বধ পালা, ৮৯। মহাভারত—বিরাটপর্ব্ব, ৯০। মহাভারত—গদাপর্ব্ব, ৯১। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—আদিখণ্ড, ৯২। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—অন্ত্যখণ্ড, ৯৩। নির্লোকসারচিন্তামণি, ৯৪। আত্ম-জিজ্ঞাসা, ৯৫। শ্রীচৈতন্যভাগবত—মধ্যখণ্ড, ৯৬। শ্রীচৈতন্যভাগবত—আদিখণ্ড, ৯৭। ভক্তি-রসতত্ত্ববিলাস, ৯৮। পাষণ্ডদলন, ৯৯। মহাভারত—শান্তিপর্ব্ব, ১০০। প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, ১০১। মনসামঙ্গল—সমুদ্রমন্থন, ১০২। বৈষ্ণববন্দনা, ১০৩। অন্নপূর্ণার পালা, ১০৪। ভক্তি-চিন্তামণি, ১০৫। ভক্তি-চিন্তামণি, ১০৬। নাগপাশ পালা, ১০৭। ধ্রুব উপাখ্যান, ১০৮। দুর্ল্লভসার, ১০৯। সুদামা উপাখ্যান, ১১০। সুদামার উপাখ্যান, ১১১। গুরুদক্ষিণা, ১১২। সুদামা-চরিত্র, ১১৩। সীতার অগ্নিপরীক্ষা, ১১৪। হংস-দূত, ১১৫। নারদ-সংবাদ, ১১৬। কলিমোচন উপাখ্যান, ১১৭। মহাভারত—অশ্বমেধ-পর্ব্ব, ১১৮। মহাভারত—ভীষ্মপর্ব্ব, ১১৯। মহাভারত—গদাপর্ব্ব, ১২০। মহাভারত—সৌপ্তিক পর্ব্ব, ১২১। মহাভারত—দ্রোণপর্ব্ব, ১২২। মহাভারত—স্বর্গারোহণপর্ব্ব, ১২৩। মহাভারত—আশ্রমিকপর্ব্ব, ১২৪। মহাভারত—অশ্বমেধপর্ব্ব, ১২৫। অশ্বত্থামার মণিহরণ ও অর্জ্জুনের চন্দ্রলোকে গমন, ১২৬। ঐ, ১২৭। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, ১২৮। হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান, ১২৯। কপিলামঙ্গল, ১৩০। ধ্রুবচরিত্র, ১৩১। সুদামা-চরিত্র, ১৩২। নরমেধযজ্ঞ, ১৩৩। পারিজাতহরণ পালা, ১৩৪। উঞ্ছবৃত্তির পালা, ১৩৫। কর্ণের বাণহরণ পালা, ১৩৬। উষাহরণ পালা, ১৩৭। বাণযুদ্ধ পালা, ১৩৮। মনসামঙ্গল—আস্তিকের জন্ম পালা, ১৩৯। মনসামঙ্গল—হুমেহাটীর পালা, ১৪০। মনসামঙ্গল—সমুদ্রমন্থন পালা, ১৪১। মনসামঙ্গল—লখিন্দরের পালা, ১৪২। মনসামঙ্গল—বেহুলা ও লখিন্দরের আগমন পালা, ১৪৩। মহাভারত—আদিপর্ব্ব, ১৪৪। মহাভারত—সভাপর্ব্ব, ১৪৫। মহাভারত—বিরাটপর্ব্ব, ১৪৬। মহাভারত—বিরাটপর্ব্ব, ১৪৭। মহাভারত—ভীষ্মপর্ব্ব, ১৪৮। মহাভারত—ভীষ্মপর্ব্ব, ১৪৯। মহাভারত—কর্ণপর্ব্ব, ১৫০। মহাভারত—কর্ণপর্ব্ব, ১৫১। মহাভারত—সৌপ্তিকপর্ব্ব, ১৫২। মহাভারত—গদাপর্ব্ব, ১৫৩। মহাভারত—গদাপর্ব্ব, ১৫৪। মহাভারত—গদাপর্ব্ব, ১৫৫। মহাভারত—শান্তিপর্ব্ব, ১৫৬। মহাভারত—অশ্বমেধপর্ব্ব, ১৫৭। মহাভারত—স্বর্গারোহণপর্ব্ব, ১৫৮। মহাভারত—বৃহৎ শান্তিপর্ব্ব, ১৫৯। প্রার্থনা-পদ, ১৬০। প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, ১৬১। প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, ১৬২। গীত-গোবিন্দ, ১৬৩। প্রহ্লাদ-চরিত্র ১৬৪। শ্রীমতীর মথুরায় আগমন পালা, ১৬৫। গৌড়

খেলা উপাখ্যান, ১৬৬। হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান, ১৬৭। চিত্রকেতুর পালা, ১৬৮। প্রহ্লাদ-চরিত্র, ১৬৯। অর্জ্জুনের দর্পচূর্ণ পালা, ১৭০। হরিশ্চন্দ্রের পালা, ১৭১। হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান, ১৭২। প্রহ্লাদ-চরিত্র, ১৭৩। প্রহ্লাদ-চরিত্র, ১৭৪। নন্দবিদায়, ১৭৫। দধিখণ্ড, ১৭৬। দাতাকর্ণের পালা, ১৭৭। গুরুদক্ষিণা, ১৭৮। স্বরূপ-বর্ণন, ১৭৯। নারদ-সংবাদ, ১৮০। চৈতন্যচরিতামৃত—আদিখণ্ড, ১৮১। চৈতন্যচরিতামৃত—আদি-খণ্ড ১৮২। চৈতন্যচরিতামৃত—মধ্যখণ্ড, ১৮৩। চৈতন্যচরিতামৃত—অন্ত্যখণ্ড, ১৮৪। চৈতন্য-চরিতামৃত—অন্ত্যখণ্ড, ১৮৫। চৈতন্যমঙ্গল—সূত্রখণ্ড, ১৮৬। চৈতন্যমঙ্গল—আদিখণ্ড, ১৮৭। চৈতন্যমঙ্গল—মধ্যখণ্ড, ১৮৮। চৈতন্যমঙ্গল—সন্ন্যাসখণ্ড, ১৮৯। চৈতন্যমঙ্গল—অন্ত্যখণ্ড, ১৯০। বৃন্দাবনপরিক্রমা, ১৯১। কৃষ্ণকর্ণামৃত, ১৯২। রাধাকৃষ্ণলীলারস-কদম্ব, ১৯৩। গীতগোবিন্দ, ১৯৪। অক্রূর আগমন পালা, ১৯৫। স্মরণ-চমৎকার, ১৯৬। বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য, ১৯৭। গঙ্গার বন্দনা, ১৯৮। সত্যনারায়ণের পাঁচালী, ১৯৯। দণ্ডী-পর্ব্ব, ২০০। ভজন রত্ন, ২০১। মুকুন্দ মুক্তাবলী, ২০২। রামায়ণ—অরণ্যকাণ্ড, ২০৩। ভক্তি-চিন্তামণি, ২০৪। নিগম, ২০৫। দ্বীপক-উজ্জ্বল, ২০৬। জৈমিনিভারত—অশ্বমেধপর্ব্ব, ২০৭। বৈষ্ণব-বন্দনা, ২০৮। বৈষ্ণব-বন্দনা, ২০৯। মহাভারত—দ্রোণপর্ব্ব, ২১০। মহাভারত—আদিপর্ব্ব, ২১১। মহাভারত—বিরাটপর্ব্ব, ২১২। মহাভারত—বনপর্ব্ব, ২১৩। মহাভারত—গদাপর্ব্ব, ২১৪। মহাভারত—গদাপর্ব্ব, ২১৫। মহাভারত—গদাপর্ব্ব, ২১৬। মহাভারত—স্ত্রী-পর্ব্ব, ২১৭। মহাভারত—স্বর্গারোহণপর্ব্ব, ২১৮। মহাভারত—স্বর্গারোহণপর্ব্ব, ২১৯। রামায়ণ—কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ২২০। রামচন্দ্রের গঙ্গাস্নান, ২২১। শিবরামের যুদ্ধ, ২২২। রামায়ণ—অযোধ্যাকাণ্ড, ২২৩। হংসদূত, ২২৪। হংসদূত, ২২৫। হংসদূত, ২২৬। চৈতন্য-চন্দ্রোদয়কৌমুদী, ২২৭। রসমঞ্জরী, ২২৮। শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, ২২৯। শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, ২৩০। কালিয়দমন, ২৩১। সংকীর্ত্তনামৃত, ২৩২। রাধাকৃষ্ণলীলারসকদম্ব, ২৩৩। রাধাকৃষ্ণ-লীলারসকদম্ব, ২৩৪। রাধাকৃষ্ণলীলারসকদম্ব, ২৩৫। বৈষ্ণব-বন্দনা, ২৩৬। বৈষ্ণব-বন্দনা, ২৩৭। বৈষ্ণব-বন্দনা, ২৩৮। বৈষ্ণব-বন্দনা, ২৩৯। আনন্দ-লহরী, ২৪০। চৈতন্য-নিত্যানন্দ-সংবাদ, ২৪১। চৈতন্য-ভাগবত—আদিখণ্ড, ২৪২। ভক্তি-চিন্তামণি, ২৪৩। তুলসীচরিত্র, ২৪৪। রাধিকামঙ্গল, ২৪৫। দিবারাস, ২৪৬। শ্রীকৃষ্ণের ফলভক্ষণ, ২৪৭। রাধার কলঙ্কভঞ্জন, ২৪৮। কপিলামঙ্গল, ২৪৯। বলি রাজার পালা, ২৫০। রাম-চন্দ্রের বনবাস পালা, ২৫১। নন্দবিদায়, ২৫২। চৈতন্যচরিতামৃত—আদিখণ্ড, ২৫৩। চৈতন্যচরিতামৃত—অন্ত্যখণ্ড, ২৫৪। অদ্বৈত-সূত্র-কড়চা, ২৫৫। স্মরণ মঙ্গল, ২৫৬। স্মরণ-মঙ্গল, ২৫৭। প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, ২৫৮। প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, ২৫৯। প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা, ২৬০। উপাসনা পটল, ২৬১। গুরু শিষ্য সংবাদ, ২৬২। মুরারি-চরিত্র, ২৬৩। চৈতন্য-মঙ্গল—সন্ন্যাসখণ্ড, ২৬৪। নামহীন পুথি, ২৬৫। মুক্তা-চরিত্র, ২৬৬। গৌরাঙ্গ-সন্ন্যাস, ২৬৭। পদবলী, ২৬৮। মহাভারত—কর্ণপর্ব্ব, ২৬৯। মহাভারত—বিরাটপর্ব্ব, ২৭০। মহাভারত—উদ্যোগপর্ব্ব, ২৭১। মহাভারত—শল্যপর্ব্ব, ২৭২। বৃন্দাবন-শতক, ২৭৩। রূপমঞ্জরী সেবা প্রার্থনা, ২৭৪। পাষণ্ড-দলন, ২৭৫। নারদ-সংবাদ, ২৭৬। নারদ-

সংবাদ, ২৭৭। নারদ-সংবাদ, ২৭৮। নারদ-সংবাদ, ২৭৯। আবু সামার উপাখ্যান, ২৮০। শ্রীকৃষ্ণলীলা, ২৮১। বৈষ্ণবামৃত, ২৮২। হরিনাম কবচ, ২৮৩। সন্দেহচ্ছেদ দীপিকা, ২৮৪। গুরু-শিষ্য-সংবাদ, ২৮৫। স্মরণ-মঙ্গল পদাবলী, ২৮৬। পদাবলী, ২৮৭। নিগম, ২৮৮। নিগম, ২৮৯। উদ্ধব-সংবাদ, ২৯০। নামহীন পুথি, ২৯১। বিদ্যাসুন্দর, ২৯২। শতস্কন্ধ রাবণবধ, ২৯৩। সুদামা-চরিত্র, ২৯৪। উপাসনাতত্ত্ব, ২৯৫। স্মরণীয় টীকা, ২৯৬। স্বরূপ-বর্ণন, ২৯৭। সন্ন্যাস চুম্বক, ২৯৮। নামহীন পুথি, ২৯৯। যোগাত্মার বন্দনা, ৩০০। আশ্রয়-নির্ণয়, ৩০১। রামায়ণ—সুন্দরাকাণ্ড, ৩০২। রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড, ৩০৩। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড, ৩০৪। রামায়ণ—কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ৩০৫। রামায়ণ—আদিকাণ্ড, ৩০৬। রামায়ণ—আদিকাণ্ড, ৩০৭। রামায়ণ—অযোধ্যাকাণ্ড, ৩০৮। রামায়ণ—অরণ্যকাণ্ড, ৩০৯। মহাভারত—আদিপর্ব্ব, ৩১০। মহাভারত—আদিপর্ব্ব, ৩১১। মহাভারত—বিরাটপর্ব্ব, ৩১২। মহাভারত—গদাপর্ব্ব, ৩১৩। মহাভারত—অশ্বমেধ-পর্ব্ব, ৩১৪। মহাভারত—শান্তিপর্ব্ব, ৩১৫। মহাভারত—আশ্রমিকপর্ব্ব, ৩১৬। মহাভারত—স্ত্রী-পর্ব্ব, ৩১৭। মহাভারত—বিরাটপর্ব্ব, ৩১৮। চৈতন্যচরিতামৃত—আদিখণ্ড, ৩১৯। চৈতন্যচরিতামৃত—আদিখণ্ড, ৩২০। চৈতন্যচরিতামৃত—মধ্যখণ্ড, ৩২১। চৈতন্যচরিতামৃত—মধ্যখণ্ড, ৩২২। গোবিন্দলীলামৃত, ৩২৩। নারদ-সংবাদ, ৩২৪। নারদ-সংবাদ, ৩২৫। নারদ-সংবাদ, ৩২৬। রাগরত্নাবলী, ৩২৭। উপাসনা-সার-সংগ্রহ, ৩২৮। দুর্লভ-সার-চন্দ্রিকা, ৩২৯। চৈতন্যভাগবত—মধ্যখণ্ড, ৩৩০। নিত্যানন্দ-তত্ত্ব, ৩৩১। ভক্তি-চিন্তামণি, ৩৩২। ভক্তিচিন্তামণি, ৩৩৩। ভক্তিচিন্তামণি, ৩৩৪। তত্ত্ব-বিলাস, ৩৩৫। চৈতন্য-মঙ্গল—শেষখণ্ড, ৩৩৬। চৈতন্যমঙ্গল—সন্ন্যাসখণ্ড, ৩৩৭। চৈতন্যমঙ্গল—সন্ন্যাসখণ্ড, ৩৩৮। চৈতন্যমঙ্গল—সন্ন্যাসখণ্ড, ৩৩৯। চৈতন্যমঙ্গল—সন্ন্যাসখণ্ড, ৩৪০। চৈতন্য-মঙ্গল—বৈরাগ্যখণ্ড, ৩৪১। উজ্জ্বল-নীলমণি, ৩৪২। উজ্জ্বল-নীলমণি, ৩৪৩। অঙ্গদের রায় বার, ৩৪৪। নন্দবিদায়, ৩৪৫। প্রহ্লাদ-চরিত্র, ৩৪৬। অঙ্গদের রায় বার, ৩৪৭। কুম্ভকর্ণের রায় বার, ৩৪৮। কুম্ভকর্ণের রায় বার, ৩৪৯। অর্জ্জুনের গৌরব-ভঞ্জন, ৩৫০। কুন্তীর বাণভিক্ষা, ৩৫১। চৈতন্য-গণোদ্দেশ, ৩৫২। রাগময়ী কণা, ৩৫৩। রাগময়ী কণা, ৩৫৪। নিগম, ৩৫৫। পদাবলী, ৩৫৬। পদাবলী, ৩৫৭। শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল—নৌকাখণ্ড, ৩৫৮। উপাসনা-চন্দ্রিকা, ৩৫৯। অক্রূর-আগমন পালা, ৩৬০। কোকিল-সংবাদ, ৩৬১। বৃন্দাবন-বর্ণনা, ৩৬২। স্মরণ-দর্পণ, ৩৬৩। চৈতন্যচরিতামৃত—আদিখণ্ড, ৩৬৪। চৈতন্য-চরিতামৃত—মধ্যখণ্ড, ৩৬৫। চৈতন্যচরিতামৃত—অন্ত্যখণ্ড, ৩৬৬। শ্লোক-সংগ্রহ, ৩৬৭। স্মরণীয় সেবা, ৩৬৮। মহাভারত—স্বর্গারোহণপর্ব্ব, ৩৬৯। মহাভারত—আশ্রমিক-পর্ব্ব, ৩৭০। গুরুদক্ষিণা, ৩৭১। গুরুদক্ষিণা, ৩৭২। সুদামা-চরিত্র, ৩৭৩। তরণীসেন যুদ্ধ, ৩৭৪। উদ্ধব-সংবাদ, ৩৭৫। দেশাগমন পালা, ৩৭৬। বৃন্দাবন-ধ্যান, ৩৭৭। বৃন্দাবন-ধ্যান, ৩৭৮। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, ৩৭৯। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, ৩৮০। রাধার কলঙ্কভঞ্জন, ৩৮১। দাতাকর্ণের পালা, ৩৮২। অঙ্গদের রায়বার ৩৮৩। গেঁড়ু চুরি উপাখ্যান, ৩৮৪। কপিলা-মঙ্গল, ৩৮৫। পদাবলী, ৩৮৬। গুরুদক্ষিণা, ৩৮৭। দানখণ্ড

৩৮৮। প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, ৩৮৯। প্রহ্লাদ-চরিত্র, ৩৯০। চৈতন্যচরিতামৃত—মধ্যখণ্ড, ৩৯১। মহাভারত—নারীপর্ব্ব, ৩৯২। পদাবলী, ৩৯৩। রসকল্পলতা (বা লতিকা), ৩৯৪। অনাদি-মঙ্গল, ৩৯৫। শ্লোকাবলী, ৩৯৬। তরণীসেনের পালা, ৩৯৭। নৌকাখণ্ড, ৩৯৮। মহীরাবণের পালা, ৩৯৯। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, ৪০০। নারদ-সংবাদ, ৪০১। কৃষ্ণের জন্মকথা, ৪০২। উপাসনা-পটল, ৪০৩। পারিজাতহরণ, ৪০৪। কপিলামঙ্গল, ৪০৫। মহাভারত—বিরাটপর্ব্ব, ৪০৬। মহাভারত—দ্রোণপর্ব্ব, ৪০৭। চাটুপুষ্পাঞ্জলি স্তব, ৪০৮। বৈষ্ণব-বন্দনা, ৪০৯। অক্রূর-আগমন পালা, ৪১০। অক্রূর-আগমন পালা, ৪১১। বৈষ্ণব-রস পাঁচালী, ৪১২। শতেক ঠাকুরের বন্দনা, ৪১৩। সুদামা-চরিত্র, ৪১৪। সরস্বতীর বন্দনা, ৪১৫। রসতত্ত্ব কল্প, ৪১৬। চৈতন্যচরিতামৃত—মধ্যখণ্ড, ৪১৭। মহাভারত—সভাপর্ব্ব, ৪১৮। মহাভারত—বিরাটপর্ব্ব, ৪১৯। মহাভারত—অশ্বমেধপর্ব্ব, ৪২০। মহাভারত—অশ্বমেধপর্ব্ব, ৪২১। অঙ্গদের রায়বার, ৪২২। ভ্রমর-সংবাদ, ৪২৩। গীতগোবিন্দ, ৪২৪। ব্যাকার-দীপিকা। উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত পূর্ণানন্দ রায়, সাঁইথিয়া—বীরভুম। ৪২৫। শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল। ৪২৬। মহাভারত—দ্রোণপর্ব্ব। উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত অন্নদাকুমার ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন, তন্ত্ররত্ন, লালগোলা।—৪২৭। গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী। ৪২৮। তারা-রহস্য-বৃত্তি, ৪২৯। তারারহস্য-বৃত্তি, ৪৩০। কবিতা-সংগ্রহ (উদ্ভট), ৪৩১। রত্নমালা, ৪৩২। কৈবল্যতন্ত্র, ৪৩৩। চক্রতত্ত্ব।

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকের তালিকা।

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত লালা ভগবান দীন—(১) অলঙ্কার মঞ্জুষা (হিন্দী), শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর—(২) রসসাগর কবি কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী মহাশয়ের বাঙ্গলা সমস্যা-পূরণ, শ্রীযুক্ত কিরণচাঁদ দরবেশ—(৩) কুল-সঙ্গীত, শ্রীযুক্ত অভয়াচরণ দাস—(৪) The Indian Ryat, Land Tax, Permanent Settlement and the Famine.

পরিশিষ্ট—(খ)

নির্ব্বাচিত সদস্যগণের নাম।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, সমর্থক—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, নূতন সদস্য—১।—শ্রীযুক্ত ভূষণচন্দ্র রায় এম্ এ, ২ প্যারীচরণ লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সাধু খাঁ, সমঃ—ঐ, সদঃ—২। শ্রীযুক্ত কানাইলাল নাথ, ১১।১ গৌড়ীবেড়ে লেন। ৩। শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদ রায় আগরওয়ালা, ৪০২ অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা, গৌরীশঙ্কর গোশালার আফিস। প্রঃ—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী, সমঃ—ঐ, সদঃ—৪। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৩৯ সিকদারবাগান ষ্ট্রীট। প্রঃ—রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, সমঃ—ঐ, সদঃ—৫। শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর পাঠক, ৭২ প্যারীমোহন লেন, বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সমঃ—ঐ, সদঃ—৬। শ্রীযুক্ত ব্রজরাজ জৈন এম্ এ, বি এস্‌সি, এল্ এল্ বি। প্রঃ—ঐ, সমঃ—ঐ, সদঃ—৭। শ্রীযুক্ত শিবপূজন সহায় হিন্দিভূষণ, নাগরী প্রচারিণী সভা, আরা। প্রঃ—ঐ, সমঃ—ঐ, সদঃ—৮। শ্রীযুক্ত রামধারীপ্রসাদ বিশারদ,

সহকারী মন্ত্রী—হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলন, মজঃফরপুর। প্রঃ—ঐ, সমঃ—ঐ, সদঃ—৯। শ্রীযুক্ত রাঘবপ্রসাদ সিংহ, সিংহ এণ্ড কোং, মজঃফরপুর। প্রঃ—ঐ, সমঃ—ঐ, সদঃ—১০। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবল্লভ বর্ম্মা, ২৫ সুকিয়া ষ্ট্রীট। প্রঃ—ঐ, সমঃ—ঐ, সদঃ—১১। শ্রীযুক্ত হরদেও রাম বাস, ৫৪ ষ্ট্রাণ্ড রোড। প্রঃ—ঐ, সমঃ—ঐ, সদঃ,—১২। শ্রীযুক্ত যশোদানন্দন আক্ষৌরী, ভারত মিলস্ লিমিটেড, ৩ ডেকার লেন, পোঃ বক্স ৪৭৪। প্রঃ—ঐ, সমঃ—ঐ, সদঃ—১৩। শ্রীযুক্ত রঘুনন্দনপ্রসাদ গুপ্ত, টিটাগড়, ২৪ পরগণা। প্রঃ—ঐ, সমঃ—ঐ, সদঃ—১৪। শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ, টিটাগর, ২৪ পরগণা। প্রঃ—ঐ, সমঃ—ঐ, সদঃ—১৫। শ্রীযুক্ত ভগবান দাস, সেবাশ্রম, সিক্রোল, বেনারস-সিটি। প্রঃ—ঐ, সমঃ—ঐ, সদঃ—১৬। শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ মিশির, ৬ লুকাস লেন। প্রঃ—ঐ, সমঃ—ঐ, সদঃ—১৭। শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ মিশির, ১৮১ হ্যারিসন রোড। প্রঃ—শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ রাম, সমঃ—ঐ, সদঃ—১৮। শ্রীযুক্ত গোরাচাঁদ চট্টোপাধ্যায়, পঞ্চাননতলা ষ্ট্রীট, বালি। প্রঃ—ঐ, সমঃ—ঐ, সদঃ—১৯। শ্রীযুক্ত ভবশঙ্কর ঘোষাল, পঞ্চাননতলা ষ্ট্রীট, বালি। প্রঃ—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র, সমঃ—ঐ, সদঃ—২০। শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ঠাকুরবাটী, হেমচন্দ্র বানার্জি লেন, শিবপুর, হাবড়া। প্রঃ—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র, সমঃ—ঐ, সদঃ—২১। শ্রীযুক্ত সত্যকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮৫ আপার সার্কুলার রোড। প্রঃ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, সমঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদঃ—২২। শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র রায়চৌধুরী, পশ্চিমবাটী, লিকী। প্রঃ—শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর চৌধুরী এম্-এ, বি-এল, সমঃ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, সদঃ—২৩। শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস মণ্ডল (সওদাগর), ৪৪ কুলিঘাট, ষ্ট্রাণ্ড ব্যাঙ্ক রোড। প্রঃ—ঐ, সমঃ—ঐ, সদঃ—২৪। শ্রীযুক্ত অতুল চৌধুরী এম্-এ, ৬১ আপার সার্কুলার রোড।

দশম বিশেষ অধিবেশন

২৪এ চৈত্র ১৩২৭, ৬ই এপ্রিল ১৯২১, বুধবার সন্ধ্যা ৬॥ টা।

শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—সভাপতি।

আলোচ্য-বিষয়—এই অধিবেশনে শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম এ মহাশয়-প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য সাহিত্য-সংরক্ষণ গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত গিজো (Guizot) প্রণীত "ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস" নামক গ্রন্থের অনুবাদ (সপ্তম অধ্যায়) পঠিত হইবে। অনুবাদক ও পাঠক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম এ।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ মহাশয় সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ-সম্বন্ধে যৎসামান্য আলোচনা করিয়া অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় প্রবন্ধ-পাঠক ও সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিলে পর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীগণপতি সরকার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

একাদশ মাসিক অধিবেশন

২৮এ চৈত্র ১৩২৭, ১০ই এপ্রিল ১৯২১, রবিবার অপরাহ্ণ ৬॥ টা।

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ—সভাপতি।

আলোচ্য-বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। পুথি ও পুস্তকোপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৩। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন। ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস মহাশয়-লিখিত "নদীয়া নগরের সংস্থান।" ৫। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সমর্থনে, শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ লিখিত না থাকায় পঠিত হইল না।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহার-দাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর, সাধারণ সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন।

৪। শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস মহাশয় তাঁহার "নদীয়া নগরের সংস্থান" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন এবং নক্সা-সহযোগে নদীয়া নগরের সংস্থান বুঝাইয়া দিলেন।

প্রবন্ধ পঠিত হইলে পর, শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন এবং প্রবন্ধ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিলেন। এই আলোচনা প্রবন্ধের সহিত সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

তৎপরে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ মহাশয় বলিলেন, "প্রবন্ধলেখক মহাশয়ের মতের সহিত সকলের মত মিলিবে কি না সন্দেহ; তাহা হইলেও তিনি ১০ বৎসর পরিশ্রম ও অধ্যবসায় দ্বারা নদীয়া নগরের সংস্থান স্থির করিবার জন্য যে চেষ্টা করিতেছেন, তজ্জন্য তিনি সকলেরই ধন্যবাদভাজন। মহাপ্রভুর জন্মভূমির স্থান নির্ণয় লইয়া অনেক ধর্ম্মমতের কথা আসিয়া পড়িবে, তাহার আলোচনা পরিষদের পক্ষে কর্ত্তব্য হইবে না, তবে প্রত্নতত্ত্ব হিসাবে এই আলোচনা একান্ত কর্ত্তব্য। শ্রীচৈতন্যদেব কোথায় প্রকট হইয়াছিলেন—এই প্রধান ঘটনা ঐতিহাসিক হিসাবে আলোচনা করা পরিষদের কর্ত্তব্য। প্যালেষ্টাইন সম্বন্ধে তথ্য নির্ণয় করিবার জন্য বিলাত হইতে কত ডেপুটেশন ডেলিগেশনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যদি একটি জাতীয় অনুষ্ঠান হইত, তাহা হইলে তথা হইতে কৃতী ছাত্র পাঠাইয়া নদীয়ার প্রত্নতত্ত্ব আলোচনার ব্যবস্থা অবশ্যই করা হইত। যখন সৌভাগ্যক্রমে পরিষদে এই

বিষয় আসিয়াছে, তখন আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, নদীয়া নগরের সংস্থান স্থিরীকৃত করিবার জন্য পরিষদের একটি শাখা-সমিতি গঠিত হউক। এই শাখায় ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক ব্যক্তিগণকে লওয়া হউক এবং যাহাতে সকল সম্প্রদায়-ভুক্ত লোক এই সমিতিতে কাজ করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করা হউক। এই জন্য নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ এই শাখা-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হউন। আমাদের বন্ধু ও ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় স্বয়ং নদীয়া গিয়া এই বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার সাহায্য বিশেষভাবে আবশ্যক হইবে। ঐ উদ্দেশ্যে অদ্যকার সভার সভাপতি মহাশয়ের সাহায্য বিশেষ আবশ্যক। এই কার্য্যের জন্য গবর্ণমেণ্টের রেকর্ড, জমিদারদের চিঠা প্রভৃতির নকল লওয়া উচিত। এই শাখা-সমিতির কার্য্য-পরিচালন জন্য যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন—তজ্জন্য পৃথক্ চাঁদা তোলা হউক।

শাখা-সমিতির সভ্যগণ—১। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (সভাপতি), ২। শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ, ৩। কুমার শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র সিংহ, ৪। কুমার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ এম বি ই, ৫। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ, বি এল্, ৬। প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, ৭। শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ, ৮। শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম এ, বি এল্, ৯। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ধর, ১০। শ্রীযুক্ত সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধান্তভূষণ, ১১। শ্রীযুক্ত জনরঞ্জন রায়, ১২। শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রসাদ দত্ত, ১৩। শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস, ১৪। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ১৫। শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই, ১৬। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ—সম্পাদক।

আরও স্থির হইল যে, আবশ্যক হইলে, এই সমিতির সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা চলিবে। সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র বাবুর উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করিলেন এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হইল।

সম্পাদক মহাশয়ের প্রস্তাবক্রমে স্থির হইল যে, এই বিষয় সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়া সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করা হউক।

৫। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় জানাইলেন, দেনা মিটাইবার জন্য গত পূজার সময় ডাকঘরে গচ্ছিত বিভিন্ন তহবিল হইতে যে ১৫০০৲ ধার লওয়া হইয়াছিল, তাহা শোধ দেওয়া হইয়াছে এবং এই বর্ষশেষে দেনা মিটাইবার জন্য উক্ত তহবিল হইতে ১০০০৲ ধার লওয়া হইবে, এইরূপ স্থির হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিলে পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীগণপতি সরকার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

পরিশিষ্ট—(ক)

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকের তালিকা

উপহারদাতা—Supdt. Govt. Printing, Behar and Orissa—(১) Annual Report of the Archæological Survey of India, Eastern (now Central)

Circle for 1919-20., (২) Illustrations for the Annual Report of the Archæological Survey, Eastern Circle for 1918-19. (Supplement), Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book Depôt—(৩) Report on Sanitation in Bengal for the year 1919, being the Fifty-second Annual Report of the Sanitary Commissioner, Supdt. Govt., Printing, India—(৪) Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, December, 1920.

পরিশিষ্ট—(খ)

নির্ব্বাচিত সদস্যগণের নাম

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদস্য—১। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ, ২০ ব্রজনাথ দত্ত লেন। প্রঃ—ঐ, সমঃ—ঐ, সদঃ—২। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত এম্ এ, মেদিনীপুর কলেজ। প্রঃ—ঐ, সমঃ—ঐ, সদঃ—৩। শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ ঘোষ, স্কুল-সব-ইনস্পেক্টর, পূর্ণিয়া। প্রঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সমঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সদঃ—৪। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ দত্ত, ২ বি কানাই-লাল ধর লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, সমঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদঃ—৫। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে বি এল, উকিল, ১১৷৭ রামকিষণ দাস লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, সমঃ—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সদঃ—৬। শ্রীযুক্ত জনরঞ্জন রায়, ভাইস চেয়ারম্যান, নবদ্বীপ মিউনিসিপালিটি। প্রঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সমঃ—ঐ, সদঃ—৭। শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্ এ, বি এল্ কবিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীভক্তিবিনোদ আসন, ১ উল্টাডিঙ্গী জংসন রোড।

দ্বাদশ বিশেষ অধিবেশন

২২এ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮, ৫ই জুন ১৯২১, রবিবার অপরাহ্ণ ৬৷৷ টা।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—সভাপতি।

আলোচ্য-বিষয়—শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য এম্ এ মহাশয়-লিখিত "ব্রহ্মা" নামক প্রবন্ধ-পাঠ।

সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য এম্ এ মহাশয় "ব্রহ্মা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। (এই প্রবন্ধ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।)

প্রবন্ধপাঠের পর সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই মহাশয় প্রবন্ধ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিলেন এবং বলিলেন যে, প্রবন্ধলেখক মূর্ত্তি-তত্ত্ব আলোচনা করিবার জন্য ভারতের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন। (এই আলোচনা প্রবন্ধের

সহিত সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে)। তৎপরে তিনি ইতিহাস-শাখার পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ বাবুকে ধন্যবাদ দিলেন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধলেখক তাঁহার পুত্র বলিয়া, তাঁহার কিছু না বলাই ভাল। প্রবন্ধ লিখিবার জন্য লেখক যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন ও তাঁহার সহিত অনেক বিষয়ে পরামর্শ করিয়াছেন। তথাপি প্রবন্ধে কিছু কিছু অসম্পূর্ণতা রহিয়া গিয়াছে। এই সকল পূরণ করিয়া পত্রিকায় প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করা হইবে, জানাইলেন। তিনি এই সকল অসম্পূর্ণ বিষয়ের কিছু উল্লেখ ও তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিলেন। (এই আলোচনা প্রবন্ধের সহিত সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশ করা হইবে।)

সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধলেখক গবর্ণমেণ্ট রিসার্চ্চ স্কলার, এই সকল বিষয়ে তিনি গবেষণায় রত আছেন। তিনি পরিষদের বিশেষ বন্ধু। এই জন্য তিনি পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন।

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ মহাশয় কর্তৃক সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দেওয়া হইলে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীগণপতি সরকার — সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী — সভাপতি।

ত্রয়োদশ বিশেষ অধিবেশন

২৪এ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮, ৭ই জুন ১৯২১, মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৬॥ টা।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—সভাপতি।

আলোচ্য-বিষয়—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়-লিখিত "বিষ্ণু" নামক প্রবন্ধ-পাঠ।

সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় "বিষ্ণু" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। (এই প্রবন্ধ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে)।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ইতিহাস-শাখার পক্ষ হইতে প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে তিনি প্রবন্ধ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিলেন। (এই আলোচনা পরিষদের পত্রিকায় এই প্রবন্ধের সহিত প্রকাশিত হইবে)।

শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী রায় চৌধুরী মহাশয় এই প্রবন্ধের কোন কোন বিষয়ের আধ্যাত্মিক আলোচনা করিলে পর, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় জানাইলেন যে, তিনি শ্রীযুক্ত বিপিন বাবুর ধারায় এই বিষয়ে আলোচনা করেন নাই। তাঁহার আলোচনা যেখানে থামিয়াছে, তাহার পর হইতে পৌরাণিক ব্যাখ্যা আরম্ভ হইয়াছে। তিনি ঐতিহাসিক উপায়ে "বিষ্ণুর" আলোচনা করিয়াছেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন এবং প্রবন্ধোক্ত বিষয়ের

কিছু আলোচনা করিলেন। (এই আলোচনা এই প্রবন্ধের সহিত সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।)

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদদানের পর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীগণপতি সরকার — সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী — সভাপতি।

চতুর্দ্দশ বিশেষ অধিবেশন

২৬এ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮, ৯ই জুন ১৯২১, বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৬॥ টা।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—সভাপতি।

আলোচ্য-বিষয়—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কর্ত্তৃক "মহাদেব" নামক প্রবন্ধ-পাঠ।

সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় তাঁহার "মহাদেব" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। (এই প্রবন্ধ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে)।

প্রবন্ধ পঠিত হইলে, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, বি এল্ মহাশয় প্রবন্ধ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিলেন। (এই আলোচনা উক্ত প্রবন্ধের সহিত সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।)

তৎপর, কবিরাজ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ কাব্যতীর্থ মহাশয় আয়ুর্ব্বেদোক্ত বায়ু—পিত্ত—কফ, বায়ু—অগ্নি—সোমের সহিত ব্রহ্মা বিষ্ণু মহাদেবের তুলনায় সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করিলেন।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন যে, সভাপতি মহাশয় আজ তাঁহার প্রবন্ধ দ্বারা অনেকের ভুল ধারণা (বিশেষতঃ মহাদেব, রুদ্র প্রভৃতির বিষয়ে) ঘুচাইয়া দিয়াছেন। মহাদেব যে অবৈদিক দেবতা নহেন, তৎসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রবাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহার সহিত তিনি একমত আছেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বসু মহাশয় বলিলেন যে, মহাদেব বেদের ক্ষেত্রে যে রূপ লইয়া দেখা দিয়াছেন, তাহার মধ্যে একটা প্রেরণা দেখিতে পাওয়া যায়। সেই প্রেরণার ভিতর দিয়াই ভক্তির ধারণা আসে।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ইতিহাস-শাখার পক্ষ হইতে এবং পরিষদের সমবেত সদস্যগণের পক্ষ হইতে বক্তা মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীগণপতি সরকার — সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী — সভাপতি।

সপ্তবিংশ বার্ষিক অধিবেশন

২৮এ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮, ১১ই জুন ১৯২১, শনিবার অপরাহ্ণ ৬টা

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—

১। গত মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনগুলির কার্য্যবিবরণ পাঠ।

২। সভাপতির অভিভাষণ।

৩। শোক-প্রকাশ—(ক) রায় নলিনাক্ষ বসু বাহাদুর, (খ) ডাক্তার সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ বি, (গ) জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়, (ঘ) সতীশচন্দ্র ঘোষ বি এল্, এবং (ঙ) সতীশচন্দ্র দাস মহাশয়গণের পরলোকগমনে।

৪। সপ্তবিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ-পাঠ।

৫। অষ্টাবিংশ বার্ষিক আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ বিজ্ঞাপন।

৬। বিশিষ্ট, অধ্যাপক, সহায়ক ও সাধারণ সদস্য নির্ব্বাচন।

৭। অষ্টাবিংশ বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য-নির্ব্বাচন-সংবাদ বিজ্ঞাপন।

৮। অষ্টাবিংশ বর্ষের জন্য পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব।

৯। পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন।

১০। প্রদর্শন—রায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায় এম্ এ, বি এল্ বাহাদুরের প্রদত্ত, রাঁচী ও হাজারীবাগ জেলা হইতে প্রাপ্ত প্রাচীন প্রস্তর-যুগের শিল্প-নিদর্শন। রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর আই এস্ ও, এম্ বি, এফ্ সি এস্ মহাশয় উক্ত দ্রব্যগুলির বিবরণ পাঠ করিবেন।

১১। চিত্রপ্রতিষ্ঠা—(১) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-তহবিলের অর্থে প্রস্তুত, (ক) মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এচ্-ডি এবং (খ) স্বর্গীয় চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়ের চিত্র।

(২) শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়-প্রদত্ত স্বর্গীয় ডাক্তার জে, ডি, এণ্ডারসন্ ডি লিট্, এম্ এ মহাশয়ের চিত্র।

(৩) শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বসু মহাশয়-প্রদত্ত স্বর্গীয় রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুরের চিত্র।

১২। পুরস্কার ও পদকের জন্য প্রাপ্ত প্রবন্ধগুলির পরীক্ষার ফল বিজ্ঞাপন এবং পদক ও পুরস্কার বিতরণ।

১৩। ৩৬ (খ) নিয়ম পরিবর্ত্তন করা সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির প্রস্তাব।

১৪। বিবিধ।

সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনগুলির কার্য্যবিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

২। সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত সদস্যগণের পরলোকগমনে পরিষদের পক্ষ হইতে শোক-প্রকাশ করিলেন—(ক) রায় নলিনাক্ষ বসু বাহাদুর, (খ) ডাঃ সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ বি, (গ) জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়, (ঘ) সতীশচন্দ্র ঘোষ বি এল্ ও (ঙ) সতীশচন্দ্র দাস। তিনি বলিলেন, "ইঁহাদের মধ্যে বর্দ্ধমানের প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবি নলিনাক্ষ বসু মহাশয় স্বনামধন্য পুরুষ ছিলেন। সাহিত্য সম্বন্ধে কোন কাজ করিয়াছেন কি না, তাহা আমরা জানি না, তবে রাজনীতি-ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ পরিচিত ছিলেন। ডাঃ সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় কলিকাতার অন্যতম প্রধান চিকিৎসক ছিলেন, জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ব্রহ্মপুর শাখা-পরিষদের একজন উৎসাহী সদস্য ছিলেন; সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় একজন শিল্পী ও কবি ছিলেন, তাঁহার নিবাস ছিল—টাকী-শ্রীপুর; তিনি পরিষৎকে এক সেট (৯ বাক্স) কেঙ্গুর পুথি দান করিয়াছেন; তিনি পরিষদের একজন পরম বন্ধু ছিলেন।" ইঁহাদের শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট সমবেদনাসূচক পত্র প্রেরণের প্রস্তাব গৃহীত হইল।

সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় সপ্তবিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেন। বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পঠিত হইলে পর, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, উক্ত কার্য্যবিবরণ হইতে পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির সার-সঙ্কলন অংশ বাদ দেওয়া হউক। স্থির হইল যে, কয়েক বৎসর হইতে যখন এই অংশ দেওয়া হইতেছে, তখন এ বৎসরও উহা থাকিবে।

শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতি-তহবিল হইতে স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের একখানি জীবন-চরিত প্রকাশের ব্যবস্থা করা হউক।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, প্রস্তাবক এই প্রস্তাব যেন কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে বা উক্ত স্মৃতি-সমিতিতে উপস্থিত করেন।

রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর বলিলেন যে, এই বিষয় কার্য্যনির্ব্বাহ-সমিতিতে যাওয়া উচিত, কেন না, এই কার্য্যে কত ব্যয় হইবে, তহবিলে কত টাকা আছে, তাহার দ্বারা এই কার্য্য হইবে কি না, পরিষৎ এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সমর্থ হইবেন কি—এই সব বিষয়ের বিচার কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে আলোচিত হওয়া উচিত।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে, আলোচ্য-বর্ষে "রমেশ-ভবনের" কাজ বিশেষ অগ্রসর হয় নাই। তদ্ব্যতীত যে টাকা উঠিয়াছে তাহাতে একতল ভবন নির্ম্মিত হইবে কি না সন্দেহ এবং ভবনের যে নক্সা তাঁহার নিকট মতামতের জন্য প্রেরিত হইয়াছে, তাহাতে হিন্দু, মুসলমান, গ্রীক্ প্রভৃতি নানা স্থাপত্যের সংমিশ্রন রহিয়াছে। তাঁহার মতে মন্দির কোন এক স্থাপত্য-রীতির অনুকরণে এবং পরিষৎ-মন্দিরের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া নির্ম্মিত হওয়া উচিত। এই সকল বিষয়ের জন্য রমেশ-ভবন-সমিতির মনোযোগ আকর্ষণের ব্যবস্থা করা উচিত।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, আলোচ্য-বর্ষে রমেশ-ভবনের কার্য্য বিশেষ প্রসংশার সহিত সম্পাদিত হইয়াছে, এই রমেশ-ভবন নির্ম্মাণ জন্য যথেষ্ঠ অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে, এবং বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনার পরিষদের হিতৈষী বন্ধু শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম্ এ, মহাশয় এই কার্য্যের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। যে টাকা উঠিয়াছে তদ্দ্বারাই গৃহনির্ম্মাণ করিতে হইবে। তিনি বলিয়াছেন যে, আর বেশী টাকা সংগ্রহের ভরসা নাই। শ্রীযুক্ত মনোমোহন বাবুর প্রস্তাব রমেশ-ভবন-কমিটিকে জানান হইবে।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় প্রশ্ন করিলেন, আলোচ্য-বর্ষে এই তহবিলে কত টাকা উঠিয়াছে। উত্তরে জানান হইল যে, প্রায় ১৩০০০৲ টাকা আলোচ্য-বর্ষে উঠিয়াছে।

শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী মহাশয় বলিলেন যে, দুঃখের বিষয় ভূতপূর্ব্ব সভাপতি সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার বিষয়ে বিশেষ কাজ হয় নাই। এই জন্য তিনি প্রস্তাব করিলেন, সত্বরে এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা হউক। শ্রীযুত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এই স্মৃতিরক্ষার বিষয়ে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কি ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা জানান হউক।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি স্থির করিয়াছেন যে, ৺সারদা বাবুর একখানি তৈলচিত্র পরিষৎ-মন্দিরে রাখা হইবে এবং প্রতি বর্ষে অন্ততঃ ৩৫৲ হইতে ৪০৲ টাকা মূল্যের সুবর্ণ-পদক দেওয়া হইবে। তন্মধ্যে ৺সারদা বাবুর পুত্র একখানি চিত্র দান করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন এবং অর্থ সংগৃহীত না হওয়ায় স্মৃতি-পদক দেওয়ায় ব্যবস্থা হয় নাই।

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু পুরাতত্ত্বভূষণ মহাশয় বলিলেন যে, মৃত মহাত্মাগণের পুত্রগণের উপর নির্ভর করিয়া অনেকক্ষেত্রে পরিষদের স্মৃতিরক্ষা-কার্য্যে বিলম্ব ঘটিতেছে। তদুত্তরে সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের আর্থিক অবস্থা সদস্যগণ বিশেষভাবে জ্ঞাত আছেন, বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত কিরণ বাবু কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য হিসাবে সমস্ত সংবাদই রাখেন, শ্রীযুক্ত কিরণ বাবু, শ্রীযুক্ত চারু বাবু প্রভৃতি পরিষদের হিতকামী সদস্য এইসকল কার্য্য সম্পাদনে সাহায্য করিলে অনেক উপকার হইতে পারে। স্মৃতি-রক্ষা-কার্য্যে বিলম্বের কারণ বোধ হয় অতঃপর বুঝিতে কাহারও কষ্ট হইবে না।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন যে, স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার কোন ব্যবস্থা হয় নাই কেন? সম্পাদক মহাশয় উত্তর দিলেন যে, পরিষৎ মৃত মহাত্মার একখানি চিত্র পরিষৎ-মন্দিরে রক্ষা করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন। ৺দ্বিজেন্দ্র বাবুর পুত্র শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় মহাশয় একখানি তৈলচিত্র দানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি বিলাতে আছেন; তিনি আসিলেই চিত্রের ব্যবস্থা হইবে।

তৎপরে রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুরের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে সপ্তবিংশ সাংবৎসরিক কার্য্য-বিবরণ গৃহীত হইল।

৪। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় অষ্টাবিংশ বর্ষের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ পাঠ করিলেন। সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত

রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী মহাশয়ের সমর্থনে এই আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ গৃহীত হইল।

৫। সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি ময়মনসিংহ সিমুলজানি বিজয়া-চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যোগীন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে তিনি পরিষদের অধ্যাপক সদস্যরূপে নির্ব্বাচনের প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছেন; কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির পক্ষে সম্পাদকের প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় অধ্যাপক সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন।

৬। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির পক্ষে সম্পাদক মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত তিন জন ব্যক্তি ৫ বৎসরের জন্য পরিষদের সহায়ক সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন—

(১) শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ

(২) " সুরেন্দ্রমোহন বেদান্ততীর্থ

(৩) " অন্নদাকুমার তন্ত্ররত্ন

সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, অন্য তিন জন সহায়ক-সদস্যের স্থিতিকাল ফুরাইয়াছে। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি প্রস্তাব করিয়াছেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত দুই জন ব্যক্তিকে পুনরায় সহায়ক সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত করা হউক। একজন পুনর্নির্ব্বাচিত হইতে সম্মত হন নাই। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির পক্ষে সম্পাদক মহাশয়ের এই প্রস্তাব রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর সমর্থন করিলে পর, সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত দুইজন ব্যক্তি ৫ বৎসরের জন্য সহায়ক-সদস্যরূপে পুনর্নির্ব্বাচিত হইলেন।

(৪) শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ

(৫) " নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, গত বৎসরে যে ৬ জন ব্যক্তি পরিষদের বিশিষ্ট সদস্যরূপে নির্ব্বাচনের জন্য প্রস্তাবিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের কেহই উপযুক্ত-সংখ্যক ভোট পান নাই। এই জন্য তাঁহারা বিশিষ্ট-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন না।

৭। সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, নিম্নলিখিত ২০ জন সদস্য সাধারণ-সদস্যগণ কর্তৃক অষ্টাবিংশ বর্ষের জন্য কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন—

(১) রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য্য আই এস্ ও, এম্ বি, এফ্ সি এস্,

(২) শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ, বি এল্, এটর্ণি,

(৩) " রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল্,

(৪) " অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ,

(৫) " খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি,

(৬) " খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ,

(৭) " বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ,

(৮) " বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ,

(৯) শ্রীযুক্ত ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী,
(১০) „ জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল্,
(১১) „ মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়,
(১২) „ মন্মথমোহন বসু এম্ এ,
(১৩) „ কিরণচন্দ্র দত্ত,
(১৪) মৌলবী মোজাম্মেল হক কাব্যকণ্ঠ,
(১৫) শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ,
(১৬) „ ডাঃ সৌরীন্দ্রকুমার গুপ্ত বি লিট্, এম এ, বি এল্, পি-এচ্ ডি, ব্যারিষ্টার,
(১৭) „ যতীন্দ্রমোহন রায়,
(১৮) „ শ্যামলাল গোস্বামী,
(১৯) „ বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ,
(২০) „ হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ, এফ্ জি এস্,

৮। অষ্টাবিংশ বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নিম্নলিখিত প্রস্তাব যথারীতি উপস্থাপিত হইল।

সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই,
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়,
সমর্থক— „ রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী,

সহকারী সভাপতি—
(১) শ্রীযুক্ত স্যর জগদীশচন্দ্র বসু এফ্ আর এস্, সি এস্ আই, সি আই ই, এম্ এ, ডিএস্ সি,
(২) „ স্যর আশুতোষ চৌধুরী এম্ এ, এল্ এল্ বি
(৩) „ স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী সি আই ই, এম্ এ, বি এল্, এল্ ল ডি
(৪) „ রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য্য আই এস্ ও, এম্ বি, এফ্ সি এস্
(৫) „ মাননীয় মহারাজাধিরাজ স্যর বিজয়চাঁদ মহাতাব বাহাদুর কে সি এস্ আই কে সি আই ই, আই ওএম্,
(৬) „ মাননীয় মহারাজ স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে সি আই ই
(৭) „ রাজা রাও যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর সি আই
(৮) „ যদুনাথ সরকার এম্ এ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সমর্থক— „ কিরণচন্দ্র দত্ত
সম্পাদক— „ খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্নি
প্রস্তাবক— „ শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
সমর্থক— „ গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন

সহকারী সম্পাদক—

(১) শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ

(২) „ অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

(৩) „ গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন

(৪) „ হেমচন্দ্র ঘোষ

(৫) „ হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ

(৬) „ রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্ এস্ সি

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

সমর্থক— „ জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত

প্রস্তাবক—রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর

সমর্থক— „ জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

পত্রিকাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

সমর্থক— „ জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

চিত্রশালাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

সমর্থক— „ গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন

ছাত্রাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ সরকার এম্ এ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

সমর্থক— „ রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর

গ্রন্থাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র এম্ এ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

সমর্থক— „ হিরণকুমার রায় চৌধুরী

আয়-ব্যয়-পরীক্ষক—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্

„ ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

সমর্থক— „ পঞ্চানন মিত্র

সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, পূর্ব্বলিখিত ২০ জন কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণের মধ্য হইতে ৫ জন (১।৪।৫।৬ ও ১৩ সংখ্যক) সভ্য কর্ম্মাধ্যক্ষরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন, এই হেতু প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা অনুসারে উক্ত ২০ জনের পর নিম্নলিখিত ৫ জন সদস্য কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন—

১। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ সরকার

২। „ রাধিকাপ্রসাদ দত্ত

৩। „ রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী

৪। „ ডাঃ সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ এম্ বি

৫। „ { নলিনীমোহন সান্যাল এম্ এ
ব্রজবল্লভ রায়

শেষোক্ত দুই জন সমান ভোট পাইয়াছেন। এই জন্য শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায়-চৌধুরী মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল মহাশয় (কলিকাতায় থাকেন বলিয়া) কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন।

এতদ্ব্যতীত শাখা-পরিষৎ সমূহ হইতে নিম্নলিখিত ৪ জন সদস্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে শাখা-পরিষদের প্রতিনিধিরূপে সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন—

১। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়-চৌধুরী

২। „ ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়

৩। „ হরিহর শাস্ত্রী

৪। „ রায় যোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর বিদ্যানিধি এম্ এ

৯। সম্পাদক মহাশয় বলিলেন যে, শাখা-পরিষৎ-সমূহের পক্ষ হইতে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য-নির্ব্বাচন সংক্রান্ত ৩৬ (খ) সংখ্যক নিয়মে কিছু অসম্পূর্ণতা থাকায় শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে উক্ত নিয়মের কিছু পরিবর্দ্ধন প্রস্তাব করেন। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির পক্ষ হইতে তিনি নিম্নোক্ত নূতন নিয়ম গ্রহণের প্রস্তাব করিলেন—

"এই নিয়মানুসারে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যদি শাখা পরিষৎ-সমূহ হইতে উপযুক্ত-সংখ্যক প্রতিনিধির (৬ জনের বা তাহার কোন অংশের) নাম না পাওয়া যায়, তাহা হইলে পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে সমবেত সদস্যগণ কর্ত্তৃক ঐ সকল প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইবেন। বর্ষমধ্যে কোন কারণে শাখার কোন প্রতিনিধির পদ শূন্য হইলে, মূল পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি শাখা-পরিষদের সদস্যগণের মধ্য হইতে ঐ শূন্যপদে একজন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিতে পারিবেন।"

এই নিয়ম ৩৬ খ নিয়মের পরে বসিবে।

শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, যেহেতু বর্ত্তমান নিয়মানুসারে শাখা-পরিষৎ-সমূহ হইতে ৬ জনের পরিবর্ত্তে ৪ জন প্রতিনিধির নাম পাওয়া গিয়াছে এবং এইমাত্র যে নিয়ম গৃহীত হইল, তাহার বলে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে শাখার প্রতিনিধিরূপে নিম্নলিখিত দুই জনকে নির্ব্বাচিত করা হউক—

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী বি এ (নদীয়া শাখা)

„ ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এল (মেদিনীপুর)

শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে উক্ত দুই জন সদস্য শাখা-পরিষদ্‌গুলির পক্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

১০। উপহার-প্রাপ্ত পুথিগুলি ও পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল। উপহারদাতৃগণকে পরিষদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

(পুথি ও পুস্তক-তালিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)

১১। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সাধারণ সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন।

(নির্ব্বাচিত সাধারণ সদস্য তালিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)

১২। রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর রাঁচীর রায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায় এম্ এ, বি এল্ বাহাদুর কর্ত্তৃক পরিষৎ-চিত্রশালায় প্রদত্ত, রাঁচী জেলা হইতে সংগৃহীত কতকগুলি প্রস্তর-যুগের (Paleolethic ও Neolethic Periodএর) প্রস্তর-নির্ম্মিত অস্ত্র ও পিত্তল ও তাম্র-নির্ম্মিত মালা প্রদর্শন করিলেন ও সেই সকল ব্যাখ্যা করিলেন। প্রদাতা শ্রীযুক্ত শরৎ বাবুকে বিশেষ-ভাবে ধন্যবাদ দানের প্রস্তাবে গৃহীত হইল।

১৩। সভাপতি মহাশয় নিম্নোক্ত চারিখানি চিত্র প্রতিষ্ঠা করিলেন—

(ক) মহামহোপাধ্যায় ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পিএচ্ ডি

(খ) চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(গ) ডাঃ জে, ডি, এণ্ডার্সন্ ডি লিট্, এম্ এ

(ঘ) রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, ১ম ও ২য় ছবি দুইখানি শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়-প্রদত্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-ভাণ্ডার হইতে প্রস্তুত, ৩য় ছবিখানি প্রবাসী-সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এবং ৪র্থ ছবিখানি স্বর্গীয় রায় বাহাদুরের পুত্র শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বসু মহাশয় দান করিয়াছেন। তৎপরে তিনি চিত্রদাতৃগণকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

১৪। সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, আজকাল শুনিতে পাওয়া যায়, পরিষৎ কিছুই কাজ করিতেছেন না। তাহা মোটেই ঠিক নহে। গত বর্ষের কার্য্যবিবরণ যাহা আজ পঠিত হইল, তাহা হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, পরিষৎ নানা বিষয়ে সাধ্যানুসারে যথেষ্ট কার্য্য করিয়াছেন এবং আশা হয়, উৎসাহী সদস্যগণ ও কর্ম্মকর্ত্তৃগণের চেষ্টায় পরিষৎ উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে। তৎপরে তিনি বলিলেন, "আজ রাত্রি অধিক হইয়াছে। সভাপতির অভিভাষণের আর সময় নাই। এই অভিভাষণে আমি একটি অতি গুরুতর বিষয়ের আলোচনা করিতে চাহি। বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস নাই বলিলেই হয়। বাঙ্গালার সমাজ একদিনে গঠিত হয় নাই। বাঙ্গালার সমাজ-তত্ত্ব অন্যান্য দেশের মত নহে। এই অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা কেহ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। আজ আমরা অভিভাষণের বিষয় কি হইবে—তাহাই মাত্র বলিতে চাহি। আগামী পূজার ছুটীর পূর্ব্বে প্রবন্ধাকারে এই অভিভাষণ পাঠ করিতে ইচ্ছা করি। আলোচনার বিষয় হইবে—'বঙ্গের জাতি-তত্ত্ব'।"

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীগণপতি সরকার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী,
সভাপতি।
১৩।৭।২১

পরিশিষ্ট—(ক)

প্রস্তাবিত সাধারণ সদস্যগণ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায়চৌধুরী বি এ, সমর্থক—রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর, সদস্য—শ্রীমতী হিরণ্ময়ী রায়, কেঃ অঃ শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর রায়, ১১ বৃন্দাবন মল্লিকের লেন। প্রঃ—ঐ, সমঃ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, সদঃ—শ্রীমতী রাণী সরকার, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বাটী, টাকী (২৪ পঃ)। প্রঃ—শ্রীযুক্ত হরিদাস বিদ্যাবিনোদ, সমঃ—শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর, সদঃ—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী বি এ. শিক্ষক, মেট্রপলিটান ইনষ্টিটিউশন, বাগবাজার ব্রাঞ্চ। প্রঃ—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য সদর নায়েব, গৌরীপুর, ময়মনসিংহ। প্রঃ—ঐ, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত ননীলাল দত্ত, ৬।এ, ভীম ঘোষ লেন, কলিকাতা। প্রঃ—ঐ, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র দাস, ৯ হরিপাল লেন। প্রঃ—ঐ, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র সিংহ, ২৬ পদ্মপুকুর রোড, ভবানীপুর। প্রঃ—ঐ, সমঃ—ঐ, সদঃ—ডাক্তার শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ সিংহ এম বি, ৪৮।৩ বিডন রো। প্রঃ—ঐ, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ৫ পীতাম্বর ভট্টাচার্য্য লেন, গড়পার। প্রঃ—ঐ, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বসু, হোলকার কলেজ, ইন্দোর। প্রঃ—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ, সমঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদঃ—শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, ১০৪ চিংড়ীঘাটা রোড, ইটালী। প্রঃ—ঐ, সমঃ—ঐ, সদঃ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী এম এ, ৬৭ দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ সাহা, ১১ ও ১২ মাণিকতলা রোড। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাস, ৩ দুর্গাদাস মুখার্জ্জি লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য এম এ, ২৮ বি অখিল মিস্ত্রী লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, ইউনিভার্সিটী লেক্‌চারার, ১৭ শান্তিরাম ঘোষ ষ্ট্রীট। প্রঃ—ঐ, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র ঘোষ এম এস্‌-সি, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, মৎস্য বিভাগ, ১১ বি রূপনারায়ণ নন্দন লেন, ভবানীপুর। প্রঃ—শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন গুপ্ত, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, লাইব্রেরীয়ান, রেলওয়ে রোড, শিমলা হিল্‌স্‌। প্রঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সমঃ—শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি-ই, সদঃ—শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি-ই, ৯।৬ সি প্যারীমোহন শূর লেন। প্রঃ—ঐ, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র লাহা এম এ, ৭ জয় মিত্রের গলি। প্রঃ—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় বি এ (অক্‌সন),

বারিষ্টার, ৩৮।৫ বাগবাজার ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বসু, ১৬ বি, ডালিমতলা লেন। প্রঃ—রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর, সমঃ—শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র, সদঃ—শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদক, কাশীপুর-চিৎপুর মিউনিসিপ্যালিটী, টালা। প্রঃ—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সমঃ—শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর, সদঃ—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত, ৩ লায়ন্স রেঞ্জ। প্রঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত অজিৎকুমার সেন, ৩ নন্দকুমার চৌধুরী লেন। প্রঃ—ঐ, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত কেদারনাথ কাব্যতীর্থ, ১১ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট। প্রঃ—ঐ, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীমতী হিরণ্ময়ী রায়, শ্রীযুক্ত সি কে রায় মহাশয়ের বাটী, ১১ বৃন্দাবন মল্লিকের লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দে, ৫২ ব্রজনাথ দত্ত লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল কাঞ্জিলাল, ৩ মদন মিত্র লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, সমঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদঃ—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু এম এ, ১১৪।১ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পরিশিষ্ট—(খ)

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকের তালিকা।

উপহারদাতা—Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book Depôt,—(১) Eleventh Triennial Report on Vaccination in Bengal for the years 1917-18, 1918-19 and 1919-20, (২) Report on Wards' Attached and Trust Estates in the Presidency of Bengal for the year 1326 B. S. (1919-20), (৩) Bengal Lagislative Council Proceedings, vol. 1, nos. 1, 2 and 3, (৪) Report on the Administration of Bengal, 1918–19, (৫) Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the year 1919-20, (৬) Annual Progress Report on Forest Administration in the Presidency of Bengal for the year 1919-20, (৭) Reports on Survey and Settlement Operations in Bengal for the year ending 30th September, 1921, (৮) Report on the Operations of the Department of Agriculture, Bengal, for the year 1919-20.; Superintendent. Government Printing, India—(৯) Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, January 1921, Do. Do. February, 1921, (১০) Annual Report of the Board of Scientific Advice for India, 1919-20. (১১) Memoirs of the Archaeological Survey of India, No. 8, [Six Sculptures from Mahoba By K. N. Dikshit]. Registrar, New York University—(১২) New York University Catalogue for the Eighty-eighth year, 1919-20. শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়—(১৩) An Introduction to the Study of International Law. Director, Geological Survey of India—(১৪) Records of of the Geological Survey of India, Vol LI, Part 3, 1921, (১৫) Memoirs of the Geological Survey of India, Vol. XLIV, Part I, Vol. XL, Part 3, (১৬) Records of the Geological Survey of India, Vol. LI, Part 4,

উপহারদাতা—Lé Editeur, Librairie Ancienne Honoré Champion—(১৭) Sur Quelques Formations De Mots Latins. The Principal, Sanskrit College (at the instance of the Director of Public Instruction, Bengal)—(১৮) The Nighantu and the Nirukta (introduction) by Pandit Lakshman Surup. Registrar, Bengal Secretariat, P. W. D, Archæology Branch,—(১৯) Annual Progress Report of the Superintendent, Archæological Survey of India, Muhammadan and British Monuments, Northern Circle, for the years ending 31st March, 1917, 1918 and 1919, (২০) Do. Do. 1920, The Registrar, Calcutta University—(২১) Journal of the Department of Letters Vol. IV. শ্রীযুক্ত রামদাস গৌড় এম্ এ—(২২) বৈজ্ঞানিক অদ্বৈতবাদ (হিন্দী), শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ—(২৩) চক্ষুদান। ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী—(২৪) বর্ণমালার উপদেশ। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—(২৫) ব্যক্তি ও সমাজ, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মিত্র—(২৬) কাকলি। শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়—(২৭) পাগলের হাট, (২৮) পাপনিধি। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর—(২৯) জর্ম্মনীর বর্ত্তমান রাষ্ট্রনীতির অভিব্যক্তি। শ্রীযুক্ত তারাকান্ত কাব্যতীর্থ—(৩০) রসাল, (৩১) গুপ্ত উপন্যাস। শ্রীযুক্ত হরিহর শাস্ত্রী,—(৩২) জৈনদর্শন (২ খানি)। শ্রীযুক্ত গুরুকান্ত ভট্টাচার্য্য—(৩৩) স্ব-ধর্ম্ম, কুমার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা (শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের চেষ্টায় প্রাপ্ত)—(৩৪) চাণক্য-কথা।

কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের স্মৃতি-উৎসব উপলক্ষে আহূত

প্রথম বিশেষ অধিবেশন।

১৫ই আষাঢ় ১৩২৮, ২৯এ জুন ১৯২১, বুধবার সন্ধ্যা ৬া৹ টা।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর আই এস্ ও, এম বি, এফ্ সি এস্,,
—সভাপতি।

পরিষদের সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভার প্রারম্ভে শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয় এবং তৎপরে ডাঃ শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় এম বি মহাশয় এই উপলক্ষে রচিত তাঁহাদের দুইটি কবিতা পাঠ করিলেন।

তৎপরে শ্রীমতী স্বর্ণলতা দেবীর বিরচিত একটি কবিতা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় পাঠ করেন।

সভাপতি মহাশয়ের আদেশে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম এবং শ্রীযুক্ত রসময় লাহা মহাশয়দ্বয় কবিবরের সম্বন্ধে দুইটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

তৎপরে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল, মহাশয় বলিলেন,—"আপনারা কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিয়াছেন এবং তাঁহার বাঙ্গালা কবিতার প্রশংসাও শুনিলেন। তিনি যে কেবল বাঙ্গালাতেই কবিতা লিখিয়াছেন, তাহা নহে। ইংরাজীতেও তিনি অতি সুন্দর সুন্দর পদ্য রচনা করিয়াছিলেন এবং এ বিষয়ে যাঁহারা মতামত দিবার যোগ্য লোক, তাঁহারা সেই সব পদ্যের প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার আর একটি বিশেষ গুণ এই ছিল যে, তিনি একসঙ্গে অনেক কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিতেন। মনোবিজ্ঞান পাঠে আমরা অবগত হই যে, বিশিষ্ট প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণই এইরূপ কার্য্য করিতে সক্ষম। বিদেশী কাব্য পাঠ করিয়াও যে স্বদেশীয় ভাব বজায় রাখা চলে, আমার মতে, এই মস্ত আদর্শ তিনি আমাদিগকে দেখাইয়া গিয়াছিলেন। যতদিন বঙ্গভাষা থাকিবে, ততদিন তাঁহার কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ থাকিবে এবং যতদিন জগৎ থাকিবে, ততদিন তাঁহার কাব্যের সমাদর থাকিবে।"

শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন বি এ, মহাশয় বলিলেন, "কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের সম্বন্ধে সমালোচকগণের মতপরিবর্ত্তন দেখা যায়। ইহা অতি স্বাভাবিক। কেন না, তিনি একজন মহাকবি। তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দ আমাদের দেশে আনিয়াছেন। দর্শন ও বিজ্ঞানের মধ্য দিয়া মানুষকে দেখা এবং চেনা সোজা, কিন্তু কবিত্বের মধ্য দিয়া চেনা বড় কঠিন। বিদেশীকে গ্রহণ করিয়া আমরা যে বাঁচিয়া থাকিতে পারি, তাহার প্রমাণ মধুসূদন। তিনি এই জাতির হৃদয়ের স্পন্দন আপনার প্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন।"

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন, "ইহার পর কবির কাব্য হইতে কিছু কিছু আবৃত্তি হইবে। তৎপূর্ব্বে সভাপতির আসন হইতে আমি দুই এক কথা বলিতেছি। কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের জীবনী সম্বন্ধে আপনারা অনেক কথা শুনিয়াছেন। তাঁহার কীর্ত্তি বাঙ্গালা হইতে কখন লুপ্ত হইবে না। কারণ, বঙ্গভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা। বিজ্ঞানে কেহ কিছু নূতন সৃষ্টি করিতে পারেন না; যিনি যাহাই করুন, তাহা আবিষ্কার মাত্র। কিন্তু মধুসূদন, বঙ্গভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের সৃষ্টিকর্ত্তা—আবিষ্কর্ত্তা নহেন। তিনি যখন এই কাব্য লেখেন, তখন ইহার অনেক প্রতিবাদ হইয়াছিল—এই উপলক্ষে 'ছুছুন্দরী-বধ' নামে একখানি কাব্যও লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু আজ সে সকল ভাব কাটিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় বীররস মধুসূদনই প্রথম আনয়ন করিয়াছিলেন। বিদেশী ভাবকে স্বদেশী পরিচ্ছদ পরাইয়া ঘরে আনিতে তাঁহার মত আর কেহ সক্ষম হন নাই। ১৮৬১খৃঃ মেঘনাদবধ প্রথম ছাপা হয়। স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অতি আগ্রহের সহিত এই বই পাঠ করেন এবং বি এ শ্রেণীর পাঠ্য করিবার জন্য ডাঃ ডাফকে একখানি বেনামী পত্র দেন। কিন্তু তখনকার ইউনিভারসিটির অনেক সভ্যই ইহাতে আপত্তি করিয়াছিলেন। পরে ১৮৬৪ সালে ইহা বি এ শ্রেণীর পাঠ্য হয়। নাট্যসাহিত্যেও কবিবরের উচ্চ স্থান, তাহা আপনাদের সকলেরই বিদিত; পাইকপাড়ায় তাঁহার নাটক অভিনীত হইয়াছিল।

তিনি কাব্যকার ও নাটককার হিসাবে আমাদের পূজনীয়। সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার স্মৃতি-উৎসবের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, এই জন্য আমি পরিষৎকে ধন্যবাদ দিতেছি, এবং যাঁহারা এই সভায় প্রবন্ধ পাঠ এবং বক্তৃতাদি করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।"

তৎপরে শ্রীযুক্ত বিশ্বপতি চৌধুরী বি এ মহাশয় "বীরাঙ্গনা" কাব্য হইতে এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় "মেঘনাদবধ" কাব্য হইতে কিছু কিছু আবৃত্তি করিয়া শ্রোতৃগণের মনোরঞ্জন করেন।"

সভাপতি মহাশয় ইঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম মহাশয় কর্ত্তৃক সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীগণপতি সরকার　　　　　　　　　　শ্রীচুণীলাল বসু
সহকারী সম্পাদক　　　　　　　　　　সভাপতি
　　　　　　　　　　　　　　　　　　১৭।৭।২১

অষ্টাবিংশ বর্ষের

প্রথম মাসিক অধিবেশন

২৬এ আষাঢ় ১৩২৮ ১০ই জুলাই ১৯২১, রবিবার অপরাহ্ণ ৬টা।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর আই এস্ ও, এম্ বি, এফ্ সি এস্, —সভাপতি।

আলোচ্য-বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত হরিদাস সাহা এম্ এ মহাশয় লিখিত "নালিতা" এবং (খ) শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মণ্ডল মহাশয়-লিখিত "খনিবিদ্যার পরিভাষা" নামক প্রবন্ধদ্বয়, ৫। শোক-প্রকাশ—অধ্যাপক বরদাপ্রসাদ প্রামাণিক এম্ এ মহাশয়ের পরলোকগমনে, ৬। বিবিধ।

অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু রসায়নাচার্য্য আই এস্ ও, এম্ বি, এফ্ সি এস্ বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। ২৭শ বার্ষিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর, ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়কে সাধারণ সদস্য নির্ব্বাচনের প্রস্তাব উপস্থিত হইলে পর, শ্রীযুক্ত নলিনীবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি পরিষদের সদস্য আছেন কিনা। তদুত্তরে সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, এ বিষয়ের মীমাংসার ভার কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে দিয়া মীমাংসা করা হউক। অদ্য এ বিষয়ের আলোচনা স্থগিত রাখা হইল।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত পুথি ও পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে পরিষদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

৪। (ক) সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, অদ্যকার আলোচ্য-বিষয়-ভুক্ত প্রথম প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত হরিদাস সাহা এম্ এ মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র এবং ঢাকা কলেজের অধ্যাপক। তিনি রসায়নশাস্ত্র সম্বন্ধে বিশেষ ব্যুৎপন্ন এবং এই বিষয়ে কয়েকখানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন। নালিতার গুণের বিষয় অনেকেই অবগত আছেন, এমন কি আমাদের দেশের প্রাচীন স্ত্রীলোকদিগের নিকট ইহার উপকারিতা অপরিজ্ঞাত নহে। এখনো নানা পীড়ায় 'নালিতা' গার্হস্থ্য ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শ্রীযুক্ত হরিদাস বাবু নালিতার সার অংশ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় (Active principle) বাহির করিয়াছেন এবং রাসায়নিক হিসাবে তাহার গুণের নির্ণয় করিয়াছেন।

তৎপরে, শ্রীযুক্ত হরিদাস সাহা এম্ এ মহাশয় উপস্থিত হইতে না পারায়, শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায়চৌধুরী বি, এ মহাশয় শ্রীযুক্ত হরিদাস বাবুর লিখিত "নালিতা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। প্রবন্ধের শেষাংশ সভাপতি মহাশয় স্বয়ং পাঠ করিলেন ও ব্যাখ্যা করিয়া প্রবন্ধের আলোচ্য-বিষয় বুঝাইয়া দিলেন। প্রবন্ধপাঠের পর সভাপতি মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, বি এল মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। প্রবন্ধের বিষয় সভাপতি মহাশয় কিছু আলোচনা করিলেন। এই আলোচনা প্রবন্ধের সহিত সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

(খ) শিবপুর বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মণ্ডল মহাশয় উপস্থিত হইতে না পারায়, সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয় শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বাবুর লিখিত "খনিবিদ্যার পরিভাষা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

উক্ত প্রবন্ধ পঠিত হইলে পর, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ, ও সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করেন; এই সকল আলোচনা প্রবন্ধের সহিত পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

৫। সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, বড়ই দুঃখের বিষয় পরিষদের উৎসাহী সদস্য বরদাপ্রসাদ প্রামাণিক এম্ এ মহাশয় সম্প্রতি অতি অল্পবয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি রিপন কলেজের অধ্যাপক ছিলেন এবং বাঙ্গালা ভাষার প্রথম এম্ এ পরীক্ষা দিয়া প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। পরিষদে প্রায় আসিয়া প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার অনুশীলন করিতেন, শেষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালার Research Scholarship পাইয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, এই বিভাগে কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বেই তিনি পরলোকগত হইয়াছেন। এই বলিয়া তিনি পরিষদের পক্ষ হইতে তাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিলেন।

শ্রীযুক্ত রসময় লাহা মহাশয় বলিলেন, "পরলোকগত বরদাপ্রসাদকে আমি তাহার বাল্যকাল হইতে জানিতাম। ময়ূরভঞ্জে থাকিয়া সে এবং শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় ও শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রমোহন ধর এই তিন জনে লেখাপড়া করিত। তিনটিই রত্নবিশেষ। সতীশ এম্ এস্ সিতে প্রথম হয়, ধীরেন বিলাতে গিয়া ব্যারিষ্টার হয় ও বরদা অতিকষ্টে থাকিয়াও সুখ্যাতির সহিত

এম্ এ পাশ করে। ছেলেবেলা হইতে তাহার ভাষাচর্চ্চার একটি প্রবল চেষ্টা ছিল। তাহার একটি স্মৃতিচিহ্ন পরিষদে রাখিলে ভাল হয়।

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রমোহন ধর ব্যারিষ্টার মহাশয় বলিলেন যে, তিনি স্বর্গীয় বরদাপ্রসাদের বাল্যবন্ধু। সে অতি কষ্টে ছেলে পড়াইয়া ও বৃত্তি পাইয়া লেখাপড়া শিখিয়াছিল। বাঙ্গালা ভাষার প্রতি তাহার অগাধ অনুরাগ ছিল। রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ বৃত্তি-পরীক্ষার জন্যও সে চেষ্টা করিতেছিল। তাহার স্বভাব অতি কোমল ও মধুর ছিল।

সকলে দণ্ডায়মান হইয়া মৃতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীগণপতি সরকার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু
সভাপতি।
১৬।৭।২১

পরিশিষ্ট—(ক)

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, সদস্য—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গোকুলদাস দে এম্ এ ২৫।২ মোহনবাগান রো। প্রঃ—ঐ, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন বি এল্, ১১ গোপীকৃষ্ণ পালের লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায়চৌধুরী, সমঃ—ঐ, সঃ—শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী রায়, শ্রীযুক্ত সুনীতিভূষণ রায় মহাশয়ের বাড়ী ১১, শ্রীবাস দত্তের লেন, হাওড়া। প্রঃ—ঐ, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র ঘোষ, ঘোষবাটী, টাকী (২৪পঃ)। প্রঃ—ঐ, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বসু, সৈদপুর, টাকী (২৪পঃ)। প্রঃ—ঐ, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত এস্ কে রায়, কৃষিবিভাগ, লস্কর, গোয়ালিয়র। প্রঃ—শ্রীযুক্ত অবতারচন্দ্র লাহা, সমঃ—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, সদঃ—শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, মোহনবাগান রো। প্রঃ—শ্রীযুক্ত তারকনাথ রায়, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত রায় সাহেব কৃষ্ণলাল রায়, ৪৩ আশুতোষ দের লেন, সেণ্ট্রাল এভিনিউ। প্রঃ—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দে, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত সুধাংশুময় চট্টোপাধ্যায়, ১ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় লেন, টালা, কাশীপুর। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়, ৩ কাশীশ্বর চট্টোপাধ্যায় লেন, বরাহনগর (২৪পঃ)। শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ লাহিড়ী বি এ, ১ রাধামোহন দের লেন, বরাহনগর (২৪পঃ)। শ্রীযুক্ত হরিমোহন চট্টোপাধ্যায়, হেডক্লার্ক, কাশীপুর-চিৎপুর মিউনিসিপ্যালিটি, টালা। প্রঃ—শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র বসু, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ৩৮ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন দত্ত, ৭৩।১ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম, ৩৫এ শিমলা ষ্ট্রীট। শ্রীযুক্ত বিশ্বপতি চৌধুরী বি এ, ৫২ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ ঘোষ, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত, ৮।২ হরিতকীবাগান লেন। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দত্ত, ৫ রাজেন্দ্রনাথ সেনের গলি। শ্রীযুক্ত নীরেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র, ১৭ বৃন্দাবন মল্লিক ১ম লেন।

প্রঃ—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায়চৌধুরী বি এ, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বি এ, সৈদপুর, টাকী (২৪ পঃ)। প্রঃ—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত, বিপিনবিহারী সাধুখাঁ, ২৬ করপোরেশন ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত রায় ত্রিপুরাচরণ গুহ বাহাদুর, বেতিয়া, চম্পারণ। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন বসু, বার লাইব্রেরী, বেতিয়া, চম্পারণ। ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচরণ সেন এম বি, ১ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট। শ্রীযুক্ত রায় সাহেব সতীশচন্দ্র বসু, জমসেদপুর, সাকৃচী। শ্রীযুক্ত লালবিহারী বড়াল (অশ্রুমতী-প্রকাশক) চুঁচুড়া। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর, সমঃ—ঐ, সদঃ—ডাক্তার শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ সেন, সীতারাম ঘোষ্ ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায়চৌধুরী, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত অতুলেন্দু সেন, ৫৯ আপার সার্কুলার রোড, ব্লক নং ১৫। প্রঃ—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য্য, ৪ ঘোষের লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সমঃ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, সদঃ—শ্রীযুক্ত অনাদিনাথ বসু, কাশী মিত্রের ঘাট ষ্ট্রীট।

পরিশিষ্ট—(খ)

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকের তালিকা।

উপহারদাতা— The Secretary, Smithsonian Institution, U. S. A. উপহৃত পুস্তক—(১) Native Cemeteries and Forms of Burial, East of Mississippi, (২) Reports upon two Collection of Mosses form British East Africa. The Director, Geological Survey of India—(৩) Records of the Geological Survey of India Vol. LII, 1921. Superintendent Government Printing, India—(৪) Patent Office Journal, 1920. The Secretary, Indian Association for the Cultivation of Science—(৫) Proceedings of the Indian Association for the Cultivation of Science, Vol. VI, Parts, III and IV. Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book Depôt—(৬) Bengal Lagislative Council Proceedings Vol. I, No 4, (৭) English-Tibetan Colloquial Dictionary. (৮) Grammar of the Colloquial Tibetan by C. A. Bell, The Surveyor General of Bengal, (৯) The General Report on the Operations of the Survey of India, during 1919—20, Messrs. W. E. Bastian & Co. (১০) The Buddhist Annual of Ceylon, 1921, Vol. I, No 2. শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন রায় চৌধুরী—(১১) স্নেহের বাঁধন, (১২) দীপাবলী, (১৩) দৈবমিলন, (১৪) মর্ম্মবাণী। শ্রীযুক্ত ললিত-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—(১৫) কাব্যসুধা, (১৬) রসকরা, (১৭) অনুপ্রাস, (১৮) আহ্লাদে আটখানা, (১৯) সখী, (২০) সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা, (২১) বানান-সমস্যা, (২২) সাতনরী। শ্রীযুক্ত সুধীরেন্দ্র নাথ দে—(২৩) হিন্দুবীর, (২৪) পানিপথ। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ

সরকার—(২৫) রামকেলি-মহিমা, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়—(২৬) ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালী ও স্বায়ত্তশাসন বা স্বরাজ, শ্রীযুক্ত গুরুকান্ত ভট্টাচার্য্য—(২৭) আলোক, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর—(২৮) নানা-চিন্তা, শ্রীমতী হেমলতা দেবী—(২৯) দুনিয়ার দেনা, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—(৩০) শ্রীমদ্ভাগবতম্ (১ম হইতে ১২শ স্কন্ধ) রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সম্পাদিত, (৩১) সত্যমেব জয়তি, (৩২) পতিব্রতা, (৩৩) পিতৃস্তোত্রম্, (৩৪) শ্রীশ্রীবংশীবিকাশ, (৩৫) পঞ্চরত্নম্—শ্রীশ্রীগৌরশতকঞ্চ, (৩৬) শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতম্ ও (৩৭) শ্রীকৃষ্ণরাসলীলা।

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন

১লা শ্রাবণ ১৩২৮, ১৭ই জুলাই ১৯২১, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য্য, আই এস্ ও, এম্ বি, এফ্ সি এস্—সভাপতি।

আলোচ্য-বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত ডাক্তার সরসীলাল সরকার এম্ এ, এল্ এম এস্ মহাশয়-লিখিত "পার্ব্বত্য-চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য-জাতির খাদ্যের উপকরণ" এবং (খ) শ্রীযুক্ত বরদারঞ্জন চক্রবর্ত্তী মহাশয়-লিখিত "রামপ্রসাদ ও রামদুলাল" নামক প্রবন্ধদ্বয় ৫। বিবিধ।

অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু আই এস্ ও, এম বি, এফ্ সি এস্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতি-উৎসব উপলক্ষে আহূত বিশেষ অধিবেশনের ও অষ্টাবিংশ বার্ষিক প্রথম মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর, পরিষদের সাধারণ-সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল ও উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। (ক) শ্রীযুক্ত ডাঃ সরসীলাল সরকার এম্ এ, এল্ এম্ এস্ মহাশয় উপস্থিত হইতে না পারায়, তাঁহার "পার্ব্বত্য-চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য-জাতির খাদ্যের উপকরণ" নামক প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় পাঠ করেন।

লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ, শ্রীযুক্ত অমূল্য-

চরণ বিদ্যাভূষণ ও সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করেন। এই সকল আলোচনা প্রবন্ধের সহিত পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

(খ) শ্রীযুক্ত বরদারঞ্জন চক্রবর্ত্তী মহাশয় উপস্থিত হইতে না পারায়, তাঁহার "রামপ্রসাদ ও রামতুলাল" নামক প্রবন্ধটি শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ও সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর প্রবন্ধ সম্বন্ধে দু'এক কথা বলেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীগণপতি সরকার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু
সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, সদস্য—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসু এম্ এ, ৮ অক্ষয়কুমার বসু লেন, শ্রীমতী হীরাপ্রভা রায় এম বি, ১৩ নন্দকুমার চৌধুরীর লেন, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সরকার বি এ, ৫ মনোমোহন বসু লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত বরদারঞ্জন চক্রবর্ত্তী, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এল, 'প্রজাবন্ধু' সম্পাদক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ত্রিপুরা। প্রঃ—শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত কবিরাজ সত্যেন্দ্রনাথ রায়, ৫৮ মধুরায়ের লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত শ্রীবৎসপ্রসাদ মল্লিক, ৬ মনোমোহন বসু লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, সমঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদঃ—ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার বসু এম বি, ৩৯ নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড।

খ—পরিশিষ্ট

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকের তালিকা

উপহারদাতা—The Secretary, Museum of Fine Arts—(১) Museum of Fine Arts, 45th Annual Report for the Year 1920. Registrar, Calcutta University—(২) Journal of the Department of Letters Vol. V; 1921, Superintendent, Government Printing, India—(৩) Statistics of British India, Education, Vol. V. শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ—(৪) চীনের চক্র, (৫) বঙ্গবালা, (৬) বিধির বিধি, (৭) রহস্য-কণিকা।

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন

২২এ শ্রাবণ, ১৩২৮, ৭ই আগষ্ট ১৯২১, রবিবার অপরাহ্ণ ৬টা।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর আই এস্ ও, এম বি, এফ্ সি এস্
—সভাপতি।

আলোচ্য-বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়-লিখিত "গোবিন্দচন্দ্র ও ময়নামতীর পুথি আলোচনা" নামক প্রবন্ধ, ৫। শোক-প্রকাশ—আনন্দকুমার চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ (কাশী) মহাশয়ের পরলোক-গমনে, ৬। বিবিধ।

অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর আই এস্ ও, এম্ বি, এফ্ সি এস্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ মহাশয় গত দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই কার্য্যবিবরণ গৃহীত হইল।

২। সাধারণ-সদস্য-নির্ব্বাচন প্রসঙ্গে সভাপতি মহাশয়, গত দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনের মন্তব্য অনুসারে কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি কর্ত্তৃক যে মন্তব্য গৃহীত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলেন,—

"যে দিন হইতে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের সহায়ক-সদস্য-পদের পাঁচ বৎসর কাল পূর্ণ হইয়াছে, সেই দিন হইতে তাঁহাকে পরিষদের সাধারণ-সদস্য গণ্য করা হউক এবং এই প্রস্তাব আগামী মাসিক অধিবেশনে অনুমোদনের জন্য উপস্থিত করা হউক।"

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত নলিনী বাবু পরিষদের বিশেষ বন্ধু। তাঁহার সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি যে মন্তব্য গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা আমাদের অনুমোদন করা উচিত।

ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত নলিনী বাবু তাঁহার বন্ধু ও পরিষদের হিতৈষী। তাঁহার সহায়ক-সদস্য-পদে স্থিতিকাল পূর্ণ হওয়ার পর হইতে তাঁহাকে সাধারণ-সদস্যরূপে গণ্য করা সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক যে মন্তব্য গৃহীত হইয়াছে, তাহা বোধ হয় আইনসঙ্গত হয় নাই। ব্যক্তিবিশেষের প্রতি সম্মান দেখাইতে গিয়া কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি বিধিবিরুদ্ধ কাজ করিতে বোধ হয় পারেন না। যাহা হউক, তিনি শ্রীযুক্ত নলিনী বাবুকে পুনরায় সাধারণ-সদস্যরূপে নির্ব্বাচনের প্রস্তাব করিলেন।

এই প্রস্তাব কোন সদস্য সমর্থন করিবার পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন, শ্রীযুক্ত নলিনী বাবু পরিষদের বিশেষ হিতৈষী বন্ধু, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি সবিশেষ বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে সাধারণ সদস্য করিবার জন্য যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া আজ এই সভার অনুমোদনের জন্য পাঠাইয়াছেন, তাহা অনুমোদিত হইলে আইন ভঙ্গ হইবে না বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস। এই বলিয়া তিনি ডাঃ সিদ্দিকী সাহেবকে তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাহার করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাহার করিলে পর, সর্ব্বসম্মতি-

ক্রমে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির উক্ত মন্তব্য অনুসারে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়কে সাধারণ-সদস্য গণ্য করা হইল।

তৎপরে শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহাশয় প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণের নাম পাঠ করিলেন। যথারীতি সমর্থিত হইলে তাঁহারা সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন। ক—পরিশিষ্টে এই সকল নির্ব্বাচিত সদস্যের নাম প্রদত্ত হইল।

৩। শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ মহাশয় উপহার-স্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তকগুলির ও উপহারদাতৃগণের নাম পাঠ করিলেন। উপহারদাতৃগণকে পরিষদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল। খ—পরিশিষ্টে উক্ত পুস্তকগুলির ও উপহারদাতৃগণের নাম প্রদত্ত হইল।

৪। সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের হিতৈষী সদস্য মেডিকেল কলেজের জীব ও উদ্ভিদ-বিদ্যার অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্ ডি, এম্ এস্‌সি মহাশয় পরিষৎকে পাঁচ বৎসরের জন্য প্রতিবর্ষে ১০০৲ হিসাবে দান করিবেন; এবং এই অর্থ হইতে কোন বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ প্রকাশ করা হইবে। সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই দানের জন্য শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়কে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

৫। শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়, তাঁহার লিখিত "গোবিন্দচন্দ্র ও ময়নামতীর পুথি আলোচনা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। প্রবন্ধ পঠিত হইলে পর, সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর, শ্রীযুক্ত অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ বি এস্‌সি, এম এ, শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য বি এ, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু এম্ এ, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ, বি এল্ এবং ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এই সকল আলোচনা প্রবন্ধের সহিত সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

৬। সভাপতি মহশয় দুঃখপ্রকাশপূর্ব্বক বলিলেন যে, পরিষদের হিতৈষী সদস্য কাশীর আনন্দকুমার চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার পরিবারবর্গের নিকট পরিষদের সমবেদনাসূচক পত্র প্রেরণের প্রস্তাব গৃহীত হইল।

ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ — সহকারী সম্পাদক।

শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র দেববর্ম্মা — সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়, সমর্থক—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী, সদস্য—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র রায় বি এল্, উকিল, ময়মনসিংহ। প্রঃ—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ, অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৭।১ শাঁখারীটোলা লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত ভোলানাথ কোঁচ, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ৩৯ বিজয়কৃষ্ণ ষ্ট্রীট, উত্তরপাড়া, পোঃ হুগলী। প্রঃ—শ্রীযুক্ত হিরণ-

কুমার রায় চৌধুরী, সমঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ; সদঃ—শ্রীযুক্ত প্রদ্যোৎকুমার সেনগুপ্ত, ৯।৪ বাদুড়বাগান রো। প্রঃ—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত হৃদয়রঞ্জন সেনগুপ্ত এম্ এ, বি এল্, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, ময়মনসিংহ। প্রঃ—শ্রীযুক্ত ভোলানাথ কোঁচ, সমঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সদঃ—শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র নন্দী, ২২ সুকিয়া লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল, সমঃ—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী, সদঃ—ডাক্তার শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত সরোজমোহন গোস্বামী, ৩৫ হরি-ঘোষ ষ্ট্রীট; শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার ঘোষ বি এল্, বেথুন রো; শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এম্ এ, বি এল, ২৮ বিডন রো। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর সেন-গুপ্ত, পোষ্টমাষ্টার, শিমলা পোঃ। প্রঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সমঃ—ঐ, সদঃ—ডাক্তার রায় শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মিত্র বাহাদুর, ১৬ সুকিয়া ষ্ট্রীট; শ্রীযুক্ত ডাক্তার রায় উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী বাহাদুর, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট; শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন মিত্র, নিকাশীপাড়া লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত এস সি সেন, সলিসিটার, ৩৮ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মল্লিক, ২২ বৃন্দাবন বসু লেন; শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ দত্ত, কারবালা ট্যাঙ্ক লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র মিত্র এম্ এ, প্রেসিডেন্সি কলেজ, শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, ১০৪ চিংড়ীহাটা রোড, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সরোজকুমার দাস এম্ এ, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়; শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এম্ এ, প্রেসিডেন্সি কলেজ। প্রঃ—শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়, সমঃ—ঐ, ডাক্তার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ বি, ৩৭দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট।

খ—পরিশিষ্ট

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকের তালিকা

উপহারদাতা—Superintendent, Government Printing, India—(১) Memoirs of the Archaeological Survey of India. No 12, (২) Patent Office Journal, Jan. to March 1921, (৩) Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, May 1921. Officer-in-Charge, Bengal Secretariat, Book Depôt—(৪) Report on Public Instruction in Bengal for 1919-20, (৫) Statistical Returns with a brief note of the Registration Department in Bengal 1920. (৬) Administration Report on the Jails of Bengal Presidency for the year 1920. Director, Geological Survey of India. (৭) Record of the Geological Survey of India, Vol. LIII, Part I. Messrs. W. E. Bastian & Co (Colombo) (৮) Buddhist Annual of Ceylon Vol. I. No 1. শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল—৯। আর্য্যজাতির আদি নিবাস, তথা হইতে নানা দেশে গমন ও ভারতে প্রবেশ, ১০। বেহুলা ও লখিন্দর (২ খানি), শ্রীযুক্ত জ্ঞানানন্দ রায় চৌধুরী—১১। উচ্ছ্বাস-পঙ্কজ।

চতুর্থ মাসিক অধিবেশন

২৯এ শ্রাবণ ১৩২৮, ১৪ই আগষ্ট ১৯২১, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্ম্মা—সভাপতি

আলোচ্য-বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। পুরস্কার ও পদক বিতরণ, ৫। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গুহ বিদ্যারত্ন মহাশয়-লিখিত "ভারতীয় লিপিসমূহের জন্য তড়িৎ-বার্ত্তার ধ্বনি-নির্দ্দেশ" নামক প্রবন্ধ, ৬। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী মহাশয় প্রস্তাব করিলেন, "বঙ্গের অন্যতম স্বাধীন রাজবংশের কৃতী সন্তান, বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের হিতৈষী বন্ধু মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্ম্মা বাহাদুর আজ পরিষদের সৌভাগ্যক্রমে পরিষৎ মন্দিরে আগমন করিয়াছেন। এই জন্য আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, তিনি আমাদের অদ্যকার সভায় সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করুন।"

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে পর, মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্ম্মা বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। সভাপতি মহাশয়ের আদেশে শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহাশয় গত তৃতীয় মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই কার্য্যবিবরণ গৃহীত হইল।

২। যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর, ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে পরিষদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। (ক) শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহাশয় জানাইলেন যে, 'ঠাকুরদাস দত্ত সুবর্ণপদকের' জন্য "বঙ্গের পাঁচালী ও সমসাময়িক কাব্য ও নাট্য-সাহিত্যে কবি ঠাকুরদাস দত্তের প্রভাব" নামক প্রবন্ধ রচনার জন্য শ্রীযুক্ত পুরাণদাস সাংখ্যতীর্থ মহাশয় এই সুবর্ণপদক পাইবেন, এইরূপ পরীক্ষক মহাশয় কর্তৃক নির্দ্ধারিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই পদকের জন্য অর্থদান করিয়াছেন। পদকদাতাকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল। সভাপতি মহাশয় উক্ত সাংখ্যতীর্থ মহাশয়কে পদক দান করিলেন।

(খ) 'কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সুবর্ণপদকে'র জন্য "মেঘনাদবধ কাব্যের রাবণ ও বৃত্রসংহার কাব্যের বৃত্রাসুরের তুলনায় সমালোচনা" নামক প্রবন্ধ রচনার জন্য শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ধর মহাশয় এই পদক পাইবেন, এইরূপ পরীক্ষক মহাশয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কবি হেমচন্দ্রের স্মৃতি-তহবিলের অর্থ হইতে এই পদক দেওয়া হইয়া থাকে। সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র বাবুকে পদক দান করিলেন।

(গ) 'শিশিরকুমার ঘোষ পুরস্কারে'র (২৫৲) জন্য "নরোত্তম ঠাকুরের জীবনী" নামক

প্রবন্ধ রচনার জন্য শ্রীযুক্ত কালীনারায়ণ ভট্টাচার্য্য ভক্তিবিনোদ মহাশয় এই পুরস্কার পাইবেন, এইরূপ পরীক্ষক কর্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ মহাশয় এই পুরস্কার দিয়াছেন। পুরস্কারদাতাকে ধন্যবাদ দেওয়া হইলে পর, সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত কালীনারায়ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে উক্ত ২৫৲ টাকা পুরস্কার দান করিলেন।

৫। "ভারতীয় লিপিসমূহের জন্য তড়িদ্‌বার্ত্তার ধ্বনি নির্দ্দেশ"-নামক প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গুহ বিদ্যারত্ন মহাশয় উপস্থিত হইতে না পারায়, শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ মহাশয় উক্ত প্রবন্ধ পাঠ করিলেন, এবং প্রবন্ধ-সংক্রান্ত ভারতীয় লিপিসমূহের জন্য লেখক মহাশয় যে সকল তড়িদ্‌বার্ত্তার ধ্বনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা দেখাইয়া দিলেন।

প্রবন্ধ পঠিত হইলে পর, শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী মহাশয় বলিলেন, "এই প্রবন্ধ আমরা পূর্ব্বে দেখিবার বা শুনিবার সুযোগ পাইয়া, আলোচনার অবসর পাই নাই। বিশেষতঃ প্রবন্ধলেখক মহাশয় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া ইহা আমাদিগকে বুঝাইয়া, আমাদের উপস্থিত সন্দেহ ভঞ্জন করিতে পারিতেন; তাহাও আমাদের ভাগ্যে ঘটে নাই। এই জন্য এ সম্বন্ধে কোন মন্তব্য দেওয়া সঙ্গত নহে। পত্রিকায় ছাপা হইলে, এ বিষয়ে আলোচনা হইতে পারিবে। লেখকের প্রস্তাবিত সঙ্কেতগুলি আদৌ গৃহীত হইবে কি না এবং হইলে রাজসরকারে তাহা প্রবর্ত্তিত হইবে কি না, তাহা বলা চলে না। অধিকন্তু যে ভাষায় আমাদের বর্ত্তমান টেলিগ্রাম চলিতেছে, তাহা রাজভাষা, সে ভাষা জগতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত চলে। পরন্তু ভারতের নানা প্রদেশে নানা ভাষা। বাঙ্গালা অক্ষরের টেলিগ্রাম বিহারে চলিবে না—বিহারের তার গুজরাটে চলা সম্ভবপর নহে।

শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, "অদ্য আমাদের পরম সৌভাগ্য বলিতে হইবে; এরূপ সৌভাগ্য আমাদের পরিষদের ভাগ্যে এ পর্য্যন্ত ঘটে নাই—বাঙ্গালার অন্যতম পুরাতন স্বাধীনরাজ্যের মহারাজকুমার মহোদয়কে আমরা আজ পরিষদে সাধারণ সভার সভাপতিরূপে পাইয়াছি। ত্রিপুরার স্বাধীন নরপতিগণ বহুকাল হইতেই বাঙ্গালাভাষার বিশেষরূপ অনুরাগী, উৎসাহদাতা ও উন্নতিপ্রয়াসী; ইতিপূর্ব্বে বহুকার্য্যে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। বিশেষতঃ রাজগ্রন্থাগারে বহুপূর্ব্ব হইতেই অতি প্রাচীন বহুসংখ্যক বাঙ্গালা পুথি সংগৃহীত হইয়া অতি যত্নে এ পর্য্যন্ত রক্ষিত হইতেছে। সম্প্রতি আমাদের এদেশীয় বাঙ্গালী কর্তৃকই স্বাধীন ত্রিপুরার ইতিহাস বর্ত্তমান মহারাজার উৎসাহে, সাহায্যে ও ব্যয়ে অনেকদিন হইতে সংগৃহীত ও সঙ্কলিত হইতেছে। এরূপ বংশের একজন বিজ্ঞ, বহুদর্শী, প্রাচীন ব্যক্তিকে অদ্য সভাপতিরূপে পাইয়া আমরা বিশেষ ধন্য, কৃতার্থম্মন্য হইয়াছি এবং তাঁহাকে সভাপতির আসন সমলঙ্কৃত করিতে দেখিয়া, অতীব আনন্দ অনুভব করিলাম। প্রচলিত নিয়মানুসারে তাঁহাকে ধন্যবাদ দেওয়া ততদূর উপযুক্ত ও শোভন নহে; কারণ, তিনি আমাদের এরূপ ধন্যবাদের অতীত—আমাদের সামান্য ধন্যবাদে, তাঁহার অতুল গৌরব কিছুতেই বর্দ্ধিত বা অলঙ্কৃত হইতে পারিবে না। কিন্তু আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত সভক্তিক ধন্যবাদ না দিয়াও স্থির থাকিতে পারিতেছি না। আশা করি, তিনি সময়ে সময়ে এইরূপ পরিষদে উপস্থিত হইয়া, আমাদের আনন্দ বর্দ্ধন করিবেন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, বহুদিন হইতে তাঁহার পরিষৎ দর্শন করিবার আকাঙ্ক্ষা ছিল, আজ তাহা পূর্ণ হইল এবং তিনি অনেক বিষয় শিক্ষা করিলেন। সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া তিনি সভাভঙ্গ করিলেন।

শ্রীগণপতি সরকার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার, সমর্থক—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র, সদস্য—কবিরাজ শ্রীযুক্ত সর্ব্বেশ্বর সেনগুপ্ত, ডাঃ দুর্গাচরণ ব্যানার্জি রোড, তালতলা। প্রঃ—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সমঃ—ঐ, সদস্য—শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সেন ব্যারিষ্টার, ৩৮ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, প্রঃ—শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দে, সমঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ—সদস্য—শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দত্ত, ২০ বি .বণিয়াপাড়া লেন, ইটালি।

খ—পরিশিষ্ট।

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকের তালিকা

উপহার দাতা—	উপহারপ্রাপ্ত পুস্তক
শ্রীযুক্ত কিরণচাঁদ দরবেশ	১। সুসোমা।
The Officer in charge, Bengal Secretariat, Book-Depot.	২। Bengal Legislative Council Proceedings, Vol. I, No 5. ৩। Do Do Vol I, No 6. ৪। Report on the Maritime Trade of Bengal for the official year 1920-21.
The Assistant Secretary, Government of Punjab.	৫। Annual Progress Report of the Superintendent, Archaeological Survey, Hindu and Buddhist Monuments, Northern Circle, for the year ending 31st March, 1920.

দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন

(চন্দ্রশেখর কর বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশার্থ আহূত)

১৬ই আশ্বিন, ২রা অক্টোবর ১৯২১, রবিবার অপরাহ্ণ ৫।০টা

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ শ্রীকণ্ঠ ভক্তিভূষণ—সভাপতি।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, চন্দ্রশেখর কর মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশার্থ আমরা আজ এখানে সমবেত হইয়াছি। তিনি উচ্চ রাজকর্ম্মচারী হইয়াও অবসর সময়ে বঙ্গভাষার যথেষ্ট সেবা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এক জন সুহৃদ্ হারাইয়াছেন এবং বঙ্গভাষা কতকপরিমাণে দীনা হইয়াছেন, বলিতে পারা যায়।

সভাপতি মহাশয়ের আদেশে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় স্বর্গীয় চন্দ্রশেখর বাবুর কন্যার লিখিত তাঁহার পিতার সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা পাঠ করেন। উহা হইতে জানা যায় যে, যশোহর জেলার মাগুরা মহকুমায় মৃগাপুর গ্রামে ১২৬৮ বঙ্গাব্দের ৬ই ভাদ্র চন্দ্রশেখর বাবু জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কৃষ্ণচন্দ্র কর। ৪ বৎসর বয়সে তিনি পিতৃহীন হন। তাঁহার মাতা তাঁহাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার জন্য যথেষ্ট যত্ন করিয়াছিলেন। তিনি মাতাকে অত্যন্ত ভয়-ভক্তি ও সম্মান করিতেন। বাল্যাবস্থায় তিনি দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। ৩।৪ মাইল দূরবর্ত্তী বিদ্যালয়ে যাইয়া তাঁহাকে বিদ্যাশিক্ষা করিতে হইত। মাগুরা হইতে মাইনর ও প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কৃষ্ণনগরে তাঁহার মেসো মহাশয়ের বাড়ীতে থাকিয়া এফ্ এ পড়েন। পরে উহাতে কৃতকার্য্য হইয়া কলিকাতায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কলেজ হইতে বি এ পরীক্ষায় পাশ করিয়া কিছুকাল আইন পড়েন। তৎপরে তিনি প্রতিযোগী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্যে নিযুক্ত হন। প্রথমে বাঁকুড়ায় কাজ করেন, পরে চট্টগ্রামে বদলি হন। সেখানেই তিনি 'অনাথ বালক' রচনা করেন। ঐ পুস্তকের 'জ্ঞানদা' তাঁহার মাতৃদেবীর ছায়া অবলম্বনে লিখিত এবং 'ইন্দু'র চরিত্র তাঁহারি নিজ জীবনের দু'একটি চিত্র লইয়া গঠিত। ১৭ বৎসর বয়সে তিনি মিত্রাক্ষর-বর্জ্জিত "শারদাবকাশ" কবিতা লেখেন। 'অনাথ বালকের' পর তিনি "সুরবালা" লেখেন ও "সাহিত্যে" প্রকাশ করেন; পরে "সৎকথা" প্রকাশিত হয়। তারপর "পাপের পরিণাম"

লেখেন। "পূর্ণিমায়" 'হৈমবতী' ধারাবাহিকভাবে ও পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। "সেকাল একাল" নামক কবিতাপুস্তক এইভাবেই প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় তাঁহার বহু প্রবন্ধ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প প্রকাশিত হয়। তাঁহার ৬টি-গল্প একত্রে "ছ'আনাজ" নামে প্রকাশিত হয়। "বঙ্গে ইংরাজ-শাসন" নামে একখানি স্কুল-পাঠ্য পুস্তকও তিনি লিখিয়াছিলেন। নবদ্বীপ ও পূর্ব্বস্থলী হইতে ১৩১৬ ও ১৩২৪ বঙ্গাব্দে 'বিদ্যা-বিনোদ,' কাশীর ও কলিকাতার কতিপয় পণ্ডিতের নিকট হইতে তিনি "কবীন্দ্র" ও 'ভক্তিভূষণ' উপাধি প্রাপ্ত হন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি "মাধব-মহিমা" ও "বাংলার বাবু" নামক দুই খানি পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার তিনটি গান অপ্রকাশিত রহিয়াছে। গত ১৩ই ভাদ্র সোমবার তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হয়।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় উক্ত অপ্রকাশিত তিনটি গানের মধ্যে "জয় জয় যাদব" এই ধুয়াযুক্ত গানটি পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ মহাশয় বলিলেন যে, তিনি যখন কৃষ্ণনগরে ছিলেন, সেই সময় ৺ চন্দ্রশেখর কর মহাশয়ও তথায় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন। তাঁহার সহিত সেখানেই তিনি পরিচিত হন। সরকারী কার্য্যে তাঁহার খুব সুখ্যাতি ছিল। "সেকাল একাল" প্রকাশের পূর্ব্বে তাঁহাকে তিনি ঐ গ্রন্থ দেখাইয়াছিলেন। তিনি এক জন ভাবুক লোক ছিলেন এবং অনেকের অনেক উপকার করিয়াছিলেন। তিনি অনেক দান-ধ্যান করিতেন—কিন্তু খুব গোপনে।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন যে, ২০।২১ বৎসর পূর্ব্বে চন্দ্রশেখর বাবু যখন চুঁচুড়ায় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন, তখন তাঁহার সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। স্বর্গীয় আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের সহিত তিনি নানা প্রসঙ্গের আলোচনা করিতেন। তাঁহার একটা মস্ত গুণ ছিল, যাহা অনেকের মধ্যে দেখা যায় না—তাঁহার হৃদয়টা খুব বড় ছিল। তিনি সাহিত্য-পরিষৎকে বেশ ভাল বাসিতেন—ইহার সভা-সমিতিতে প্রায় আসিতেন। স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্য শোকপ্রকাশার্থ গত ১৩১৭ সালের ১২ই ভাদ্র যে বিশেষ অধিবেশন হয়, সেই অধিবেশনে তিনি "পরলোকগত কালীপ্রসন্ন" নামক এক দীর্ঘ প্রবন্ধ পড়েন। পরে তিনি ঐ প্রবন্ধ পরিষৎকে দান করেন। উহা পরিষদের গ্রন্থাবলীভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার স্মৃতিরক্ষা করা পরিষদের কর্ত্তব্য। পরিষদের হিতৈষী সদস্য শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় এ বিষয়ে পরিষৎকে সাহায্য করিতে সম্মত আছেন। তৎপরে তিনি প্রস্তাব করিলেন যে, "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পরলোকগত সদস্য ও সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক চন্দ্রশেখর কর মহাশয়ের উপযুক্ত স্মৃতি পরিষৎ মন্দিরে রক্ষা করা কর্ত্তব্য এবং তজ্জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিবার জন্য কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির উপর ভার দেওয়া হউক।"

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন যে, স্বর্গীয় চন্দ্রশেখর কর মহাশয় জীবনের শেষ কয়েক বৎসর আমাদের বাগবাজার পল্লীতে ছিলেন। তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের অবকাশ-

কালে তিনি সাহিত্য-চর্চ্চায় ও সেবায় সময়াতিবাহিত করিতেন—সে সময়টুকু অপব্যয় তিনি কখনই করিতেন না। তিনি একজন সুলেখক ছিলেন। তাঁহার উপন্যাসাবলী deductive নহে। সমাজের শিক্ষা সাধারণের মধ্যে প্রচারই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তিনি নীরবকর্ম্মী ছিলেন। স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় তাঁহার "সেকাল একালের" বিস্তৃত সমালোচনা করিয়া ১৩২৭ সালের 'প্রতিভায়' প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি একজন হৃদয়বান্ সমালোচক ও সমাজদ্রষ্টা ছিলেন। সাহিত্যিক অনুষ্ঠান মাত্রের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। আমাদের কুটীরে "উত্তরায়ণ সম্মেলন" নামে একটি ক্ষুদ্র সাহিত্যালোচনী সভার অনুষ্ঠান হয়, তিনি বিনা নিমন্ত্রণে তথায় উপস্থিত হইয়া আমাকে বিশেষ লজ্জা দেন। পরিষদের প্রতি তিনি বিশেষ শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। এই কয়েকটী কথা বলিয়া তিনি শ্রীযুক্ত নলিনী-রঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের প্রস্তাব সমর্থন করিয়া জানাইলেন যে, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ স্বর্গীয় চন্দ্রশেখর বাবুর স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের জন্য নিম্নোক্তরূপ চাঁদা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন,—

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ রায় (গাইবান্ধা, রঙ্গপুর)—	২৫৲
„ ললিতমোহন মিত্র (দক্ষিণ বাঁটরা, হাওড়া)—	১৫৲
„ জিতেন্দ্রনাথ মিত্র (কৃষ্ণনগর)—	৫৲
	৪৫৲

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন, স্বর্গীয় চন্দ্রশেখর কর মহাশয় যদিও উচ্চ ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন এবং, উচ্চ রাজকার্য্যে জীবন কাটাইয়াছেন, তথাপি তাঁহার মনটি সাবেক কালের ছাঁচে ঢালা ছিল। তাঁহার গ্রন্থাবলীতে তিনি পুরাতনের মধ্যে ভালগুলি বাছিয়া বাছিয়া আমাদের দেখাইয়াছেন। এবং বর্ত্তমান শিক্ষার ভালগুলিও দেখাইয়াছেন—আজকাল এগুলির কোন বিশেষত্ব না থাকিলেও, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে সেগুলির যথেষ্ট বিশেষত্ব ছিল। এই যে পুরাতনের দিকে দৃষ্টিপাত করা—এই ভাব যাঁহারা জাগাইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে চন্দ্রশেখর বাবু অন্যতম। তাঁহার হৃদয় খুব বড় ছিল—তাঁহার কর্ত্তব্যপালনেও সহৃদয়তার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। সাহিত্য-পরিষদের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি ছিল। এই বলিয়া সভাপতি মহাশয় নিম্নোক্ত প্রস্তাব উপস্থিত করিলে, সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল—

"বঙ্গসাহিত্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ সহৃদয় এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অকৃত্রিম সুহৃৎ চন্দ্রশেখর কর মহাশয়ের পরলোকগমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার শোকাতুর পরিবারবর্গের সহিত আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছেন।"

তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ	শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য
সহকারী সম্পাদক।	সভাপতি।

লেখেন। "পূর্ণিমায়" 'হৈমবতী' ধারাবাহিকভাবে ও পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। "সেকাল একাল" নামক কবিতাপুস্তক এইভাবেই প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় তাঁহার বহু প্রবন্ধ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প প্রকাশিত হয়। তাঁহার ৬টি-গল্প একত্রে "ছ'আনা" নামে প্রকাশিত হয়। "বঙ্গে ইংরাজ-শাসন" নামে একখানি স্কুল-পাঠ্য পুস্তকও তিনি লিখিয়াছিলেন। নবদ্বীপ ও পূর্ব্বস্থলী হইতে ১৩১৬ ও ১৩২৪ বঙ্গাব্দে 'বিদ্যা-বিনোদ,' কাশীর ও কলিকাতার কতিপয় পণ্ডিতের নিকট হইতে তিনি "কবীন্দ্র" ও 'ভক্তিভূষণ' উপাধি প্রাপ্ত হন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি "মাধব-মহিমা" ও "বাংলার বাবু" নামক দুই খানি পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার তিনটি গান অপ্রকাশিত রহিয়াছে। গত ১৩ই ভাদ্র সোমবার তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হয়।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় উক্ত অপ্রকাশিত তিনটি গানের মধ্যে "জয় জয় যাদব" এই ধুয়াযুক্ত গানটি পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয় বলিলেন যে, তিনি যখন কৃষ্ণনগরে ছিলেন, সেই সময় ৺ চন্দ্রশেখর কর মহাশয়ও তথায় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তাঁহার সহিত সেখানেই তিনি পরিচিত হন। সরকারী কার্য্যে তাঁহার খুব সুখ্যাতি ছিল। "সেকাল একাল" প্রকাশের পূর্ব্বে তাঁহাকে তিনি ঐ গ্রন্থ দেখাইয়াছিলেন। তিনি এক জন ভাবুক লোক ছিলেন এবং অনেকের অনেক উপকার করিয়াছিলেন। তিনি অনেক দান-ধ্যান করিতেন—কিন্তু খুব গোপনে।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন যে, ২০।২১ বৎসর পূর্ব্বে চন্দ্রশেখর বাবু যখন চুঁচুড়ায় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, তখন তাঁহার সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। স্বর্গীয় আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের সহিত তিনি নানা প্রসঙ্গের আলোচনা করিতেন। তাঁহার একটা মস্ত গুণ ছিল, যাহা অনেকের মধ্যে দেখা যায় না—তাঁহার ধৈর্য্যটা খুব বড় ছিল। তিনি সাহিত্য-পরিষৎকে বেশ ভাল বাসিতেন—ইহার সভা-সমিতিতে প্রায় আসিতেন। স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্য শোকপ্রকাশার্থ গত ১৩১৭ সালের ১২ই ভাদ্র যে বিশেষ অধিবেশন হয়, সেই অধিবেশনে তিনি "পরলোকগত কালীপ্রসন্ন" নামক এক দীর্ঘ প্রবন্ধ পড়েন। পরে তিনি ঐ প্রবন্ধ পরিষৎকে দান করেন। উহা পরিষদের গ্রন্থাবলীভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার স্মৃতিরক্ষা করা পরিষদের কর্ত্তব্য। পরিষদের হিতৈষী সদস্য শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় এ বিষয়ে পরিষৎকে সাহায্য করিতে সম্মত আছেন। তৎপরে তিনি প্রস্তাব করিলেন যে, "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পরলোকগত সদস্য ও সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক চন্দ্রশেখর কর মহাশয়ের উপযুক্ত স্মৃতি পরিষৎ মন্দিরে রক্ষা করা কর্ত্তব্য এবং তজ্জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিবার জন্য কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির উপর ভার দেওয়া হউক।"

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন যে, স্বর্গীয় চন্দ্রশেখর কর মহাশয় জীবনের শেষ কয়েক বৎসর আমাদের বাগবাজার পল্লীতে ছিলেন। তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের অবকাশ-

কালে তিনি সাহিত্য-চর্চ্চায় ও সেবায় সময়াতিবাহিত করিতেন—সে সময়টুকু অপব্যয় তিনি কখনই করিতেন না। তিনি একজন সুলেখক ছিলেন। তাঁহার উপন্যাসাবলী deductive নহে। সমাজের শিক্ষা সাধারণের মধ্যে প্রচারই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তিনি নীরবকর্ম্মী ছিলেন। স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় তাঁহার "সেকাল একালের" বিস্তৃত সমালোচনা করিয়া ১৩২১ সালের 'প্রতিভায়' প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি একজন হৃদয়বান্ সমালোচক ও সমাজদ্রষ্টা ছিলেন। সাহিত্যিক অনুষ্ঠান মাত্রের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। আমাদের কুটীরে "উত্তরবারণ সম্মেলন" নামে একটি ক্ষুদ্র সাহিত্যালোচনী সভার অনুষ্ঠান হয়, তিনি বিনা নিমন্ত্রণে তথায় উপস্থিত হইয়া আমাকে বিশেষ লজ্জা দেন। পরিষদের প্রতি তিনি বিশেষ শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। এই কয়েকটী কথা বলিয়া তিনি শ্রীযুক্ত নলিনী-রঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের প্রস্তাব সমর্থন করিয়া জানাইলেন যে, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ স্বর্গীয় চন্দ্রশেখর বাবুর স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের জন্য নিম্নোক্তরূপ চাঁদা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন,—

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ রায় (গাইবান্ধা, রঙ্গপুর)—	২৫৲
ললিতমোহন মিত্র (দক্ষিণ বাঁটরা, হাওড়া)—	১৫৲
জিতেন্দ্রনাথ মিত্র (কৃষ্ণনগর)—	৫৲
	৪৫৲

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন, স্বর্গীয় চন্দ্রশেখর কর মহাশয় যদিও উচ্চ ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন এবং, উচ্চ রাজকার্য্যে জীবন কাটাইয়াছেন, তথাপি তাঁহার মনটি 'সাবেক' কালের ছাঁচে ঢালা ছিল। তাঁহার গ্রন্থাবলীতে তিনি পুরাতনের মধ্যে ভালগুলি বাছিয়া বাছিয়া আমাদের দেখাইয়াছেন। এবং বর্ত্তমান শিক্ষার ভালগুলিও দেখাইয়াছেন—আজকাল এগুলির কোন বিশেষত্ব না থাকিলেও, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে সেগুলির যথেষ্ট বিশেষত্ব ছিল। এই যে পুরাতনের দিকে দৃষ্টিপাত করা—এই ভাব যাঁহারা জাগাইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে চন্দ্রশেখর বাবু অন্যতম। তাঁহার হৃদয় খুব বড় ছিল—তাঁহার কর্ত্তব্যপালনেও সহৃদয়তার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। সাহিত্য-পরিষদের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি ছিল। এই বলিয়া সভাপতি মহাশয় নিম্নোক্ত প্রস্তাব উপস্থিত করিলে, সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল—

"বঙ্গসাহিত্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ সহৃদয় এবং বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের অকৃত্রিম সুহৃৎ চন্দ্রশেখর কর মহাশয়ের পরলোকগমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার শোকাতুর পরিবারবর্গের সহিত আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছেন।"

তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ	শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য
সহকারী সম্পাদক।	সভাপতি।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন

১৬ই আশ্বিন, ২রা অক্টোবর ১৯২১, রবিবার সন্ধ্যা ৬৷৹টা

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ শ্রীকণ্ঠ, ভক্তিভূষণ—সভাপতি।

আলোচ্য-বিষয়,—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন। ৩। প্রাচীন-পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন। ৪। পরিষৎ-পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ-পাঠ। ৫। প্রবন্ধপাঠ—(ক) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, পি-এচ্ ডি মহাশয়-লিখিত "পরিষৎ-চিত্রশালায় রক্ষিত নারায়ণপালের লিপি" এবং (খ) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, মহাশয়-লিখিত অর্থশাস্ত্রে সমাজ-চিত্র বা মৌর্য্য-যুগের ভারতীয় সামাজিক ইতিহাস" (প্রথম অধ্যায়) নামক প্রবন্ধদ্বয় ৬। শোক-প্রকাশ—(ক) রাজা রামচন্দ্র রায় বীরবর (দাঁতন), (খ) বরদাকান্ত রায় চৌধুরী (ভিতরবন্দ), (গ) ভুবনমোহন পাঠক বি এ, (নারায়ণগঞ্জ) এবং (ঘ) আশুতোষ বসু (কলিকাতা) মহাশয়গণের পরলোকগমনে। ৭। বিবিধ।

দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য শেষ হইলে, এই অধিবেশনের কার্য্য আরম্ভ হয়।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ শ্রীকণ্ঠ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর, সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত পুথি ও পুস্তক প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

৪। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের পুথিশালায় বহু প্রাচীন পুথি সংগৃহীত হইয়াছে ও হইতেছে। এই সকল পুথির মধ্যে অনেক পুথির বিবরণ অপ্রকাশিত রহিয়াছে। সাধারণের মধ্যে সেই সকল অপ্রকাশিত পুথির পরিচয় প্রদান করা বিশেষ প্রয়োজন। পুথি-সংগ্রহ কার্য্যের জন্য এই উপায় কার্য্যকরী হইতে পারে। পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি স্থির করিয়াছেন যে, প্রতি মাসিক অধিবেশনে একখানি করিয়া এইরূপ অপ্রকাশিত পুথির বিবরণ পঠিত হইবে। এ পর্য্যন্ত বহু মহাভারতের লেখকের নাম পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে সঞ্জয়-কৃত মহাভারত সম্বন্ধে কিছু কিছু পরিচয় প্রদান করা হইবে। পরিষদের পুথিশালার পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় উক্ত মহাভারতের দুইটি উল্লেখযোগ্য উপাখ্যানের বিবরণ প্রদান করিবেন।

তৎপরে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিম্নলিখিত পুথির বিবরণ পাঠ করিলেন। গ—পরিশিষ্টে এই বিবরণ দেওয়া হইল।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, এইরূপ বিবরণ প্রাচীন পুথি আলোচনার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। প্রথমেই মহাভারতের পুথি সম্বন্ধে আলোচনা করা উচিত। এ পর্য্যন্ত কত লেখকের মহাভারত পাওয়া গিয়াছে, তাহা জানিতে হইবে। সেই সকল বিভিন্ন রচয়িতার মহাভারতে উপাখ্যানগত, ভাষাগত পার্থক্য আছে কি না, মূল সংস্কৃত মহাভারতের সহিত কোন তফাৎ আছে কি না, এই সকল বিবরণ সংগৃহীত হইলে পর, ভারতের বিভিন্ন পুথির তুলনামূলক ও ভাষাতত্ত্ব-ঘটিত সমালোচনা হইতে পারিবে। সমস্ত উপকরণ এ বৎসর সংগৃহীত না হইলে, কেবল কত জনের রচিত মহাভারত পাওয়া গিয়াছে, তাহার তালিকা করা যাইতে পারে। এই সকল বিষয় শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে পরিচালিত হওয়া বিশেষভাবে বাঞ্ছনীয়। তৎপরে কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি কর্ত্তৃক নিম্নোক্ত প্রস্তাব পঠিত হইল,—

"মাসিক অধিবেশনে প্রাচীন পুথিপাঠ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি-এ মহাশয়ের প্রস্তাবের আলোচনা হইলে পর, স্থির হইল যে, আগামী মাসিক অধিবেশনে পরিষদের প্রতি মাসিক অধিবেশনে পরিষদের পুথিশালাস্থিত প্রাচীন পুথিগুলির মধ্যে এক একখানি পুথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিত হইয়া পঠিত হইবে এবং প্রয়োজন মত পুথিও প্রদর্শিত এবং পঠিত হইবে।"

সভাপতি মহাশয় প্রস্তাবকর্ত্তা শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন।

৫। (ক) শ্রীযুক্ত ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, পি-এচ্ ডি মহাশয়ের লিখিত "পরিষদের চিত্রশালায় রক্ষিত নারায়ণপালের লিপি" নামক প্রবন্ধটি লেখক মহাশয় উপস্থিত হইতে না পারায়, শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয়ের আদেশে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পঠিত হইলে পর, সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তিনি বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত রমেশবাবু আজ উপস্থিত নাই। তাঁহার অনুপস্থিতে এই মূল্যবান্ প্রবন্ধের আলোচনা হইলে, তাঁহার প্রতি অবিচার করা হইবে। এই প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে পর, আলোচনার সুবিধা হইবে।

(খ) শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, মহাশয় তাঁহার লিখিত "অর্থশাস্ত্রে সমাজচিত্র বা মৌর্য্যযুগের ভারতীয় সামাজিক ইতিহাস" নামক প্রবন্ধের প্রথম অধ্যায় পাঠ করিলেন।

রাত্রি অধিক হওয়ায় এই প্রবন্ধের আলোচনা হইল না।

৬। সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের নিম্নলিখিত সদস্যগণ পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহাদের মৃত্যুতে পরিষৎ বিশেষ দুঃখিত। তাঁহাদের পরিবারবর্গের নিকট পরিষদের আন্তরিক সমবেদনা-সূচক পত্র প্রেরিত হইবে, স্থির হইল।

মৃত সদস্যগণের নাম :—১। রাজা রামচন্দ্র রায় বীরবর (দাঁতন), ২। বরদাকান্ত রায় চৌধুরী (ভিতরবন্দ), ৩। ভুবনমোহন পাঠক বি এ (নারায়ণগঞ্জ), ৪। আশুতোষ বসু (কলিকাতা)।

সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, 'নব্যভারত'-সম্পাদক স্বর্গীয় দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয়ের পুত্র প্রভাতকুসুম রায় চৌধুরী মহাশয় অল্পবয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি 'নব্যভারতের' সম্পাদনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি ব্যারিষ্টার ছিলেন। এই উৎসাহী উদীয়মান সাহিত্যিকের মৃত্যুতে পরিষৎ বিশেষ দুঃখিত। তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারের নিকট পরিষদের সমবেদনা-সূচক পত্র প্রেরণের প্রস্তাব গৃহীত হইল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য
সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

নির্ব্বাচিত সদস্যগণের নাম।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী, সমর্থক—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ, সদস্য—১। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দাস 'মন্দাকিনী'-সম্পাদক, ২১ ভবানীচরণ দত্ত লেন। ২। শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়, ১৪ নং, বেলিয়াঘাটা সোপ ফ্যাক্টরী। ৩। শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মাইতি, ২১ ভবানীচরণ দত্ত লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সঃ—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী. বি এ, সদঃ—৪। শ্রীযুক্ত ভূধরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ১০ নলগোলা, ঢাকা। ৫। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঘোষ, বিদ্যাসাগর কলেজ, ১৫।৭ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট্। ৬। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন মিত্র, ৯ নিকাশীপাড়া লেন। ৭। শ্রীযুক্ত হরনাথ বসু, ৫ রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায় ষ্ট্রীট। ৮। শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র বিশ্বাস বি এল্, ৫ হরিতকীবাগান লেন। ৯। শ্রীযুক্ত জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, ৪ বারিক লেন। ১০। শ্রীযুক্ত মাধুরী মুখোপাধ্যায়, ২১ বৃন্দাবন বসু লেন। ১১। শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দাস, ২০ হোগলকুড়ে গলি। ১২। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত করুণাকুমার চট্টোপাধ্যায়, কেম্বেল মেডিক্যাল স্কুল, ৭৪ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট্। ১৩। শ্রীযুক্ত অমরনাথ দত্ত, ১৪ উল্টাডাঙ্গা জংশন রোড্। প্রঃ—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, সঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদঃ—১৪। শ্রীযুক্ত মণিলাল সেন এটর্নি, ৫৪ রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট্। ১৫। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ডিষ্ট্রিক্ট রেজিষ্ট্রার অব্ এসিওরেন্স। ১৬। শ্রীযুক্ত তড়িৎভূষণ রায়, ৬ অভয়চরণ মিত্র লেন। ১৭। শ্রীযুক্ত নৃত্যধন মুখোপাধ্যায় এম্ এল্ সি,

৪৫ লক্ষ্মণ দাসের লেন, হাবড়া। ১৮। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক, ২ চন্দ্রনাথ চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট্। প্রঃ—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, সঃ—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, সদঃ—১৯। শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়, ১০২ গ্রে ষ্ট্রীট্। ২০। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ সেন, ২৭।১ ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট। ২১। শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ রায় এম্ এস্ সি, ৬ ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড। প্রঃ—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র, সঃ—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী, সদঃ—২২। শ্রীযুক্ত হৃদয়কৃষ্ণ মাইতি, ঠাকুরবাটী, হেমচন্দ্র ব্যানার্জ্জি লেন, শিবপুর, হাওড়া। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বসু এম্ এ, সঃ—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী, সদঃ—২৩। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকুমার গুহঠাকুরতা বি এ, ৩৬।৪।১ বেনেটোলা লেন। প্রঃ—রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্ এ, বি এল্, সঃ—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী, সদঃ—২৪। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ১৪২ আপার সার্কুলার রোড। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সঃ—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী, সদঃ—২৫। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ পোদ্দার, ৪৩ হালসীবাগান রোড। ২৬। শ্রীমতী বিদ্যুল্লতা ঘোষ, ১৪ গোয়াবাগান ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত কামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায়, সঃ—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী, সদঃ—২৭। শ্রীযুক্ত প্রিয়কুমার ঘোষ, সম্পাদক বি, এন্, রেলওয়ে লেবার ইউনিয়ন খড়্গপুর। প্রঃ—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সঃ—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী, সদঃ—২৮। শ্রীযুক্ত হরিদাস বসু বার-এট্-ল, গড়িয়াহাটা রোড, বালিগঞ্জ। প্রঃ—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সঃ—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, সদঃ—২৯। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার লাহিড়ী বার-এট্-ল, এলগিন রোড। প্রঃ—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সঃ—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী, সদঃ—৩০। ডাঃ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, ৮৩।১ এ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সঃ—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, সদঃ—৩১ রাজা শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায় চৌধুরী বাহাদুর, ১ আলিপুর পার্ক রোড ইষ্ট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু, সঃ—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ, সদঃ—৩২। শ্রীযুক্ত মাখনলাল সরকার ২১ রামকমল ষ্ট্রীট, খিদিরপুর। প্রঃ—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী, সঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদঃ—৩৩। শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৮ রায় ষ্ট্রীট্। প্রঃ—শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, সঃ—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী, সদঃ—৩৪। শ্রীযুক্ত দুলালচন্দ্র মিত্র, ৬ বীডন্ রো। প্রঃ—শ্রীযুক্ত ভূপতিনাথ চৌধুরী, সঃ—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী, সদঃ—৩৫। শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র দাস বি এ, ১৯ ঘোষ লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সরকার, সঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদঃ—৩৬। শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ সরকার, ৬ মনোমোহন বসু লেন।

খ—পরিশিষ্ট

উপহারদাতা ও উপহৃত পুস্তকের নাম।

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়; উপহৃত পুস্তক—১। স্বরাজ সাধনা বা রাষ্ট্রপরিচয়, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি ঘোষ—২। হেথা-সেথা, শ্রীমতী হেমলতা দেবী—৩। অকল্পিতা, ৪। জ্যোতিঃ, শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা (শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের চেষ্টায় প্রাপ্ত)—৫। পাখীর কথা, শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন—৬। বিধবাবিবাহ ও হিন্দুধর্ম্ম, শ্রীযুক্ত লালমোহন আদিত্য—৭। আশাপূরক নারায়ণ ব্রতকথা, শ্রীযুক্ত দুর্গাচন্দ্র সান্যাল—৮। প্রাচীন ভূগোল ও খগোল বিবরণ, শ্রীযুক্ত গুরুকান্ত ভট্টাচার্য্য—৯। আত্ম-সাধনা, শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়—১০। পোকামাকড়, ১১। প্রকৃতি পরিচয়, ১২। বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর আবিষ্কার, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—১৩। সিংহল-বিজয় The Superintendent of Archæology, Hyderabad—১৪। Annual Report of the Archæological Department of H. E. H. The Nizam's Dominions, $\frac{1918-19 A.D.}{1328F}$, শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ—১৫। An Historical Disquisition concerning Ancient India (Robertson), শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য—১৬। The Stars in the Northern Tropics, The officer-in charge, Bengal Secretariat, Book Depot—১৭। Annual Report of the Royal Botanical Garden and the Gardens in Calcutta and of the Lloyd Botanic Garden, Darjeeling, for 1920-21, ১৮। Annual Report on the Police Administration of the Town of Calcutta and its Suburbs for the year 1920, ১৯। Local Self-Government Resolution reviewing the Reports on the Working of the District Boards in Bengal during the year 1919-20, ২০। Triennial Report on the Lunatic Asylums in Bengal for the years 1918, 1919 and 1920, ২১। Fifty-ninth Annual Report of the Government Cinchona plantations and Factory in Bengal for the year 1920-21, ২২। Report on Emigration from the Port of Calcutta to British and Foreign Colonies, 1920, ২৩। Supplement to the Report on Public Instruction in Bengal for the year 1919-20, The Director of Public Instruction, Bengal, ২৪। Report on the Expansion and Improvement of Primary Education in Bengal, 1921, The Secretary, Smithsonian Institution, U. S. A. ২৫। Annual Report of the Smithsonian Institution 1918, ২৬। Smithsonian Physical Tables by F. W. Fowle,

২৭। Alsea Texts and Myths [Bureau of American Ethnology No. 67]. শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র দত্ত—২৭। Manu-Smriti, Vol. I, Part I, ২৮। Jivatman in the Brahma-Sutra, The Deputy Superintendent-in-charge of the Government Monotype Press, Simla. S. W—২৯। Annual Return of Statistics relating to Forest Administration in British India for the year 1919-20, The Superintendent, Government Printing, Burma—৩০। Report of the Superintendent, Archæological Survey, Burmah, for the year ending 31st March, 1921, The Superintendent, Government Printing, India,—৩১। Patent Office Journal, April to June, 1921, ৩২। Statement showing progress of the Co-operative Movement in India during the year 1919-20. শ্রী রু পুলিনবিহারী দত্ত—৩৩। Pictorial Tour Round Bible Lands,—৩৪। Kashi or Benares, the Holy City of the Hindus—৩৫। The Great Temple of India, Ceylon and Burma,—৩৬। Pictures of Women in many Lands,—৩৭। Pictures of Russia and its peoples,—৩৮। Egypt, The Land of the Pyramids,—৩৯। Italy, ancient and modern,—৪০। Afganisthan and its late Amir,—৪১। Pictorial Tour Round England, Scotland and Ireland,—৪২। Pictorial Tour Round England, Scotland and Ireland,—৪৩। Pictorial Tour round India,—৪৪। Pictorial Tour round United States of America,—৪৫। Tibet, the highest country in the world,—৪৬। New Zealand,—৪৭। Arabia and its Prophet,—৪৮। Persia and its People,—৪৯। Lanka and its People,—৫০। Burma and the Burmese,—৫১। The Overland Journey to England,—৫২। Japan and the rising sun,—৫৩। Pictures of China and its people,—৫৪। The Land of Snows,—৫৫। The Native States of India and their Princes with Notices of some important Zamindaries,—৫৬। The Queen Empress of India and Her Family, ৫৭। New Testament, Pictures and Stories,—৫৮। New Testament Pictures and stories,—৫৯। Old Testament, Pictures and Stories, ৬০। Devil-Dancers, Witch-Finders, Rain-Makers and Medicine-Men, ৬১। Picture Stories of Great Men (খণ্ডিত), ৬২। Picture Stories of Noble women, ৬৩। Stories from Early Christian History, ৬৪। John Chrysostom, ৬৫। Bengali

Version of Milton's L'Allegro and Ipenseroso by Bidhu Bhusan Sen Gupta, ৬৬। Statement of Recent Times with an Introduction, ৬৭। Anglo-Indian Worthies by Henry Morris, ৬৮। Some Noted Indians of Modern Times, ৬৯। Some Noted Indians of Modern Times, ৭০। The Indian Empire. ৭১। The Principal Nations of India, ৭২। Eminent Friends of Man or Lives of Distinguished Philanthrophist, ৭৩। Buddha and His Religion, ৭৪। Snakes, Crocodiles and other Reptiles, ৭৫। Pearls, Animalcules and other wonders, ৭৬। Astronomy and Astrology, ৭৭। The Two Pilgrims to Kashi and other Stories by A. L. O. E, ৭৮। India in Vedic Times or Stories of India, ৭৯। Columbus, the Discoverer of America, ৮০। History of The True Incranation, ৮১। মহানাটক, (১২৮৫ সাল) ৮২। Memoirs of Asiatic Society of Bengal, Vol V. Extra No. Vol. II, No. 4, Vol. V, No. 3, Vol. II. No. 5, Vol. III No. 9, Vol. III, No. I.

গ—পরিশিষ্ট

পরিষৎ পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ

প্রাচীন পুথির পাঠভেদ একটি মস্ত সমস্যা। একই কবির রচিত কোন একখানি পুথির বিভিন্ন প্রতিলিপিতে নানা রকমের পাঠ দেখা যায়। ইহার মধ্য হইতে কবির ঈপ্সিত পাঠ নির্ণয় করা একরূপ অসাধ্য। তবে কবির নিজের হাতের লেখা পুথি পাওয়া গেলে এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। কিন্তু এ রকম পুথি আজ পর্য্যন্ত বড় বেশি পাওয়া যায় নাই।

প্রাচীন কবিগণের রচিত অধিকাংশ পুথিতেই লিপিকারদের নূতন নূতন কল্পনা এবং রচনার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া আর একরূপ কল্পনা আছে, তাহা লেখকগণের নহে—পুথির রচয়িতা কবিগণের। কাশীরাম দাস মহাভারতের বিখ্যাত অনুবাদক। তাঁহার অনুবাদেও এইরূপ কল্পনার প্রাচুর্য্য আছে। কাশীরামের পূর্ব্বে, কৃত্তিবাসের সমসময়ে মহাকবি সঞ্জয় সম্পূর্ণ মহাভারতের অনুবাদ করেন। ইঁহার পুথি "সঞ্জয়ী মহাভারত" নামে বিখ্যাত। এই পুথি হইতে দুইটি নূতন কল্পনা আজ আপনাদিগকে শুনাইব। অনেকেই অভিযোগ করেন, বঙ্গীয় কবিগণের রচনা প্রায়ই গতানুগতিক, স্বাধীন-কল্পনার পরিচয় তাঁহারা বড় একটা দেন নাই। কিন্তু এই দুইটি উপাখ্যানে আপনারা দেখিবেন যে, কবি সংস্কৃত মহাভারতের অনুবাদ করিতে বসিয়াও নিজের স্বাধীন কল্পনাকে একেবারে বিসর্জ্জন দিতে পারেন নাই—ইহার জন্য তাঁহাকে বরং সংস্কৃত মহাভারতের উপাখ্যানকেই ত্যাগ করিতে হইয়াছে।

মৃগ এবং কাশীদাসী মহাভারতের মতে শান্তনুর পুত্র বিচিত্রবীর্য্য যক্ষ্মারোগে এবং চিত্রাঙ্গদ গন্ধর্ব্ব-যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন। কিন্তু সঞ্জয়ের মতে বিচিত্রবীর্য্যের মৃত্যু-বিবরণ এইরূপ,—চিত্রাঙ্গদের মৃত্যুর পর বিচিত্রবীর্য্যকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া, ভীষ্ম, তীর্থযাত্রা উদ্দেশে গমন করেন। যাইবার সময় বিচিত্রবীর্য্যকে বলিয়া গেলেন, ভাই, তুমি অন্য সব দিকেই যথেচ্ছ গমনাগমন করিতে পার, কিন্তু দক্ষিণ দিকে কখনও যাইও না। রাজা এই উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া, দক্ষিণ দিকে গিয়া, এক অপূর্ব্ব পুরী দেখিতে পাইলেন। এই পুরীতে বসন্তকালে ভীষ্ম শয়ন করিতেন। ইহার মধ্যে দশ সহস্র মাতঙ্গের বলশালী এক হাতী দশ দণ্ড যাবৎ ভীষ্মের সর্ব্বশরীরে শুঁড়ের আঘাত করিলে, তবে তাঁহার নিদ্রা হইত। বিচিত্রবীর্য্য পুরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্বর্ণপালঙ্কে শয়ন করিলেন এবং পাশে একটি সোনার ঘণ্টা দেখিয়া, তাহা বাজাইয়া নিদ্রিত হইলেন। ঘণ্টার শব্দ শ্রবণে পূর্ব্বোক্ত হাতী আসিয়া, ভীষ্মজ্ঞানে রাজার শরীরে শুঁড়ের আঘাত করিতে লাগিল এবং সেই আঘাতেই তাঁহার দেহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল। এদিকে রাজার কোন সন্ধান না পাওয়ায়, প্রচার হইয়া গেল যে, গন্ধর্ব্বেরা তাঁহাকে মারিয়া ফেলিয়াছে।

শান্তনুর জন্ম সম্বন্ধেও এইরূপ নূতনত্ব আছে। মহাভিষ নামে রাজা ব্রহ্মলোকে বসিয়া, গঙ্গার প্রতি মনুষ্যসুলভ দৃষ্টিপাত করায়, ব্রহ্মার শাপে তিনি শান্তনু হইয়া জন্মগ্রহণ করেন এবং গঙ্গা তাঁহার পত্নী হন। ইহাই মহাভারতের উপাখ্যান। কিন্তু সঞ্জয় বলেন, মহাভিষ ব্রহ্মার শাপে বানর হইয়া জন্মগ্রহণ করেন এবং মহাদেবের আরাধনা করিয়া গঙ্গাকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হন। গঙ্গা, প্রকারান্তরে অগ্নিকুণ্ড মধ্যে বানরকে নিক্ষেপ করিয়া বধ করেন। ক্রমশঃ অগ্নিকুণ্ড হইতে জল উঠিয়া তাহা একটি হ্রদরূপে পরিণত হয় এবং বানরের মৃতদেহ তাহাতে ভাসিতে থাকে। সেই পথে আটাশ হাজার মুনি যাইতেছিলেন। তাঁহারা বেদমন্ত্র পড়িয়া সেই বানরকে বাঁচাইয়া শান্তনু করিয়া দিলেন।

—০—

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন

২৫এ অগ্রহায়ণ, ১১ই ডিসেম্বর ১৯২১, রবিবার অপরাহ্ণ ৫॥০ টা

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ—সভাপতি।

আলোচ্য-বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ সদস্য-নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়-প্রদত্ত সূর্য্যমূর্ত্তি, ৫। পরিষৎ-পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ, ৬। প্রবন্ধ-পাঠ—মৌলবী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এম্ এ, বি এল্ মহাশয়-লিখিত 'বৌদ্ধ গান ও

দোহা' আলোচনা (পূর্ব্বানুবৃত্তি), ৭। শোক-প্রকাশ—(ক) কিরণকুমার বসু এম্ এ, বি এল্ (কলিকাতা); (খ) তারাপদ মুখোপাধ্যায় এম্ এ (ময়মনসিংহ), (গ) ললিতগোপাল মুখোপাধ্যায় (মেহেরপুর), (ঘ) হৃষীকেশ দত্ত (বেলেঘাটা), (ঙ) ডাঃ নৃসিংহপ্রসাদ ত্রিবেদী এল্ এম্ এস্ (টেঞা), (চ) অমৃতলাল বসু (ছোট জাগুলিয়া) এবং (ছ) সলিলেন্দ্রমোহন ঘোষাল (কলিকাতা), মহাশয়গণের পরলোকগমনে, ৮। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত পঞ্চম মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল এবং দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর, পরিষদের সাধারণ-সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল ও উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। "বৌদ্ধগান ও দোহা আলোচনা" প্রবন্ধের লেখক মৌলবী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এম্ এ, বি এল্ মহাশয় উপস্থিত না থাকায়, সভাপতি মহাশয়ের আদেশে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় উক্ত প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর সভাপতি মহাশয়ের আদেশে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর, প্রবন্ধের বিষয়ে কিছু আলোচনা করিলেন। প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে এই আলোচনা উহার সহিত প্রকাশিত হইবে।

তৎপরে শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় প্রবন্ধ-নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিলেন। সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে এবং প্রবন্ধপাঠের জন্য শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই চিত্রশালাধ্যক্ষ মহাশয় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়প্রদত্ত একটি প্রস্তরে খোদিত সূর্য্যমূর্ত্তি প্রদর্শন করিলেন। বরিশাল জেলার গৌরনদী থানার অন্তর্গত ধামুষা গ্রামে পুষ্করিণী খননকালে উহা পাওয়া যায়। ধামুষা কোটালীপাড়া পরগণার উত্তরপূর্ব্ব কোণে অবস্থিত। পরিষদের পুথিশালার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় ইহা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন।

মূর্ত্তিটির দৈর্ঘ্য ১—১০", ইঞ্চি প্রস্থ ৯"। এই মূর্ত্তিটিতে অনেক বিশেষত্ব রহিয়াছে। সাধারণতঃ সূর্য্যমূর্ত্তিতে আভামণ্ডল বা দীপ্তিমণ্ডল থাকে, এই মূর্ত্তিতে তাহা নাই। অন্যান্য সূর্য্যমূর্ত্তির ন্যায় এই মূর্ত্তির হাতে কেয়ূর নাই। আর একটি বিশেষত্ব এই যে, ইঁহার সারথি একটি হংসের উপর বসিয়া আছেন। এই হাঁসের কল্পনা কোথা হইতে আসিল, তাহা

বুঝা যায় না। ভারতবর্ষের আর কোন মিউজিয়মে এই রূপ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মূর্ত্তি দেখা যায় না। পূর্ব্বে ব্রহ্মার পূজা হইত—ক্রমে, ব্রহ্মার পূজা লোপ হইয়া সূর্য্যপূজা আরম্ভ হইল। এই ভাবের মূর্ত্তি ইলোরাতে কৈলাস মধ্যে রহিয়াছে। ইহাকে ত্রৈপুরুষ মূর্ত্তি বলে। কুস্তাতেও এই রকমের মূর্ত্তি রহিয়াছে। এই মূর্ত্তিতে অরুণ আছে—পৈতা নাই। অন্য মূর্ত্তিতে চাল থাকে—ইহাতে নাই। ১২শ বা ১৩শ শতাব্দীতে এই মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছে। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য শিল্পের সংমিশ্রণ এই মূর্ত্তিতে বর্ত্তমান রহিয়াছে। প্রথামত এই মূর্ত্তির মস্তকে কিরীট ও পদে পাদুকা রহিয়াছে। সূর্য্যমূর্ত্তির দুই ধারে দুইটি মূর্ত্তি আছে—তন্মধ্যে একটি মূর্ত্তির দাড়ি আছে। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় 'আর্কিওলজি অব ময়ূরভঞ্জ' গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, এই দুইটি মূর্ত্তির একটির নাম 'দণ্ড' ও অপরটীর নাম 'পিঙ্গল'। গোপীনাথ রাও ও কৃষ্ণশাস্ত্রী দণ্ড অর্থে যম বুঝিয়াছেন। দণ্ডনায়ক অর্থে Commander-in chief, যেমন কার্ত্তিক। এই মূর্ত্তি দণ্ড নহে—পিঙ্গল অর্থাৎ অগ্নি। হলুদে ও নীল মিশে পিঙ্গল রং অর্থাৎ অগ্নিশিখার রং। পাদপীঠের নীচে ৭টি অশ্ব রহিয়াছে। বলয়, বাহুকিরীট, কুণ্ডল কিরীটমুকুট, শিরোবন্ধ, পুষিত প্রভৃতি অলঙ্কার ও শিরোভূষণ রহিয়াছে।

শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত পুথিগুলির মধ্যে কাশীদাসী মহাভারত ও সঞ্জয় কবীন্দ্রকৃত মহাভারত মধ্যে যে সব মূল ও অবান্তর পার্থক্য আছে, তাহার কতকগুলি উদাহরণ পাঠ করিলেন। পঠিত অংশ প—পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল এম্ এ মহাশয় বলিলেন যে, এই মহাভারতের আলোচনায় জৈমিনীকৃত মহাভারতেরও উদাহরণ দেওয়া কর্ত্তব্য।

৭] সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, নিম্নলিখিত সদস্যগণের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে, তজ্জন্য পরিষৎ বিশেষ দুঃখিত।

(ক) কিরণকুমার বসু এম্ এ, বি এল্ (খ) তারাপদ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, (গ) ললিত-গোপাল মুখোপাধ্যায়, (ঘ) অমৃতলাল বসু, (ঙ) ডাঃ নৃসিংহপ্রসাদ ত্রিবেদী এল্ এম্ এস, (চ) সলিলেন্দ্রমোহন ঘোষাল।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় জানাইলেন যে, সলিলেন্দ্রমোহন ঘোষাল মহাশয় পরিষদের বিশেষ হিতৈষী বন্ধু ছিলেন। তিনি একজন পুরাতন সদস্য। কলিকাতার এক উচ্চ বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এই সকল সদস্যের মৃত্যুতে শোক-প্রকাশের প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীগণপতি সরকার
সহকারী সভাপতি।

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়
সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ সদস্যগণ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদস্য—শ্রীযুক্ত এস্ পি সর্ব্বাধিকারী সুপারিন্টেন্ডেণ্ট, পোষ্ট অফিস্, ময়মনসিংহ। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, ৬।১১ চৌধুরী লেন, শ্যামবাজার। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রলাল মজুমদার বি এল্, উকীল হাইকোর্ট, ৩২ বীডন রো, কলিকাতা। প্রঃ—শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র মিত্র, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র মিত্র, ১৯ শ্যামপুকুর লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ দে, এটর্নী, ২৮ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। শ্রীযুক্ত নিরদবরণ রায়, ৪০ পার্ব্বতীচরণ ঘোষ লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত গঙ্গাপতি সিংহ হিন্দীভাষার অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১০৫ হ্যারিসন্ রোড। প্রঃ—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২১ সিকদারবাগান ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল, এম্ এ সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত হিতেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ৫০।এ হরিঘোষ ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র এম্ এ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট, ভার্ণাকিউলার ডিপার্টমেণ্ট—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা রিভিউ আফিস, দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিংস্। প্রঃ—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত রাজেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি এল্ উকীল, ৯৪ কর্পোরেশন ষ্ট্রীট্। শ্রীযুক্ত এ এন্ চৌধুরী বার-এট্-ল, বার লাইব্রেরী, হাইকোর্ট। শ্রীযুক্ত যদুনাথ মণ্ডল, পোষ্ট অপিসের ইন্স্পেক্টর, ৩ কালীতারা বসু লেন, বেলেঘাটা। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু বার-এট্-ল, ১৪ বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত এ, কে, রায় বার-এট্-ল, ভবানীপুর। প্রঃ—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, ১৪৪ বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রলাল দে, ৯৯ গ্রে ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম্ ডি সঃ—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী, সদঃ—শ্রীযুক্ত রায় বিজয়কৃষ্ণ বসু বাহাদুর, চিরিয়াখানার তত্ত্বাবধায়ক শিবপুর। প্রঃ—ঐ, সঃ—শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, সদঃ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত, যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার, বি এ, এফ আর হিষ্ট, এস্ পাটনা কলেজ, মোরাদপুর, পাটনা। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সঃ—ঐ, সদঃ—মৌলবী মহম্মদ কফিলুদ্দিন চৌধুরী, ৬৭ বৈটকখানা রোড। প্রঃ—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ বসু ৬৪ সিকদারবাগান ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়, এম্ এ সঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদঃ—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ডেপুটী পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেণ্ট, সিরাজগঞ্জ, পাবনা। শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র বসু, ১০ ওল্ড পোষ্টাপিস্ ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত কামখ্যাপদ গঙ্গোপাধ্যায়, সঃ—ঐ,

সদঃ—শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি এল্, এড্ভোকেট জেনারেল, বর্ম্মা। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ পাল, ১৮ গোয়ালাপাড়া লেন, (নাড়াজোল)। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র দাস, ১৯ ঘোষের লেন।

খ—পরিশিষ্ট

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তক

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু, উপহৃত পুস্তক—(১) ভাগ্যলেখা বা লালা গোলকচাঁদ। শ্রীযুক্ত কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা [শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের চেষ্টায় প্রাপ্ত] (২) ভারত-পরিচয়, শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ—(৩) মাষ্টার মহাশয়ের খোস গল্প (১ম ভাগ), রাজপুতানা-মধ্যভারত-সভার মন্ত্রী—(৪) রাজপুতানা-মধ্যভারত-সভার বার্ষিক রিপোর্ট ১৯২০-২১, (৫) ঐ নিয়মাপনিয়ম, শ্রীযুক্ত নীলকান্ত চট্টোপাধ্যায়—(৬) বস্ত্র সমস্যা, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল মিত্র—(৭) বৈদিক শক্তিরহস্যম্, (৮) রত্নাবলী (সংস্কৃত নাটক) (৯) শুভ-অভিষেক, শ্রীযুক্ত রামবৃন্দ দেব—(১০) বিশ্বসংহিতা, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বসু—(১১) নির্ম্মলা, শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী ধর—(১২) বোমা; শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশ্বাস—(১৩) আফগান-অমির চরিত (১ম ভাগ), (১৪) স্বর্গীয় দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায়ের আত্ম-জীবনচরিত, (১৫) শকুন্তলা, (১৬) জাতিতত্ত্ব ১ম ভাগ, (বঙ্গে ব্রাহ্মণ,) (১৭) আর্য্যনীতি বিজ্ঞান, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—(১৮) চিত্রদীপ, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর—(১৯) ওপারে, শ্রীযুক্ত হরিপদ চট্টোপাধ্যায়—(২০) জয়লক্ষ্মী, (২১) ক্ষণাদেবী, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাশ গুপ্ত—(২২) দেশের ছেলে (২৩) পল্লীর প্রাণ, (২৪) পল্লব, শ্রীযুক্ত ভুজঙ্গভূষণ তত্ত্বরত্ন—(২৫) সংস্কৃত-শিক্ষা-প্রবেশম্, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—(২৬) আগমনী (১৩২৯)। Office of the Special Officer, Primary Education, Bengal—(২৭) বঙ্গদেশে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি ও বিস্তার, Offier-in-charge, Bengal Secretariat, Book Depot—২৮। Resolution reviewing the reports on the working of Municipalities in Bengal during 1919-20. ২৯। Report on the Administration of the Salt Department in Bengal during the year 1920-21, ৩০। Annual Report of the Bengal Veternary College and of the Civil Veternary Department, Bengal, for the year 1920-21, The Superintendent, Government Printing, India—৩১। Statistics of British India, Vol. III. (Public Health), ৩২। Report of the Chief Inspector of Mines in India for the year ending 31st December, 1020, ৩৩। Memoirs of the Archaeological Survey of India No. 7, [Excavation at Taxila,] ৩৪। Memoirs of the Archæological Survey of India No. 9, Mosque of

Shaikh Abdun Nabi, ৩৫। Patent Office Journal, July to September, 1921. The Registrar, Calcutta University—৩৬। Journal of the Department of Letters Vols VI and VII. The first outlines of a Systematic Anthropology of Asia, The Secretary, Smithsonian Institution, Washington—৩৭। Diagnoses of some new genera of birds,—৩৮। New Selaginellas from the Western United States, ৩৯ Neoabbottia, a new Cactus Genus from Hispaniola. ৪০। The Owl Sacred Pack of the Fox Indians, Le Editeur, Librairie Ancienne Honore Champion, Paris—৪১। L'emploi Du Duel Chez Homere et L' elimination Du Duel [Memoires De La' Societe De Linguistique De Paris], The Superintendent, Archæological Survey of India, Frontier Circle, Peshawar—৪২। Annual Report of the Archælogical Survey of India, Frontier Circle for 1920-21, The Surveyor General of India—৪৩। Two sheets of Map of India, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গুহ—৪৪। On Classification of Books in our Libaries, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল মিত্র—৪৫। Notes on Ratnavali with English and Bengali Translation, Director-General of Observatories Alipure—৪৬। Report on the Administration of the Meteorological Department of the Government of India 1920-21; The Superintendent, Government Press, Madras—৪৭। Annual Report of the Archæological Department, Southern Circle, Madras, for the year 1920-21. শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার বসু—৪৮। Confid and Leonoria (an opera) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—৪৯। A Historical Note on the Shanwar Palace ৫০ Guide Book to the Prince of Wales Museum. The Superintendent, Government Press, Madras, ৫১ Annual Report on Epigraphy for the year ending 31st March 1921. শ্রীযুক্ত সুকুমার হালদার—৫২। A Mid-Victorian Hindu.

গ—পরিশিষ্ট

পরিষদ্ পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ

কাশীদাসী মহাভারত এবং সঞ্জয় কবীন্দ্র কৃত মহাভারত, এই উভয় গ্রন্থের মধ্যে আখ্যানগত যে সকল মূল ও অবান্তর পার্থক্য আছে, তাহার কয়েকটি উদাহরণ গত মাসিক অধিবেশনে দেখাইয়াছি। আজও সেইরূপ কয়েকটি উদাহরণ আপনাদিগকে

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতিরক্ষা-তহবিলের আয়-ব্যয়-বিবরণ

আয়

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু	১০০৲
,, কুমার শরৎকুমার রায়	১০০৲
,, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	১০০৲
,, স্যর আশুতোষ চৌধুরী	৫০৲
,, জনৈক ছাত্র	৫০৲
,, রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর	২৫৲
,, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	২৫৲
,, কিরণচন্দ্র দত্ত	২৫৲
,, সারদারঞ্জন রায়	২০৲
,, আনন্দকৃষ্ণ সিংহ	২০৲
,, জলধর সেন	১৫৲
,, রায় মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর	১০৲
,, পঞ্চানন ঘোষ	১০৲
,, মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়	১০৲
,, অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক	১০৲
,, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৲
,, সূর্য্যকান্ত মিশ্র ১০৲ মধ্যে	৫৲
,, হরেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক	২৲
,, এন্ রাজা গোপালকৃষ্ণ রাও	২৲
	৫৮৪৲

ব্যয়

পত্র ও রসিদাদি প্রেরণের ডাক খরচ		২।৩
স্মৃতি-সমিতির চাঁদা আদায়ের কমিশন		৮৩।০
চিত্রপ্রতিষ্ঠা সভার ব্যয় (হ্যাণ্ডবিল, প্লাকার্ড ছাপাই ট্রাম ও গাড়ীভাড়া ইত্যাদি)		২৪৵০
রসিদ বহি ছাপাই খরচ		১॥০
		১১১৵৩
কৈঃ—		
	গত বর্ষের উদ্বৃত্ত	৯৯৭৸/০
	বর্ত্তমান বর্ষের আয়	৫৮৪৲
		১৫৮১৸/০
	বাদ বর্ত্তমান বর্ষের ব্যয়	১১১৵৩
		১৪৭০॥৶৯

শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতি-রক্ষা-সমিতির
সহকারী সম্পাদক।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মর্ম্মর-মূর্ত্তিনির্ম্মাণ-তহবিল

রাজা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর	৭৫৲
,, ,, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	২৫৲
,, বোধিসত্ত্ব সেন	২৫৲
ডাঃ সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী	১৫৲
ডাঃ শ্রীযুক্ত বেণীমাধব চক্রবর্ত্তী	৫৲
,, ,, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৲
,, নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত (২য় কিস্তি)	৫৲
কবিরাজ ,, শ্যামাদাস বাচস্পতি	৫৲
,, হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	৫৲
,, কামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায়	৩॥০
,, বঙ্কিমচরণ মল্লিক	২৲
,, এন্ রাজা গোপালকৃষ্ণ রাও	১৲
,, শশিভূষণ দত্ত	১৲
	১৭২॥০

শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মর্ম্মরমূর্ত্তি নির্ম্মাণ-তহবিলের
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসূর্য্যকুমার পাল
হিসাব-রক্ষক।
১।২।২৮

আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার স্মৃতি-তহবিলের আয়-ব্যয়-বিবরণ

আয়

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	২৫৲
" রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু	২০৲
" গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন	১০৲
" মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	১০৲
" সত্যচরণ লাহা	১০৲
" রাধাকমল মুখোপাধ্যায়	১০৲
" উপেন্দ্রনাথ সেন	৫৲
" হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	৫৲
" বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ	১৲
	৯৬৲

ব্যয়

চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে অগ্রিম দেওয়া যায়	৭৫৲
চাঁদা আদায়ের কমিশন	১১।৵৩
শালিখায় চিত্র দেখিতে যাতায়াতের গাড়ী-ভাড়া	৬৸০
	৯৩৵৩

কৈঃ—

গত বর্ষের উদ্বৃত্ত	১১৩৲
বর্ত্তমান বর্ষের আয়	৯৬৲
	২০৯৲
বাদ বর্ত্তমান বর্ষের ব্যয়	৯৩৵৩
	১১৫৸৴০

শ্রীসূর্য্যকুমার পাল
হিসাব-রক্ষক

শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার স্মৃতি-সমিতির সম্পাদক। ১।২।২৮

মাইকেল মধুসূদন দত্তের বাৎসরিক স্মৃতি-উৎসব-সমিতির আয়-ব্যয়-বিবরণ

আয়

স্মৃতি-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নিকট হইতে স্মৃতি সমিতির উদ্বৃত্ত অর্থ পাওয়া যায়	১২২৸৵৬
শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর	৫৲
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ	২৲
" যোগীন্দ্রনাথ বসু	১৲
" বঙ্কিমচরণ মল্লিক	১৲
	১৩১৸৵৬

ব্যয়

নিমন্ত্রণপত্র ছাপাই খরচ	২।৵০
" " পাঠাইবার ডাক খরচ	৩৵০
প্লাকার্ড ও দরমা	৮৸০
ফুল (সমাধিমন্দির সাজাইবার জন্য)	৪।০
ট্রামভাড়া ও গাড়ীভাড়া	৮॥৴০
সমাধিমন্দিরের দ্বারবানের বকসিস	২।০
	২৯।৴০

কৈঃ—
আয়—১৩১৸৵৬
বাদ ব্যয়—২৯॥৴০
উদ্বৃত্ত ১০২॥৴৬

শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসূর্য্যকুমার পাল
হিসাব-রক্ষক।

অক্ষয়কুমার বড়াল স্মৃতিরক্ষা-তহবিল

আয়

সুবর্ণবণিক সমাজের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত গোকুলচাঁদ বড়াল মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত	২০০৲

শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসূর্য্যকুমার পাল
হিসাব-রক্ষক।

স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতিরক্ষা-তহবিলের আয়-ব্যয় বিবরণ

আয়		ব্যয়	
শ্রীযুক্ত রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর	২৫৲	চিত্রশিল্পীর পারিশ্রমিক দেওয়া যায়	১০০৲
,, স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী	২৫৲	চিত্রের ফ্রেম বাঁধাই	২১৷৷০
,, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	২০৲	ফুল মালা	২৸০
৺ কর্ণেল ডাঃ সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী	১৫৲		১২৩৸০
শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র	১০৲		
,, প্রফুল্লনাথ ঠাকুর	১০৲		
,, প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৫৲		
,, মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়	৫৲		
,, হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	৫৲		
ডাঃ শ্রীযুক্ত বেণীমাধব চক্রবর্ত্তী	৫৲		
,, সচ্চিদানন্দ দত্ত	৫৲		
৺বোধিসত্ত্ব সেন	৫৲		
শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী	৫৲		
,, গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন	২৲	কৈঃ—	
ডাঃ শ্রীযুক্ত রায় হরিধন দত্ত বাহাদুর	২৲	আয়—১৯৯৲	
		বাদ ব্যয়—১২৩৸০	
	১৪৪৲		
১৩২৬ সালের জের	৫৫৲		৭৫।০
	১৯৯৲		

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতিরক্ষা-তহবিল

আয়

শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দান ৫০৲

১৩২৮ সালের ১৬ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে বার্ষিক অধিবেশনে এই অর্থে চিত্র প্রস্তুত করিয়া প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে।

কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী স্মৃতিরক্ষা-তহবিল

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের দান	২৩৲
শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	৫০৲
,, নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	১৲
	৭৪৲

মনোমোহন চক্রবর্ত্তী স্মৃতিরক্ষা-তহবিল

শ্রীযুক্ত জে, সি, সিংহ	৩০৲
,, বিহারীলাল মল্লিক	২০৲
	৫০৲

শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ
সহকারী সম্পাদক

শ্রীসূর্য্যকুমার পাল
হিসাব-রক্ষক।

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি স্মৃতিরক্ষা-তহবিল

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম্ এ, আই সি এস্ ১০০৲

দুঃস্থ সাহিত্যিক-ভাণ্ডার

আয়		ব্যয়	
শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত	১৫০৯৲	মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়ের কন্যাকে সাহায্য দেওয়া যায়	৫৲
৩৷৷০ সুদেব কোম্পানীর			৫৲
কাগজ ১৫০০৲		কৈঃ—	
নগদ ৯৲		আয়	১৫০৯৲
১৫০৯৲		বাদ ব্যয়	৫৲
	১৫০৯৲		১৫০৪৲

ব্যোমকেশ পারিবারিক সাহায্য-ভাণ্ডারের আয়-ব্যয়-বিবরণ

(১৩২৭ সালের ৩১এ চৈত্র পর্য্যন্ত)

আয়		ব্যয়	
শ্রীযুক্ত সূর্য্যকান্ত মিশ্র	৲	ব্যোমকেশ বাবুর পরিবারবর্গকে দেওয়া যায়	৪৲
„ কালিদাস রায়	১৲		
	৪৲		
	৪৲		৪৲

শ্রীমন্মথমোহন বসু সভাপতি কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি।	কৈঃ— গত বর্ষের উদ্বৃত্ত ৷৷/০ বর্ত্তমান বর্ষের আয় ৪৲
শ্রীভূতনাথ মুখোপাধ্যায় হিসাব পরীক্ষক।	৪৷৷/০ বাদ বর্ত্তমান বর্ষের ব্যয় ৪৲
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত সহকারী সম্পাদক।	উদ্বৃত্ত ৷৷/০

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের শাখা-সভাসমূহের কার্য্য-বিবরণ

রঙ্গপুর শাখা—১৩২৭

সদস্য সংখ্যা,—আজীবন—২, বিশিষ্ট—৫, অধ্যাপক—৮, সহায়ক—১২, সাধারণ—১৫০, ছাত্র—৬০। মোট—২৩৭ জন সদস্য।

আলোচ্য বর্ষে "হিতবাদীর" সম্পাদক শ্রীযুক্ত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের সভাপতিত্বে এই সভার পঞ্চদশ সাংবৎসরিক অধিবেশন সম্পন্ন হইয়াছে।

কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশনের সংখ্যা ;—৪, সাধারণ মাসিক অধিবেশন—৪।

প্রবন্ধ পাঠ :—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দাস বি এ, বি টি মহাশয়ের "ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও বঙ্গভাষা," শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায় মহাশয় লিখিত "ভারতের জ্ঞান", পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অভিলাষচন্দ্র কাব্যতীর্থ মহাশয়-লিখিত "জয়দেবের শ্রীরাধা", এবং "সাহিত্যে চণ্ডীদাস ও তাঁহার পদ-পরিচয়।"

সভার মুখপত্র :—আলোচ্য-বর্ষে সভার মুখপত্র ১৩২৫ বঙ্গাব্দের ১ম—৪র্থ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে।

গ্রন্থাগার :—আলোচ্য বর্ষে ১৫ খানি পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে; মোট গ্রন্থ সংখ্যা—৮০৫।

আয়-ব্যয় :—আলোচ্য বর্ষে সর্ব্বসমেত আয়—৪৮৪৸৹, ব্যয়—২৭৩৷৷৩ পাই; উদ্বৃত্ত—২১১৵৯ পাই। গত বৎসরের তহবিল—১৫২৪৲ বর্ত্তমান তহবিল—১৭৩৫৵৯।

পরিদর্শন :—আলোচ্য বর্ষে ভারত গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকরী সমিতির সদস্য মাননীয়—এইচ্ হুইলার এবং রাজসাহী বিভাগের ভূতপূর্ব্ব কমিশনার ডি এইচ্ লিজ সভা পরিদর্শনপূর্ব্বক সভার কার্য্যকারিতা দর্শনে বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী
সম্পাদক।

ভাগলপুর শাখা—১৩২৭

গত বৎসর সাহিত্য-পরিষদের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদিত না হওয়ায়, শাখা-পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির ২৮ এ কার্ত্তিক একটি বিশেষ অধিবেশন হয়। এই সভাতে শ্রীযুক্ত বীরচন্দ্র সিংহ এম্-এ সভাপতি, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত এম্-এ সম্পাদক ও শ্রীযুক্ত মেঘেন্দ্রলাল রায় বি এ, ও শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ ঘোষ এম্ এসসি, বি-এল্ সহকারী সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন এবং শাখা পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রলাল রায়কে ভাগলপুর শাখার আজীবন বিশিষ্ট-সভ্য বলিয়া গ্রহণ করা হয়।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি-এ সহকারী সম্পাদক মহোদয়ের ঐকান্তিক চেষ্টাতে গত বৎসর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শতবার্ষিক জন্মোৎসবের আয়োজন হয়। সাহিত্যিক ও বিদ্যোৎসাহী মাননীয় কমিশনার শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রচন্দ্র সেন মহোদয় এই সভার সভাপতি হন। তাঁহার শুভেচ্ছা ও সহানুভূতির জন্য শাখা পরিষৎ তাঁহার নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

এই সভাতে শ্রীযুক্ত সতীনাথ ঘোষ এম্-এ, বি-এল্ বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন ও শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রলাল রায় এক বক্তৃতা করেন। ইহা ব্যতীত আরও অনেকগুলি অধিবেশন ও শোক-সভাও আহূত হইয়াছে। নিম্নে প্রবন্ধ-পাঠ, আলোচনা ও বক্তৃতার সম্পূর্ণ তালিকা প্রদত্ত হইল,—

১। ছাত্রবর্গ ও বিলাস—শ্রীযুক্ত সীতেশচন্দ্র সিংহ বি এ।

২। সাহিত্য ও শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,—রায় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার বাহাদুর।

৩। কবিবর ৺ দেবেন্দ্রনাথ সেন—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত এম্-এ।

৪। পণ্ডিত ৺ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বি-এ।

৫। কথা-সাহিত্য ও গল্প-পাঠ—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বি-এ।

আলোচনা ও বক্তৃতা :—

১। বিদ্যাসাগর—মাননীয় কমিশনার শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রচন্দ্র সেন আই সি এস্।

২। ,, শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রলাল রায় বি এল্।

৩। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রলাল রায়, বি এল্।

৪। ,, শ্রীযুক্ত মেঘেন্দ্রলাল রায় বি-এ।

৫। ৺দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী— শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রলাল রায় বি এল্।

গত বৎসর শাখা-পরিষদের সাধারণ সভ্যের সংখ্যা—২৭, বাৎসরিক আয়—২৮৲ ব্যয়—২৭৮০।

শাখা-পরিষদের ১৬১৲ টাকা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত আছে। শাখা-পরিষৎ যাহাতে সুচারু-রূপে চলে, তাহার জন্য নূতন কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। আশা করা যায়, এই বৎসর শাখা-পরিষদের সভ্য ও সম্পাদকগণ অনেক কার্য্য করিতে সক্ষম হইবেন।

শ্রীমেঘেন্দ্রলাল রায়
সহঃ সম্পাদক।

বারাণসী শাখা—১৩২৭

সভাপতি—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, সম্পাদক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিহর শাস্ত্রী।
বর্ষশেষে সদস্য সংখ্যা—৮৩ ; অধিবেশন :—সাধারণ—১, বিশেষ—১।

সাধারণ অধিবেশনে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিহর শাস্ত্রী, "চন্দ্রনারায়ণ ন্যায়পঞ্চানন" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

আলোচ্য-বর্ষে পূজাবকাশে স্যর শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, কবিবর শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী, রায় সাহেব শ্রীযুক্ত বিহারিলাল সরকার প্রভৃতি বঙ্গবাসীর সুসন্তানগণ কাশীতে সমাগত হওয়ায়, শাখা-পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে বিজয়া-সম্মিলনের আয়োজন করা হইয়াছিল। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় সভা-পতির আসন গ্রহণ করেন। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের রচিত অভ্যর্থনা সঙ্গীত, এংগ্লো-বেঙ্গলী স্কুলের ছাত্রগণ কর্ত্তৃক গীত হইবার পর, শ্রীযুক্ত হরিহর শাস্ত্রী, "মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষাল" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাহার পর, "প্রবাস-জ্যোতিঃ"-সম্পাদক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত "নিরঙ্কুশ বঙ্গভাষা" শীর্ষক একটি ব্যঙ্গ-কবিতা পঠিত হয়। অনন্তর শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ, "নস্যের নেশা" নামক একটি কৌতুক-রচনা পাঠ করেন।

আলোচ্য বর্ষ হইতেই শাখা-পরিষদের উদ্যোগে কাশীতে বাঙ্গালীর কীর্ত্তি-কাহিনী প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। রাণী ভবানী, মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষাল ও চন্দ্রনারায়ণ ন্যায়পঞ্চানন—এই তিন জন কাশীতে কি কি অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহা সবিস্তারে লিখিত ও সাময়িক পত্রে মুদ্রিত হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে শাখা-পরিষদের পক্ষ হইতে পরিষদের গৃহনির্ম্মাণের জন্য সাহায্যপ্রার্থী হইয়া কাশিমবাজারের মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে, সি, আই, ই বাহাদুর ও দিনাজপুরের মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ রায় বাহাদুরের নিকট যাওয়া হইয়াছিল। ভূমি সংগৃহীত হইলে, কাশিমবাজারের মহারাজা একটি হল নির্ম্মাণের সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। দিনাজপুরের মহারাজ বাহাদুরও যথোচিত সাহায্য করিতে সম্মত হইয়াছেন। বেনারস মিউনিসিপালিটীর এক্জিকিউটিভ অফিসার রায় শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকুমার মুখোপাধ্যায় বি এ বাহাদুর ও কাশী নরেশের প্রাইভেট সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত ললিতবিহারী সেন রায় বি এ, মহোদয় ভূমিসংগ্রহের ভার লইয়াছেন। কাশীর সুদূর প্রবাসে যদি একটি বঙ্গ-সাহিত্য-মন্দির নির্ম্মিত হয়, তবে বাঙ্গালীদিগের পক্ষে তাহা সামান্য গৌরবের বিষয় নহে। এ জন্য বাঙ্গালীমাত্রের নিকট শাখা পরিষৎ সাহায্য কামনা করিতেছে।

আলোচ্য বর্ষে আয়—১২৯।/০, ব্যয়—৮৭৸০, উদ্বৃত্ত—৪২/০।

শ্রীহরিহর শাস্ত্রী

সম্পাদক।

গৌহাটী শাখা, ১২শ বর্ষ—১৩২৭

দেশময় অশান্তির দরুণ এই শাখা-পরিষদের কার্য্যের অনেক হানি হইয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে মাত্র তিনটি সাধারণ অধিবেশন হইয়াছিল।

প্রথম অধিবেশন (১৪ই ভাদ্র) ১৩২৭।

১ম প্রবন্ধ—'কবিবল্লভের রসকদম্ব (৩)'—লেখক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ।

২য় প্রবন্ধ—'শিক্ষা ও রবীন্দ্রনাথ'—লেখক শ্রীযুক্ত সারদাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, বি টি

২য় অধিবেশন, ১৩ই অগ্রহায়ণ—১৩২৭।

১ম প্রবন্ধ—'টেকচাঁদ ও বাঙ্গালা সাহিত্য (১)'—লেখক শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ।

২য় প্রবন্ধ—'কবিবল্লভের রসকদম্ব (৪)'—লেখক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ।

৩য় অধিবেশন,—২১ শে চৈত্র—১৩২৭।

১ম প্রবন্ধ—'কামরূপে কোচ রাজকীর্ত্তি'—লেখক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম্ এ।

২য় প্রবন্ধ—'স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার পুরাণ কথা'—লেখক শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ সেন।

শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদক।

মেদিনীপুর শাখা, ৮ম বর্ষ—১৩২৭

অন্যান্য বর্ষের ন্যায় গত বৎসরেও বার্ষিক অধিবেশনের উৎসব যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছে। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন এবং পরে শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বড়ুয়া ডি লিট্ মহোদয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত কবিতা ও প্রবন্ধ পঠিত হয়,—

১। জাতীয় জীবন গঠনে মাতৃভাষার অনুশীলন—		শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দাস।
২। আবেদন (কবিতা)—	পণ্ডিত	,, ভুবনচন্দ্র কাব্যতীর্থ।
৩। শকুন্তলা-চরিত্রে কালিদাস—		,, ক্ষীরোদনাথ শাস্ত্রী এম্ এ।
৪। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন—		,, ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্ এ, বি এল্
৫। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র—	কবিরাজ	,, শ্যামাপ্রসন্ন সেনগুপ্ত।

এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সরকার এম্ এ মহাশয় "বাঙ্গালী আত্মবিস্মৃত জাতি" বিষয়ে এক বক্তৃতা করেন।

গত বৎসর পরিষদের পক্ষ হইতে একটিস্বুবর্ণ ও ৪টি রৌপ্য-পদক ঘোষিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত হেমকমল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্বর্ণপদক পাইয়াছেন। রৌপ্যপদক কেহই প্রাপ্ত হন নাই। এ বৎসর পরিষদের পক্ষ হইতে ৫টি রৌপ্যপদক ঘোষিত হইয়াছে। স্বর্গীয় রায়কৃষ্ণচন্দ্র প্রহরাজ বাহাদুরের একখানি তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সদস্য সংখ্যা—গতবর্ষে ১৩০, আলোচ্য বর্ষে—১৪৯। সভাপতি—রাজা শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র দেও ধবলদেব বি এ। সহকারী সভাপতি—শ্রীযুক্ত মনীষিনাথ বসু সরস্বতী এম্ এ, বি এল্। এবং শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মিত্র বি এল্। সম্পাদক—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এল্। সহকারী সম্পাদক—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দাস এবং শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দে। গ্রন্থাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত ব্রজমাধব রায়, এবং শ্রীযুক্ত শ্রীধরনাথ চক্রবর্ত্তী। হিসাব-পরীক্ষক—শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দাশগুপ্ত এম্ এ, বি এল্, এবং শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মিত্র বি এল্।

আলোচ্য-বর্ষে মোটের উপর ৭০টি অধিবেশন হইয়াছে। সাপ্তাহিক অধিবেশন—৪১, মাসিক—৬, বিশেষ—২, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি—৬, অভ্যর্থনা—৩, প্রবন্ধ-নির্ব্বাচন—৯, নাট্য-সমিতি—২, মন্দির-নির্ব্বাচন—১।

প্রবন্ধপাঠ, সংরক্ষণ ও প্রকাশ—গতবর্ষে—১১০, আলোচ্য-বর্ষে—১১৫। গ্রন্থাগারের পুস্তক-সংখ্যা গতবর্ষে—৫৬৯। আলোচ্য-বর্ষে—৭২৬। শাখা এ বৎসর অনেক সহৃদয় ব্যক্তির নিকট হইতে পুস্তক উপহার পাইয়াছে। গতবর্ষে ৩০খানি পুথি সংগৃহীত হইয়াছিল। আলোচ্য-বর্ষে বিশেষ চেষ্টা করিয়াও এ বিষয়ে সকলকাম হইতে পারা যায় নাই।

আলোচ্য-বর্ষে আয়—৩৪২৮৴১৭॥০, ব্যয় ২৬৪৴১০; উদ্বৃত্ত—৮৫৮৴৭॥০।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
সম্পাদক।

কাল্না শাখা—১৩২৭

সভাপতি— শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র সেন এম্ এ, পরে
শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পরে
শ্রীযুক্ত ললিতকুমার সেন এম্ এ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্।

সহকারী সভাপতি—
শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, "পল্লীবাসী" সম্পাদক।

সম্পাদক— ৺ ডাঃ উপেন্দ্রনাথ নাগ এল্ এম্ এস্।
শ্রীযুক্ত শৈলেশনাথ মুখোপাধ্যায় বি এ, সার্কেল অফিসার।

সহযোগী সম্পাদক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপেন্দুভূষণ কাব্যতীর্থ বিদ্যাবিনোদ।

সদস্য-সংখ্যা—২০, অধিবেশন সংখ্যা—৬

প্রবন্ধ—(ক) "বৃত্রসংহার কাব্যের কথা"—ডাঃ শ্রীযুক্ত দুর্গাপদ তা বিদ্যারত্ন।

(খ) "কাল্না মহকুমার পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে দু' এক কথা"—শ্রীযুক্ত শৈলেশনাথ মুখোপাধ্যায় বি এ।

(গ) "ভারতীয় জনপদসমূহের নামকরণ রহস্য"—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপেন্দুভূষণ কাব্যতীর্থ বিদ্যাবিনোদ।

(ঘ) "মীরহাট বা মিহিরহট"—শ্রীযুক্ত অমূল্যধন ভট্টাচার্য্য বি এ।

(ঙ) "টাইফয়েড রোগের বিবরণ"—ডাঃ পি নন্দী এম্-বি।

(চ) "বৃত্র সংহারে দধীচি-চরিত্র"—ডাঃ শ্রীযুক্ত দুর্গাপদ তা বিদ্যারত্ন।

(ছ) "সাহিত্যসৃষ্টি ও প্রচার"—শ্রীযুক্ত নির্ম্মলপদ চট্টোপাধ্যায় বি এ।

(জ) "টলষ্টয়ের শিক্ষা"—শ্রীযুক্ত নির্ম্মলপদ চট্টোপাধ্যায় বি এ।

শাখা-পরিষৎ মহকুমার একটী ইতিহাস-সঙ্কলনে অনেকদিন হইতেই সঙ্কল্প করিয়াছেন; নূতন সম্পাদক শৈলেশ বাবু উপাদান সংগ্রহে গত বৎসর যথেষ্ট কার্য্যকারিতা দেখাইয়াছেন। স্থানীয় মেডিকেল মিশনের সেক্রেটারী রেভাঃ রায়রী এম্ এ মহাশয় ইতিহাস-রচনায় সাহায্য করিয়াছেন। বর্ত্তমান বৎসর হইতে পরিষদের যত্নে বিশেষজ্ঞগণ কর্ত্তৃক বিশেষ বিশেষ বিষয়ে বক্তৃতা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। সাময়িক আন্দোলনে অধিকাংশ কর্ম্মী সভ্য মনোনিবেশ করাতে পরিষদের কার্য্যে অনেক বাধা পড়িতেছে।

শ্রীগোপেন্দুভূষণ বিদ্যাবিনোদ
সহযোগী সম্পাদক।

মীরাট শাখা—১৩২৭

১। সভাপতি—ডাক্তার শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মিত্র, এল্ আর সি পি, সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রাজকিশোর রায়। সাধারণ-সদস্যসংখ্যা—১৭; সাধারণ অধিবেশন সংখ্যা—৩।

২। প্রবন্ধ পাঠ—(ক) শিল্প ও শিল্পী—শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বি এ।

(খ) অনুলোম বিবাহের উৎপত্তি
(গ) উপাধি রহস্য— } শ্রীললিতমোহন রায়।

বর্ত্তমানে এখানে উদীয়মান যুবকবৃন্দের উৎসাহ-অভাবে "শাখা-পরিষৎ" বড়ই মন্দগতিতে চলিতেছে। আশা করি, তাঁহারা উৎসাহ দানে মাতৃভাষার মন্দিরটিকে বজায় রাখিবার চেষ্টা করিবেন।

শ্রীললিতমোহন রায়
সহকারী সম্পাদক।

নদীয়া শাখা—১৩২৭

গত ১৩২৭ বঙ্গাব্দে সর্ব্বসমেত দশটি অধিবেশন হয়, তন্মধ্যে একটি বিশেষ অধিবেশন ছিল। মহারাজা শ্রীযুক্ত ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুর, রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্ন্যাল বাহাদুর এম্ বি, ও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ বি এ মহাশয়গণ অধিবেশনগুলির সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন।

অধিবেশনগুলিতে পঠিত প্রবন্ধ—

১। বৌদ্ধধর্ম্ম ও দক্ষিণ দ্বীপমালা—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার এম্ এ (শান্তিনিকেতন)।

২। সাহিত্যে স্বাস্থ্যরক্ষা, ১ম, ২য় ও ৩য় প্রস্তাব—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ বি এ।

৩। দ্বিজেন্দ্রলাল ও বঙ্গসাহিত্য—(জনৈক ছাত্র)।

৪। মানবের চিন্তাশক্তি—শ্রীযুক্ত সূর্য্যেন্দুপ্রসাদ শর্ম্মা।

৫। কালিদাসের উপমা—শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এল্।

৬। শারদোৎসব—শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল্ (অন্যতম সম্পাদক)।

৭। শিবাজী (সমালোচন)—(জনৈক ছাত্র)।

৮। কৃষ্ণপ্রেম ও মহাভাব—(অজ্ঞাতনামা লেখক)।

৯। আগমনী—(জনৈক ছাত্র)।

১০। "বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়"—ঐ।

১১। বাংলার কাব্যকুঞ্জে দু'টি নূতন সুর—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সরকার এম্ এ।

১২। মানবের রাজনৈতিক জীবনের শৈশবকাল—শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার এম্ এ।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার
সহকারী সম্পাদক।

উত্তরপাড়া (হুগলী) শাখা—১৩২৭

সভাপতি—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং সম্পাদক শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়। সদস্য সংখ্যা—৪৮, পুস্তক সংখ্যা—১৩১৭।

নিম্নলিখিত সাময়িক ও দৈনিক পত্রিকাগুলি লওয়া হইয়াছিল,—(১) প্রবাসী, (২) মানসী ও মর্ম্মবাণী, (৩) অর্চ্চনা, (৪) ব্রহ্ম-বিদ্যা, (৫) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, (৬) বিজলী, ও (৭) হিন্দুস্থান।

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ এম্ এ (কলিকাতা), সম্পাদক—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ (কলিকাতা), শ্রীযুক্ত হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় (বালী), শ্রীযুক্ত আশুতোষ দত্ত

বি-এস্ সি (লাহোর), ও শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় পুস্তকাগারে পুস্তক উপহার প্রদান করিয়াছেন।

গত বর্ষের পুরস্কার-প্রাপ্ত রচনা, "উত্তরপাড়া—অতীত ও বর্ত্তমান", "উত্তরপাড়া বিবরণ" নামে সচিত্র হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার প্রকাশের যাবতীয় ব্যয়ভার জনৈক সহৃদয় সদস্য বহন করিয়া কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। প্রকাশিত পুস্তকের একখণ্ড করিয়া মূল ও সকল শাখা-পরিষৎগুলিকে প্রদানের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে উল্লেখযোগ্য সাধারণ অধিবেশন হয় নাই।

শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র সরকার নামক জনৈক দুঃস্থ ছাত্রকে তাহার পাঠ্যপুস্তকগুলি খরিদ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

আয়—১২৭।৵৯, ব্যয় ১২৩৷৶৯ এবং উদ্বৃত্ত ৩৮৵০।

শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক।

কটক শাখা—১৩২৭

১। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি পরিষৎপতি ছিলেন ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভূপতিভূষণ মুখোপাধ্যায় এম্-এ, বি এল্ ব্যবহর্ত্তা ছিলেন।

২। বর্ষশেষে সদস্যসংখ্যা ১০২ ছিল, তন্মধ্যে মহিলা-সদস্য ১৮ জন ছিলেন। চিরমিত্র সংখ্যা ৫, পরিষৎপোষ্টা—১। এই পরিষদের বিশিষ্ট, অধ্যাপক, সহায়ক-সদস্যের শ্রেণী-বিভাগ নাই।

৩। এই বর্ষে ৭টি সাধারণ ও ৩টি বিশেষ সমাগম হইয়াছিল।

প্রবন্ধ-পাঠ।—

(ক) "সাহিত্য ও তাহার বিচার"—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর রায় এম্ এ, বি এল্।

(খ) "যশোহরের প্রতাপাদিত্য"—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম্ এ, পি আর এস্।

(গ) "সাহিত্যের লক্ষ্য"—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার বি এল্।

(ঘ) "উৎকলীয় উপাধি-তত্ত্ব"—শ্রীসতীন্দ্রনারায়ণ রায় এম্ এ, বি এল্।

(ঙ) "প্রাচীন গ্রন্থের কাল-নিরূপণ"—রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি। এতদ্ব্যতীত তিনটি সান্ধ্য-সম্মিলন হইয়াছিল। ৩য় সমাগমে দুইখানি ওড়িয়া অক্ষরে লিখিত প্রাচীন বাঙ্গালা পুথি ও কয়েকটি প্রাচীন মুদ্রা প্রদর্শিত হইয়াছিল।

৪। পরিষৎ ফেলিতগিরির বৌদ্ধ বিহারাদির ইতিবৃত্ত সঙ্কলন করিতেছেন ও সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন ওড়িয়া কবি দীনকৃষ্ণ দাসের "রসকল্লোল" বাঙ্গালায় অনুবাদ করিবার আয়োজন করিতেছেন।

৫। আয় মোট ৪০৭৵০, ব্যয় মোট ৩০৪।৵০, উদ্বৃত্ত ১০২৸০।

শ্রীভূপতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
ব্যবহর্ত্তা।

১৩২৭ বঙ্গাব্দের বিভিন্ন শাখার সভ্যগণের নাম

সাহিত্য-শাখার সভ্যগণ।

১। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি (সভাপতি), ২। শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম্ এ, ৩। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, ৪। শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, ৫। শ্রীযুক্ত মৌলবী আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ, ৬। শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন বি এল্, ৭। শ্রীযুক্ত ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী এম্ এ, বি এল্, ৮। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ, ৯। শ্রীযুক্ত জলধর সেন, ১০। শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, ১১। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ, ১২। শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, ১৩। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, ১৪। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, ১৫। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ, ১৬। শ্রীযুক্ত রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন বি এ, ১৭। শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, ১৮। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী বি এ, ১৯। মৌলভী মহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এম্ এ, বি এল্, ২০। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ২১। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু বি এ, ২২। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ (আহ্বানকারী)। এতদ্ব্যতীত পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক।

দর্শন-শাখার সভ্যগণ।

১। ডাঃ শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল (সভাপতি), এম্ এ, পি এচ্ ডি, ২। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ, ৩। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, বি এল্, ৪। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্, ৫। শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ৬। শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার মৈত্র এম্ এ, ৭। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ৮। শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য, ৯। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ, ১০। ডাক্তার শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রশেখর বসু এম্ বি, এম্ এস্ সি। ১১। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সিংহ এম্ এ, ১২। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ, (আহ্বানকারী), এতদ্ব্যতীত পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক।

বিজ্ঞান-শাখার সভ্যগণ।

১। ডাক্তার স্যর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় (সভাপতি), ২। রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর রাসায়নাচার্য্য এম্ বি, এফ্ সি এস্, আই এস্ ও, ৩। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু এম্ এ, এফ্ আর এস্ (লণ্ডন), এফ্ সি এস্, ৪। ডাক্তার শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্ সি (এডিন), এফ্ আর এস্ ই, ৫। ডাক্তার শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্ বি, এম্ এস্ সি ৬। মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন এম্ এ, এল্ এম্ এস্, ৭। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ৮। শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ৯। ডাক্তার শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এম্ এ, পি এইচ্ ডি, ১০। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার মজুমদার এম্ এ, ১২। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র নাগ এম্ এ, ১৩। শ্রীযুক্ত জগদিন্দু রায়। ১৪। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র নাগ এম্ এ, ১৫। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র

ভট্টাচার্য্য এম্ এ, ১৬। রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুর এম্ এ, ১৭। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ, (আহ্বানকারী) ; এতদ্ব্যতীত পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক।

ইতিহাস-শাখার সভ্যগণ।

১। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু (সভাপতি) ২। কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্ এ, ৩। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বি এ, ৪। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এম্ এ, বি এল্, সি আই ই, ৫। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন এম্ এ, ৬। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ, ৭। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, ৮। শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল্, ৯। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র বি এ, ১০। শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য এম্ এ, ১১। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র এম্ এ, ১২। কুমার শ্রীযুক্ত মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, ১৩। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ১৪। কুমার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা এম্ এ, বি এল্, ১৫। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, ১৬। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম্ এ, ১৭। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম্ এ, ১৮। ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ডি এস্‌সি, ১৯। শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই, (আহ্বানকারী) এতদ্ব্যতীত পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক।

পুস্তকালয়-সমিতির সভ্যগণ।

১। শ্রীযুক্ত পশুপতিনাথ দেব, ২। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রুদ্র এম্ এ, ৩। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায়, ৪। শ্রীযুক্ত গোকুলচাঁদ বড়াল, ৫। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন এম্ এ, ৬। শ্রীযুক্ত ডাঃ অঘোরনাথ ঘোষ এম্ বি, ৭। শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, ৮। শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, ৯। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, ১০। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, ১১। মৌলভী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এম্ এ, বি এল্, ১২। পরিষদের সভাপতি, ১৩। পরিষদের সম্পাদক, ১৪। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র এম্ এ, পি আর এস্ (গ্রন্থাধ্যক্ষ ও আহ্বানকারী)।

ছাপাখানা-সমিতির সভ্যগণ।

১। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ, ২। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ, ৩। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ, ৪। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, ৫। শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রসাদ দত্ত, ৬। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, ৭। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র এম্ এ, বি এল্, ৮। শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, বি এল্, ৯। শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, ১০। শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, ১১। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন বি এ, ১২। পরিষদের সভাপতি, ১৩। পরিষদের সম্পাদক, ১৪। শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ (সরকারী সম্পাদক ও ছাপাখানা সমিতির সম্পাদক)।

চিত্রশালা-সমিতির সভ্যগণ।

শ্রীযুক্ত কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা এম্ এ, বি এল্, ২। শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ লাহা, ৩। শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি, ৪। শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্ সি, ৫। শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চাক্‌লাদার এম্ এ, ৬। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারি বিদ্যাবিনোদ,

৭। শ্রীযুক্ত ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, পি এচ্ ডি, ৮। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ, ৯। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, ১০। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বি এ, ১১। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, ১২। পরিষদের সভাপতি, ১৩। পরিষদের সম্পাদক, ১৪। শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই, ও (চিত্রশালাধ্যক্ষ আহ্বানকারী)।

আয়-ব্যয়-সমিতির সভ্যগণ।

১। শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি এল্, ২। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দে বি এ, ৩। শ্রীযুক্ত জহরলাল সিংহ, ৪। শ্রীযুক্ত আমোদকৃষ্ণ বাগচী, ৫। শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সেন এম্ এ, ৬। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ৭। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্, ৮। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ, ৯। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, ১০। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ, ১১। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১২। পরিষদের সভাপতি ১৩। পরিষদের সম্পাদক, ১৪। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ (সহকারী সম্পাদক ও আহ্বানকারী)।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে প্রাপ্ত সাময়িক পত্রাদি

দৈনিক

১। The Amrita Bazar Patrika
২। The Bengalee.
৩। The Calcutta Exchange Gazette.
৪। The Indian Mirror.
৫। The Herald.
৬। Liberty.
৭। হিন্দুস্থান

ত্রৈবাসরিক

১। The Hindoo Patriot.

সাপ্তাহিক

১। The Calcutta Gazette.
২। The Gazette of India.
৩। The Mussalman.
৪। The Patent Office Notification.
৫। The Telegraph.
৬। The World and the New Dispensation.
৭। এডুকেশন গেজেট
৮। কল্যাণী
৯। খুলনা
১০। খুলনা-বাসী
১১। গৌড়-দূত
১২। চারুমিহির
১৩। চুঁচুড়া-বার্ত্তাবহ
১৪। জাগরণ
১৫। ঢাকা-প্রকাশ
১৬। নব-সঙ্ঘ
১৭। নীহার
১৮। নোয়াখালি-সম্মিলনী
১৯। পল্লীবাসী
২০। পয়গাম
২১। পুরুলিয়া-দর্পণ
২২। প্রতিজ্ঞা
২৩। প্রসূন
২৪। প্রেমপুষ্প
২৫। ফরিদপুর-হিতৈষিণী
২৬। বঙ্গবাসী
২৭। বঙ্গরত্ন
২৮। বরিশাল-হিতৈষী
২৯। বর্দ্ধমান-সঞ্জীবনী

৩০। বসুমতী
৩১। বাঁকুড়া-দর্পণ
৩২। বার্ত্তাবহ
৩৩। বিজলী
৩৪। বিশ্ববার্ত্তা
৩৫। বীরভূম-বার্ত্তা
৩৬। বীরভূম-বাসী
৩৭। মালদহ-সমাচার
৩৮। মেদিনীপুর-হিতৈষী
৩৯। মেদিনী-বান্ধব
৪০। মোহাম্মদী
৪১। রত্নাকর
৪২। রায়ত
৪৩। শিক্ষাসমাচার
৪৪। সঞ্জয়
৪৫। সঞ্জীবনী
৪৬। সময়
৪৭। সুরমা
৪৮। স্বরাজ
৪৯। হিতবাদী
৫০। হিন্দুরঞ্জিকা

পাক্ষিক

১। The Collegian.
২। তত্ত্বকৌমুদী
৩। Manbhum.
৪। ধর্ম্মতত্ত্ব
৫। প্রবর্ত্তক
৬। সম্মিলনী

মাসিক পত্রিকা

১। American Anthropologist.
২। The Central Hindu College Magazine.
৩। Devalaya Review.
৪। Industry.
৫। Monthly Labor Review.
৬। The Ripon College Magazine.
৭। St. Columbus College Magazine.
৮। The Vedanta Kesari.
৯। Journal of the North China Branch of the Royal Asiatic Society.
১০। Journal & Proceedings of the Asiatic Society of Bengal.
১১। The Arya.
১২। The Mahamandal Magazine.
১৩। Calcutta Medical Journal.
১৪। Indian Medical Record.
১৫। The Dacca Review ও সম্মিলন
১৬। অর্চ্চনা
১৭। আঙুর
১৮। আয়ুর্ব্বেদ
১৯। আর্য্যপ্রভা
২০। আল্-এস্লাম্
২১। আলোচনা
২২। ইসলাম্ দর্শন
২৩। উৎসব
২৪। উদ্বোধন
২৫। উপাসনা
২৬। কাদম্বরী
২৭। কায়স্থ-পত্রিকা
২৮। কায়স্থ-সমাজ
২৯। কৃষক
৩০। কৃষি-সম্পদ
৩১। চৈতন্যচন্দ্রিকা (হিন্দী)
৩২। চিকিৎসা-প্রকাশ
৩৩। জগজ্জ্যোতিঃ
৩৪। জন্মভূমি
৩৫। তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা
৩৬। তত্ত্বমঞ্জরী
৩৭। তাম্বুলী পত্রিকা
৩৮। তাম্বুলী-সমাজ
৩৯। তিলি-সমাচার

৪০। ত্রিশূল
৪১। দিনাজপুর পত্রিকা
৪২। ধর্ম্মপ্রচারক
৪৩। নবযুগ
৪৪। নব্যভারত
৪৫। নারায়ণ
৪৬। পরিচারিকা
৪৭। পল্লীবাণী
৪৮। প্রচারক
৪৯। প্রজাপতি
৫০। প্রতিভা
৫১। প্রবাসী
৫২। বঙ্গনূর
৫৩। বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা
৫৪। বামাবোধিনী পত্রিকা
৫৫। বৈশ্য-পত্রিকা
৫৬। ব্রহ্মবাদী
৫৭। ব্রহ্মবিদ্যা
৫৮। ব্রাহ্মণসমাজ
৫৯। ভক্তি
৬০। ভারতবর্ষ
৬১। ভারতী
৬২। মানসী ও মর্ম্মবাণী
৬৩। মালঞ্চ
৬৪। মাহিষ্য-সমাজ
৬৫। মোসলেম ভারত
৬৬। যমুনা
৬৭। যোগিসখা
৬৮। লক্ষ্মী (হিন্দী)
৬৯। শিক্ষক
৭০। শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবক
৭১। শ্রীসজ্জন-তোষিণী
৭২। সবুজপত্র
৭৩। সন্দেশ
৭৪। সরস্বতী (হিন্দী)
৭৫। সাহিত্য-সংবাদ
৭৬। সাহিত্য-সংহিতা
৭৭। সুবর্ণবণিক্-সমাচার
৭৮। সেবক
৭৯। সেবা
৮০। সৌরভ
৮১। স্বাস্থ্য-সমাচার
৮২। স্বার্থ (হিন্দী)
৮৩। সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

দ্বৈ-মাসিক

১। প্রভাতী
২। Museum of Fine Arts Bulletin.

ত্রৈমাসিক

১। ভূমিলক্ষ্মী
২। সংস্কৃত-ভারতী
৩। Indian Academy of Art.
৪। নাগরী প্রচারিণী পত্রিকা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

সপ্তবিংশ সাংবৎসরিক কার্য্যবিবরণ।

বর্ত্তমান ১৩২৮ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সপ্তবিংশ বর্ষ অতিক্রম করিয়া অষ্টাবিংশ বর্ষে পদার্পণ করিল।

আলোচ্য-বর্ষে পরিষদের নিম্নোক্ত তিন জন মাত্র বান্ধব ছিলেন। দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমান বর্ষে কেহই এই পদ গ্রহণ করেন নাই। নাড়াজোলের সহৃদয় রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁ বাহাদুর পরিষদের নবগৃহপ্রতিষ্ঠার দিন উপস্থিত হইয়া ৫০০০৲ টাকা স্থায়ি-ভাণ্ডারে দিবার প্রতিশ্রুতি জানাইয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, রাজা বাহাদুর অকালে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার জীবদ্দশায় নানা অসুবিধায় তিনি তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়া যাইতে পারেন নাই। আমরা আশাকরি, তাঁহার উপযুক্ত পুত্র নাড়াজোলের কুমার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রলাল খাঁ এম্ এল্ সি বাহাদুর তাঁহার পিতার ন্যায় পরিষদের একজন অকৃত্রিম সুহৃদ্ মধ্যে গণ্য হইবেন এবং স্বর্গগত পিতার প্রতিশ্রুত অর্থ-সাহায্য প্রদান করিয়া পরিষৎকে চিরঋণে আবদ্ধ করিবেন। বর্ষশেষে এই তিন জন পরিষদের বান্ধব ছিলেন,—মহারাজ স্যর শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর, মহারাজাধিরাজ স্যর শ্রীযুক্ত বিজয়চাঁদ মহাতাব বাহাদুর এবং রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর।

বান্ধব

আলোচ্য-বর্ষের প্রারম্ভে পরিষদের সদস্যসংখ্যা এইরূপ ছিল:—বিশিষ্ট—৮, আজীবন—৭, অধ্যাপক—৩, মৌলবী—০, সহায়ক—২০, সাধারণ—২০৮১ (কলিকাতা—১০৫২ ও মফস্বল ১০২৯) মোট—২১১৯।

সদস্য

(ক) বিশিষ্ট-সদস্য—আলোচ্য-বর্ষের প্রারম্ভে ৮ জন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। বর্ষমধ্যে কতিপয় সদস্য নিয়মানুসারে ৬ জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যসেবীকে বিশিষ্ট-সদস্যরূপে নির্ব্বাচনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু যতগুলি ভোট পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে নিয়মানুসারে কেহই বিশিষ্ট-সদস্য নির্ব্বাচিত হইতে পারেন নাই।

(খ) আজীবন-সদস্য—আলোচ্য-বর্ষের প্রারম্ভে পরিষদের ৭ জন আজীবন-সদস্য ছিলেন। দুঃখের বিষয়, বর্ষের শেষভাগে মহানুভব স্যর রাসবিহারী ঘোষ মহাশয়ের পরলোকগমনে আজীবন-সদস্যের সংখ্যা ৬ হইয়াছে। তিনি স্থায়ী ধনভাণ্ডারে ২০০০৲ টাকা দান করিয়াছিলেন। নিয়মানুসারে পরিষদের স্থায়ী ধনভাণ্ডারে যিনি এককালে ৫০০৲ টাকা দিবেন, তিনি পরিষদের আজীবন সদস্যশ্রেণীভুক্ত হইবেন। বঙ্গদেশে এককালে ৫০০৲ টাকা দিয়া এই পদ গ্রহণ করিতে সমর্থ এইরূপ মহানুভব ব্যক্তির অভাব নাই। পরিষৎ আশা করেন যে, এই শ্রেণীর সদস্যসংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে।

(গ) অধ্যাপক-সদস্য—আলোচ্য-বর্ষের প্রথমে মাত্র তিন জন অধ্যাপক সদস্য ছিলেন। বর্ষমধ্যে কাশীর দর্শন-চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক 'ন্যায়দর্শন'-গ্রন্থ-সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় অধ্যাপক-সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। আর একটি অধ্যাপক-সদস্য-নির্ব্বাচনের প্রস্তাব আসিয়াছে। অদ্যকার সভায় তাঁহার নির্ব্বাচন সংবাদ বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। অতএব বর্ষশেষে পরিষদের অধ্যাপক-সদস্যের সংখ্যা ৪ হইল।

(ঘ) মৌলবী-সদস্য—দুঃখের বিষয়, পরিষৎ এপর্য্যন্ত একটিও মৌলবী-সদস্য-লাভে সমর্থ হন নাই। আলোচ্য-বর্ষে মৌলবী-সদস্য নির্ব্বাচনের নিয়মে কিছু পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। বঙ্গদেশে শিক্ষিত বাঙ্গালী মুসলমানের সংখ্যা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর নহে। তাঁহাদের মধ্যে বঙ্গভাষায় অনুরাগী মাদ্রাসায় শিক্ষাপ্রাপ্ত লব্ধপ্রতিষ্ঠ মৌলবীর সংখ্যাও কম নহে। বড়ই পরিতাপের বিষয়, বর্ষে বর্ষে এই বার্ষিক কার্য্যবিবরণীতে সম্পাদক এই অভাবের বিষয় উল্লেখ-পূর্ব্বক আক্ষেপ করিয়া আসিতেছেন, তথাপি মুসলমান ভ্রাতৃগণ পরিষদের প্রতি যথেষ্ট সানুগ্রহ-দৃষ্টিপাত করিতে বিরত রহিয়াছেন। তাঁহাদের স্মরণ করা উচিত যে, বঙ্গবাণীর সেবায় হিন্দু-মুসলমান-নির্ব্বিশেষে সকল বাঙ্গালীরই সমান অধিকার।

(ঙ) সহায়ক-সদস্য—আলোচ্য বর্ষের প্রারম্ভে পরিষদের ২০ জন সহায়ক-সদস্য ছিলেন। তন্মধ্যে অদ্য বার্ষিক অধিবেশনে ৩ জনের স্থিতিকাল শেষ হইবে নূতন সদস্য নির্ব্বাচন ও পুরাতন সদস্যগণকে পুনর্নির্ব্বাচন অদ্যকার সভায় বিজ্ঞাপিত হইয়াছে।

সহায়ক-সদস্যগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। তিনি বহুমূল্য সময় ব্যয় করিয়া পরিষদের কয়েকটি অত্যাবশ্যক কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়া পরিষৎকে বিশেষভাবে উপকৃত করিয়াছেন। আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও রায় শরচ্চন্দ্র দাশ বাহাদুরের স্মৃতি-সভার সম্পাদকরূপে, ব্যোমকেশ-পারিবারিক-ভাণ্ডারের ও আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী-স্মৃতি-ভাণ্ডারের ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মূর্ত্তি-নির্ম্মাণ-ভাণ্ডারের সহকারী সম্পাদকরূপে কার্য্য করিতেছেন। তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমে ও কার্য্যকুশলতায় আলোচ্য-বর্ষে ঐ সকল স্মৃতি-ভাণ্ডারে বহু অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তাঁহারই চেষ্টায় ও যত্নে ৺গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-তহবিলে বর্ষে বর্ষে ৫০৲ টাকা করিয়া পাওয়া যাইতেছে। আশা করা যায় যে, পরিষদের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম অনুরাগের ফলে ঐ সকল স্মৃতিরক্ষার কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে। তাঁহার নিকট পরিষৎ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

এতদ্ব্যতীত প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়গণ পরিষদের অল্প-বিস্তর কার্য্য করিয়া পরিষদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত রাখালবাবু পরিষৎ-পত্রিকার সূচি প্রস্তুত-কার্য্যে লিপ্ত আছেন।

দুঃখের বিষয়, আলোচ্য-বর্ষে অন্যান্য সহায়ক-সদস্যের নিকট পরিষৎ আশানুরূপ সাহায্য পান নাই। আশা করি, আগামী বর্ষে তাঁহারা পরিষদের কার্য্যে আশানুরূপ সাহায্য করিবেন।

(চ) সাধারণ-সদস্য—(১) আলোচ্য-বর্ষের প্রারম্ভে ১০৫২ জন কলিকাতা-

বাসী সদস্য ছিলেন। তন্মধ্যে ৩৫ জনের নাম পদত্যাগ ও চাঁদা অনাদায় হেতু বাদ দেওয়া হইয়াছে এবং ২০ জনের পরলোক-প্রাপ্তি ঘটিয়াছে ও ৯১ জন কলিকাতাবাসী নূতন, সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন। কলিকাতা হইতে ১৪ জন মফস্বলে গিয়াছেন, এবং ১৫ জন মফস্বলের সদস্য কলিকাতায় আসিয়াছেন। এইরূপে বর্ষশেষে কলিকাতাবাসী সদস্য-সংখ্যা ১০৮৯ হইয়াছে।

(২) বর্ষারম্ভে ১০২৯ জন মফস্বলের সদস্য ছিলেন। তন্মধ্যে একজন অধ্যাপক-সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, পদত্যাগ ও চাঁদা অনাদায় হেতু ১৮ জনের নাম তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে, ১৪ জনের মৃত্যু হইয়াছে এবং ২৮ জন নূতন সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন। ১৪ জন কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন এবং ১৫ জন কলিকাতায় গমন করিয়াছেন। এই সকল পরিবর্ত্তনাদির পর বর্ষশেষে মফস্বলের সদস্য-সংখ্যা ১০২৩ হইয়াছে।

কলিকাতাবাসী ১০৮৯ জন সদস্যের মধ্যে ১১৬ জন ও মফস্বলবাসী ১০২৩ জন সদস্যের মধ্যে ১৮৫ জন দুই বৎসরের অধিককাল মোটেই চাঁদা দিতেছেন না। এই জন্য ৪২ (ঘ) নিয়মানুসারে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি তাঁহাদের নামে পত্রিকাদি প্রেরণ বন্ধ রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক রীতিমত চাঁদা দিবার ব্যবস্থা করিলেই পুনরায় পরিষদের সকল অধিকার পূর্ণমাত্রায় পাইবেন। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সবিনয় অনুরোধ যে, তাঁহারা পরিষদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিতে বিমুখ হইবেন না। সদস্যগণের নিকট নিয়মিতভাবে চাঁদাপ্রাপ্তির ভরসায় পরিষৎ বহু কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া নিজ কর্ত্তব্যপালনে অগ্রসর হইয়াছেন। এইটুকু স্মরণ রাখিয়া কার্য্য করিতে তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে অনুরোধ করি।

উপরিলিখিত বিভিন্ন শ্রেণীর সদস্যগণের বিবরণ হইতে দেখা যাইতেছে যে, আলোচ্য-বর্ষের শেষে পরিষদের সদস্য-সংখ্যা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে :—বিশিষ্ট—৮, আজীবন—৬, অধ্যাপক—৪, মৌলবী—০, সহায়ক—২০ এবং সাধারণ-সদস্য ২১১২ (কলিকাতা ১০৮৯ ও মফস্বল ১০২৩), মোট ২১৫০।

পরলোকগত সদস্য

আলোচ্য-বর্ষে পরিষদের একজন আজীবন ও ৩৪ জন সাধারণ সদস্যের পরলোক প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। ইঁহাদের মৃত্যুতে পরিষৎ বিশেষ ক্ষতি বোধ করিতেছেন। পরলোকগত সদস্যগণের পরিবারবর্গকে বর্ষশেষে পুনরায় পরিষদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করা যাইতেছে।

আজীবন সদস্য

১। ডাঃ স্যর রাসবিহারী ঘোষ।

সাধারণ সদস্য

২। ডাঃ অক্ষয়কুমার দত্ত এল্ এম এস্—(কলিকাতা)

৩। অনন্তনারায়ণ সেন—(কলিকাতা)

৪। রায় অভিলাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাহাদুর এম্ এ (কলিকাতা)

৫। উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—(কলিকাতা)

৬। কৃষ্ণলাল চৌধুরী—(মালদহ)

৭। ক্ষেত্রমোহন বসু বি এ,—(কলিকাতা)

৮। খগেন্দ্রনাথ মিত্র বি এল্—(সালখিয়া, হাওড়া)

৯। চন্দ্রভূষণ মৈত্র এম্ এ—(কলিকাতা)

১০। চন্দ্রশেখর সেন ব্যারিষ্টার—(কলিকাতা)

১১। জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়—(রঙ্গপুর)

১২। জগদীশ্বর সিংহ—(কান্দী)

১৩। ডাঃ জে ডি এণ্ডারসন ডি লিট্, এম্ এ, আই সি এস্ (কেম্ব্রিজ)

১৪। রায় নলিনাক্ষ বসু বাহাদুর—(বর্দ্ধমান)

১৫। রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁ বাহাদুর—(নাড়াজোল)

১৬। ফজলার রহমান বি এ,—(বাদুড়িয়া, ২৪ পরগণা)

১৭। বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় বি এল,—(শ্রীরামপুর)

১৮। বিপিনবিহারী চন্দ্র—(উল্‌কুণ্ডা, বীরভূম)

১৯। বিপিনবিহারী সেন এম্ এ, বি এল্—(কলিকাতা)

২০। বোধিসত্ত্ব সেন এম এ, বি এল্—(কলিকাতা)

২১। ভূতনাথ মিত্র—(কলিকাতা)

২২। মাখনলাল মজুমদার—(পাটগ্রাম, জলপাইগুড়ি)

২৩। সজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ—(কলিকাতা)

২৪। রুড়মল গোয়েন্‌কা—(কলিকাতা)

২৫। শশিভূষণ সিংহ—(আলুগ্রাম, মুরশিদাবাদ)

২৬। শান্তনচরণ বিশ্বাস—(হড়া, ব্রাহ্মণগ্রাম, হুগলী)

২৭। সজনীকান্ত সিংহ বি এল্—(কলিকাতা)

২৮। সতীশচন্দ্র ঘোষ বি এল্—(কলিকাতা)

২৯। সতীশচন্দ্র দাস—(ফুলমতী, নাওডাঙ্গা, রঙ্গপুর)

৩০। মহামহোপাধ্যায় ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ, পিএচ্ ডি—(কলিকাতা)

৩১। সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ—(কলিকাতা)

৩২। ডাঃ সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ বি—(কলিকাতা)

৩৩। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি—(কলিকাতা)

৩৪। কর্ণেল সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম ডি—(কলিকাতা)

৩৫। হরিচরণ মিত্র—(কলিকাতা)

মৃত মহাত্মাদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত সদস্যগণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্যঃ—

ডাঃ জে, ডি, এণ্ডারসন ডি লিট্, এম্ এ—বিলাতে বাঙ্গালাভাষা যাহাতে অধিকতর প্রচার হয়, তাহার জন্য তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিতেন। তিনি পরিষদের একজন হিতৈষী বন্ধু ও সদস্য ছিলেন। তিনি পরিচিত বাঙ্গালীদের সহিত বাঙ্গালা ভাষায় পত্র ব্যবহার করিতেন এবং

নিজের নাম গোপন রাখিয়া "ইন্দ্রসেন" এই নাম স্বাক্ষর করিতেন। তিনি ৺বঙ্কিমবাবুর "ইন্দিরা" বইখানি ভাষান্তরিত করেন। Times Literary Supplement-এ তিনি বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে সময়ে সময়ে প্রবন্ধ লিখিতেন। বাঙ্গালা ভাষায় তাঁহার প্রবল অনুরাগ ছিল। বাঙ্গালা সাহিত্যকে তিনি অতি উচ্চ স্থান দিয়াছিলেন।

রাজা নরেন্দ্রলাল খান বাহাদুর—তিনি একজন পরিষদের প্রাচীন ও উৎসাহী সদস্য ছিলেন। পরিষৎ নবগৃহপ্রবেশের দিন যে স্থায়ী ভাণ্ডার খুলিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি ৫০০০৲ টাকা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়া গিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, তিনি উহা দিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি দেশের নানাবিধ সৎকার্য্যে উৎসাহদাতা ছিলেন।

ডাঃ স্যর রাসবিহারী ঘোষ সি এস্ আই, সি আই ই, এম্ এ, ডি এল্—১৮৪৫ খৃঃ বর্দ্ধমানে ইঁহার জন্ম হয়। ব্যবহারজীবিরূপে তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তির বিষয় সর্ব্বজনবিদিত। দেশের মধ্যে প্রকৃত উচ্চশিক্ষার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে তিনি যে দান করিয়াছেন তাহা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তিনি নিজ মাতৃভাষার কথা ভুলিয়া যান নাই। পরিষদের তহবিলে তিনি ২০০০৲ দান করিয়াছিলেন। তিনি পরিষদের বাল্যকাল হইতে ইহার সদস্য ছিলেন। উক্ত টাকা দান করিলে পর, তিনি আজীবন সদস্য হন।

মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পিএচ্ ডি—ফরিদপুরের খানকুলাগ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম কর্ণধারস্বরূপ, বঙ্গ-সাহিত্যের অকৃত্রিম বন্ধু, ও বিবিধ ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি ১৩১৯ হইতে ১৩২৩ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত ৫ বৎসর কাল পরিষদের পত্রিকাধ্যক্ষ ছিলেন। রায় বাহাদুর শরচ্চন্দ্র দাস মহাশয়ের সহযোগে তিনি Tibetan Dictionary সঙ্কলন করেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ন্যায় ও অপরাপর দর্শনশাস্ত্রে, শাস্ত্রজ্ঞানে, বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যের ইতিহাস ও তত্ত্বালোচনায় সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ইংরেজি, পালি, জার্ম্মান, তিব্বতীয় প্রভৃতি ভাষাচর্চ্চায় তিনি বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। কাত্যায়নের পালি ব্যাকরণের সঙ্কলন তিনিই সর্ব্বপ্রথমে প্রকাশ করেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদে বৃত হন। তাঁহার চেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে "সংস্কৃত বোর্ড" স্থাপিত হয়। "সংস্কৃত কন্‌ভেনশন" তাঁহারই অন্যতম কীর্ত্তি। সাহিত্য-পরিষদের প্রতি তাঁহার যথার্থ প্রাণের টান ছিল। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের নবম অধিবেশনে যশোহরে তিনি সভাপতি হইয়াছিলেন। দেশের অনেক সাহিত্যিক অনুষ্ঠানের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিব্বতীয় তেঙ্গুর ও কেঙ্গুর নামক অতিকায় গ্রন্থদ্বয়ের অনুবাদ তাঁহার শেষ কাজ। দুঃখের বিষয়, এই কার্য্য তিনি শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি—'সাহিত্য'-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় বঙ্গসাহিত্যের একজন প্রতিষ্ঠাবান্ ও প্রতিভাশালী লেখক ছিলেন। সরস ও বিশুদ্ধ রচনায়, মাসিক সাহিত্য-সমালোচনায় তিনি যশস্বী ছিলেন। তিনি বঙ্গভাষা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে অনেকের হাতে খড়ি দেন। তিনি সাধু ও সংস্কৃত ভাষায় যেরূপ বক্তৃতা করিতে পারিতেন—বাঙ্গালা ভাষার উপর অসীম অধিকার না থাকিলে, তাহা কেহ পারে না। তিনি অনেক দরিদ্র সাহিত্যিককে সাহায্য করিতেন। তাঁহার প্রাতঃস্মরণীয় মাতামহ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ন্যায় তিনিও অনন্যসাধারণ হৃদয়-

বান্ ব্যক্তি ছিলেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার ঋণ কখনও ভুলিবে না। সাহিত্য-পরিষৎ আজ যে এখানে প্রতিষ্ঠিত ও ভূমিস্থ হইয়াছে তাহার অন্যতম কারণ সুরেশ বাবু। পরিষদের বাল্যজীবনে সুরেশ বাবু অকাতরে পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তিনি প্রায় প্রথমাবধি ইহার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্যরূপে পরিষদের কার্য্য পরিচালনে সাহায্য করিতেন। তিনি বিবিধ সাহিত্যিক অনুষ্ঠানে ও লোকহিতকর কার্য্যে যোগদান করিতেন।

কর্ণেল সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম্ ডি—সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের পরলোকগমনে বঙ্গদেশে একজন মেধাবী ও কর্ম্মী সেবকের অভাব হইল। তিনি পরিষদের একজন প্রকৃত হিতৈষী সদস্য ও বন্ধু ছিলেন। বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে ডাক্তারী শিক্ষা-প্রদানের জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন পাঠাইবার সঙ্কল্প করিয়া পরিষদের যে শাখা-সমিতি ছিল, তিনি তাহার অগ্রণী ছিলেন তিনি দেশের অনেক উপকার করিয়া গিয়াছেন।

পরলোকগত সাহিত্যসেবিগণ

পরিষদের পূর্ব্বোল্লিখিত সদস্যগণ ব্যতীত আলোচ্য-বর্ষে নিম্নলিখিত সাহিত্যসেবিগণের মৃত্যু হইয়াছে—১। ডাঃ উপেন্দ্রনাথ নাগ, ২। কৃষ্ণচন্দ্র কুণ্ডু, ৩। যদুনাথ ভট্টাচার্য্য, ৪। পণ্ডিত হরিদেব শাস্ত্রী, ৫। মনোমোহন গোস্বামী বি এ, ৬। কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন এম্ এ, বি এল্, ৭। দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী।

ষড়্বিংশ বার্ষিক অধিবেশন।

১৩২৭ বঙ্গাব্দের ১৬ই জ্যৈষ্ঠ ষড়্বিংশ বার্ষিক অধিবেশন হয়। সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কতকগুলি প্রাচীন মুদ্রা-প্রদর্শন, ৩ খানি চিত্র-প্রতিষ্ঠা, সহায়ক-সদস্য-নির্ব্বাচন এবং পদক ও পুরস্কারের জন্য লিখিত প্রবন্ধগুলির পরীক্ষার ফল বিজ্ঞাপিত হইলে পর, ২৬শ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হয়। তৎপরে আগামী বর্ষের (২৭শ বর্ষের) আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ পাঠ, কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন ও কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য-নির্ব্বাচন ও কতিপয় সদস্যের পরলোকগমন সংবাদ বিজ্ঞাপিত হয়। তৎপরে ভূতপূর্ব্ব সভাপতি স্তর শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের বিলাতের রয়াল সোসাইটির সভ্য-নির্ব্বাচন-সংবাদে আনন্দ প্রকাশ করা হয়।

সাহিত্যাদি চারি শাখা।

বিগত ১৩২৬ বঙ্গাব্দের শেষভাগে ১৫ই চৈত্র সপ্তদশ বিশেষ অধিবেশনে পরিষদের কতকগুলি অত্যাবশ্যক নিয়ম পরিবর্দ্ধিত, সংশোধিত ও পরিবর্জ্জিত হইয়াছে। পরিবর্দ্ধিত নিয়মের মধ্যে বিশেষভাবে নবগঠিত ৩য় নিয়ম উল্লেখযোগ্য। পরিষদের উদ্দেশ্যসাধনের সহায়তার জন্য সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ও বিজ্ঞান এই চারিটি শাখা-সমিতি গঠনের নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এবং উক্ত বিশেষ অধিবেশনের নির্দ্দেশ অনুসারে আলোচ্য-বৎসর হইতে উক্ত নিয়মানুসারে কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে। এই শাখাগুলির কার্য্যপ্রণালীর সাফল্যের উপর পরিষদের কার্য্যকারিতার পরিচয় সম্যক্-ভাবে পাওয়া যাইবে। নানা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আলোচ্য-বর্ষে এই শাখা কয়টির কার্য্য পরিচালিত হইয়াছে। প্রথম বর্ষ বলিয়া নানারূপ ত্রুটি বিচ্যুতি অবশ্যম্ভাবী। তৎসত্ত্বেও এই শাখাগুলির আহ্বানকারিগণ নিজ নিজ শাখার কার্য্য সম্পাদনে যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন এবং

এই সকল শাখার কতিপয় উৎসাহী সভ্য নানাভাবে শাখার কার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলেন। তজ্জন্য তাঁহারা সকলেই পরিষদের ধন্যবাদ-ভাজন। মুখ্যতঃ এই শাখাগুলির নির্দ্দেশ অনুসারে পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পাঠ্য এবং পত্রিকায় প্রকাশ্য প্রবন্ধ নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। এই সকল শাখার কার্য্য-বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(ক) সাহিত্য-শাখা

বর্ষারম্ভে স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় এই শাখার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। তিনি অসুস্থ হইয়া এই শাখার সভাপতি ও সভ্যপদ ত্যাগ করায়, রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় সভাপতিপদে বৃত হন। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই শাখার আহ্বানকারী ছিলেন। শাখার সভ্যগণের নাম পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

এই শাখার অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত বাবু যোগীন্দ্রনাথ বসু বি এ মহাশয় ও পূর্ব্বোক্ত সমাজপতি মহাশয় পদত্যাগ করায়, তাঁহাদের স্থলে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ এবং শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়দ্বয় সভ্য নির্ব্বাচিত হন।

আলোচ্য-বর্ষে এই শাখার ৯টি অধিবেশন হয়। এতদ্ব্যতীত উপযুক্ত-সংখ্যক সভ্যের উপস্থিতি না হওয়ায়, ২টি অধিবেশন স্থগিত রাখা হয়।

এই শাখার কার্য্য পরিচালনার জন্য শাখাকর্ত্তৃক নিয়মাবলী গঠিত হয় ও কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক গৃহীত হয়।

আলোচ্য-বর্ষে আলোচনার জন্য সর্ব্বসমেত ৩৩টী প্রবন্ধ এই শাখায় উপস্থিত করা হইয়াছিল। তন্মধ্যে ৫টী প্রবন্ধ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণের মতামত পাওয়া যায় নাই, ২টি প্রাচীন গান ও কাজরী-সংগ্রহ নথিভুক্ত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় এম্ এ মহাশয়-লিখিত "শব্দকোষ আলোচনা" শব্দকোষ-সম্পাদক রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়কে উক্ত গ্রন্থের পরিশিষ্ট লিখিবার জন্য দেওয়া হইয়াছে এবং শ্রীযুক্ত অমৃতলাল শীল এম্ এ মহাশয় লিখিত "উর্দ্দু শব্দ বাঙ্গালা লিপিতে লিখিবার সঙ্কেত" নামক প্রবন্ধ পরিষদের "লিপ্যন্তর শাখা" সমিতির বিচারাধীন রহিয়াছে। ১০টি প্রবন্ধ উপযুক্ত বিবেচিত না হওয়ায় পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং নিম্নলিখিত ১৫টি প্রবন্ধ পরিষদের মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনে পাঠের ও পত্রিকায় প্রকাশের জন্য শাখা কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়াছিল—

(১)	চাঁদ সদাগর ও রাজা গোপীচন্দ্র	লেখক শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল
(২)	বৌদ্ধগান ও দোহা আলোচনা	„ মৌলবী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এম্ এ, বি-এল্
(৩)	ঐ প্রবন্ধের আলোচনা	„ শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
(৪)	হৈড়ম্ব রাজ্যের ঋণাদান-বিধি	„ „ পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম্ এ
(৫)	বাঙ্গালীর প্রাচীন রূপ	„ „ রাখালরাজ রায় এম্ এ
(৬)	মহাকবি সঞ্জয়	„ „ জগন্নাথ দে বি এ
(৭)	রাজা গন্ধর্ব্ব সেন ও রাজা ভর্ত্তৃহরি	„ „ শিবচন্দ্র শীল
(৮)	আসামে প্রাপ্ত প্রাচীন ভাষাপুথির বিবরণ	„ „ তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্ এ

(৯) রাসলীলা লেখক শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন,

(১০) প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য হইতে বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবন ও সামাজিক আচার ও ব্যবহারের পরিচয় „ „ প্রভাসচন্দ্র সেন বি এল্,

(১১) জিজ্ঞাসার ভাষা „ „ বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ,

(১২) শ্রীহট্টের গ্রাম্য শব্দ-সংগ্রহ „ „ তারিণীচরণ দাস,

(১৩) দ্বিজ রামচন্দ্র রচিত হর-পার্ব্বতী-মিলন „ „ দুর্গাদাস রায়,

(১৪) বৈষ্ণবপদাবলী „ „ খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ,

(১৫) ভাষাতত্ত্ব (২য় অধ্যায়) „ „ শ্রীনাথ সেন,

এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে (১), (২) (৫), (৭), (৯) (১১), ও (১৫) সংখ্যক প্রবন্ধ আলোচ্য বর্ষেই পরিষদের বিভিন্ন মাসিক অধিবেশনে পঠিত হইয়াছিল এবং ১।২।৩।৪।৫।৬।৮।১০।১১।১৩ ও ১৪ সংখ্যক প্রবন্ধ ২৭শ ভাগ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। অন্যান্য প্রবন্ধ পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে পরিষদে পঠিত হইয়াছিল এবং ১৪শ সংখ্যক প্রবন্ধটি রামমোহন লাইব্রেরীতে পঠিত হইয়াছিল।

এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ এম্ এ ব্যারিষ্টার মহাশয়ের সংগৃহীত ও পরিষদের পুথি-শালায় উক্ত সংগ্রাহক মহাশয় কর্ত্তৃক উপহারস্বরূপ প্রদত্ত অপ্রকাশিতপূর্ব্ব "সংকীর্ত্তনামৃত" নামক পুথি পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশের ব্যবস্থা করা সম্বন্ধে একটি শাখা-সমিতির মত গ্রহণ করা হইতেছে। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে পদাবলী-সাহিত্যের বিশেষ পুষ্টি হইবার সম্ভাবনা।

আলোচ্য-বর্ষে শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, মহাশয়-সম্পাদিত "রসকদম্ব" এবং শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ সম্পাদিত-কমলাকান্তের "সাধন পঞ্চক" নামক গ্রন্থ প্রকাশের জন্য নির্ব্বাচিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত "সর্ব্বসংবাদিনী" গ্রন্থের পরিশিষ্টাংশ নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে।

বঙ্গের বিভিন্ন জেলা হইতে কি ভাবে প্রাদেশিক শব্দ-সংগ্রহ কার্য্য অগ্রসর হইতে পারে, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, মৌলবী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এম্ এ, বি এল্ ও শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে লইয়া একটি শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছে।

আলোচ্য-বর্ষে এই শাখাটিতে তিনটি বক্তৃতার ব্যবস্থা হইয়াছে। বর্ষশেষে এই সকল বক্তৃতা পৃথক্ পুস্তকাকারে প্রকাশের ব্যবস্থা হইবে, এইরূপ মন্তব্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে। বক্তা—মৌলবী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, এবং শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

এই সাহিত্য-শাখার সভ্যগণ ও আহ্বানকারী শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রমসহকারে সাহিত্য-শাখার কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহারা পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত ডাঃ ব্রজেন্দ্র নাথ শীল। আহ্বানকারী—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ।

দর্শন-শাখা

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক এই শাখায় ১০ জন সভ্য নির্ব্বাচিত হন এবং এই শাখা কর্ত্তৃক ২ জন সভ্য নির্ব্বাচিত হন। পরিশিষ্টে সভ্যগণের নাম দেওয়া হইল।

এই শাখার দুইটি অধিবেশন হয়। একবার সার্কুলার দ্বারা সভ্যগণের মত লইয়া সমিতির কার্য্য হয় এবং একবার উপযুক্ত-সংখ্যক সভ্যের উপস্থিতি না ঘটায়, অধিবেশন স্থগিত রাখা হয়।

এই শাখায় একখানি গ্রন্থের (আধ্যাত্মিক জ্যামিতি) পাণ্ডুলিপি ও একটি প্রবন্ধ আলোচনার্থ পাওয়া গিয়াছে। এখনও এই সকল বিষয়ে কিছুই স্থির হয় নাই।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ এই শাখার পক্ষে বক্তৃতা দিতে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন,—

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ—(বিষয় নির্দ্দিষ্ট হয় নাই)
" পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ—"জগতে চৈতন্যের স্থান।"
" নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য—"জাতি ও ব্যক্তিতত্ত্ব।"

এই শাখার কার্য্য পরিচালনের জন্য আহ্বানকারী মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা যাইতেছে।

সভাপতি—রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব এবং আহ্বানকারী—শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত দশ জন সভ্যের মধ্যে শ্রীযুক্ত ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ মহাশয় পদত্যাগ করায়, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ মহাশয় ঐ পদে নির্ব্বাচিত হন। এতদ্ব্যতীত নিয়মানুসারে এই সমিতি কর্ত্তৃক ১০ জন সভ্য নির্ব্বাচিত হন। পরিশিষ্টে সভ্যগণের নাম দেওয়া হইল।

ইতিহাস শাখা।

এই শাখার কার্য্যপরিচালনের জন্য এই শাখা কর্ত্তৃক নিয়মাবলী গঠিত হয় ও পরে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক সেই সকল নিয়ম অনুমোদিত হয়।

আলোচ্য-বর্ষে এই শাখার ৬টি অধিবেশন হইয়াছিল। একটি অধিবেশনে উপযুক্ত সংখ্যক সভ্যের উপস্থিতি না হওয়ায়, অধিবেশনের কার্য্য হয় নাই। আলোচনার জন্য ১৭টী প্রবন্ধ এই শাখায় উপস্থিত হয়। তন্মধ্যে একটি প্রবন্ধ পুনর্বিবেচনার জন্য লেখকের নিকট পাঠান হইয়াছে, দুইটি প্রবন্ধ নথিভুক্ত হইয়াছে। একটি প্রবন্ধ এখনও বিবেচনাধীন রহিয়াছে। একটি অনুপযুক্ত বিবেচিত হইয়াছে। ১২টি প্রবন্ধ এই শাখা কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হয়। নিম্নে নির্ব্বাচিত প্রবন্ধের তালিকা দেওয়া হইল।

(১) 'সমতটের পূর্ব্বে' প্রবন্ধের প্রতিবাদ—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী।
(২) বরাহভূমে প্রাপ্ত কতিপয় প্রাচীন মুদ্রা—শ্রীযুক্ত রায়সাহেব চুণীলাল রায়।
(৩) ঐ প্রবন্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য—শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য এম্ এ।
(৪) মানভূম ইছাগড়ে প্রাপ্ত শিলালিপি—শ্রীযুক্ত হরিনাথ ঘোষ বি এল্।
(৫) ঐ প্রবন্ধের পাঠ—শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য এম্ এ।
(৬) ভারতে বিস্ময়ের তুলাদণ্ড—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ।
(৭) নদীয়া নগরের সংস্থান—শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস।
(৮) শ্রীহট্ট-ভাটেরার তাম্রশাসন—শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ এ।

(৯) পার্ব্বত্য-চট্টগ্রামের পাহাড়ী জাতির খাদ্যের উপকরণ—শ্রীযুক্ত ডাঃ সরসীলাল সরকার এম্ এ, এল্ এম্ এস্।

(১০) ব্রহ্মা—শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য এম্ এ।

(১১) বিষ্ণু—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

(১২) মহাদেব—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ।

ইতিহাস-শাখার তরফ হইতে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ও শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় স্ব স্ব ব্যয়ে নদীয়া নগরের সংস্থান নির্ণয় করিবার জন্য নবদ্বীপে গিয়াছিলেন।

এই সকল প্রবন্ধের মধ্যে আলোচ্য-বর্ষে (২) হইতে (৭) সংখ্যক প্রবন্ধ পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ প্রবন্ধ আগামী বর্ষেই পত্রিকায় প্রকাশের ব্যবস্থা হইবে।

নিম্নলিখিত সদস্যগণ এই শাখার পক্ষে নিম্নলিখিত বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন, এবং এই সকল বক্তৃতা বর্ষশেষে প্রকাশের ব্যবস্থা হইবে, এইরূপ কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্তৃক নির্দ্ধারিত হইয়াছে,—

শ্রীযুক্ত ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, পি এচ্ ডি—(বিষয় নির্দ্দিষ্ট হয় নাই)
" " প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ ডি এস্ সি—অর্থ-শাস্ত্র।
" পঞ্চানন মিত্র এম্, এ—প্রাগৈতিহাসিক ভারত।

একখানি 'কামন্দকীয় নীতিসার' গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি এই শাখার বিবেচনাধীন রহিয়াছে। আর একখানি গ্রন্থ (শুক্র-নীতি-সার) প্রকাশের ব্যবস্থা করিতে পারা যাইবে না, বলিয়া লেখকের নিকট ফেরত দেওয়া হইয়াছে।

এই শাখার সভ্যগণ ও আহ্বানকারী শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় যথেষ্ট শ্রম স্বীকারপূর্ব্বক এই শাখার কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহারা পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন।

বিজ্ঞান শাখা

আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় এই শাখার সভাপতি ও শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় আহ্বানকারী ছিলেন। নিয়মানুসারে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্তৃক ১০ জন সভ্য নির্ব্বাচিত হন, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই সমিতির সভ্যপদ ত্যাগ করায়, তাঁহার স্থলে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডাক্তার পঞ্চানন নিয়োগী মহাশয় সভ্য নির্ব্বাচিত হন। এই শাখা অপর পাঁচ জনকে সভ্য নির্ব্বাচিত করেন। সভ্যগণের নাম পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

আলোচ্য বর্ষে ঐ শাখার সাতটি অধিবেশন হয়। তন্মধ্যে একটি অধিবেশনের বিষয় সভ্যগণের নিকট সাকুলার-পত্র পাঠাইয়া নির্দ্ধারিত করা হয়। এতদ্ব্যতীত ২ দিন উপযুক্ত-সংখ্যক সভ্যের উপস্থিতি না হওয়ায়, অধিবেশন হয় নাই।

আলোচনার জন্য ৯টি প্রবন্ধ এই শাখায় আসিয়াছিল; তন্মধ্যে একটি মনোনীত প্রবন্ধ অন্যত্র প্রকাশিত হওয়ায়, পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশের ব্যবস্থা হয় নাই। একটি প্রবন্ধ

পরীক্ষকগণের নির্দ্দেশ অনুসারে লেখকের নিকট সংশোধন ও পরিবর্দ্ধনের জন্য প্রেরিত হইয়াছে; একটি প্রবন্ধের বিষয়ে বিশেষজ্ঞের মতামত এখনও গ্রহণ করা হয় নাই এবং একটি প্রবন্ধ প্রকাশযোগ্য বিবেচিত হয় নাই বলিয়া লেখকের নিকট ফেরত দেওয়া হইয়াছে। নিম্নলিখিত ৫টি প্রবন্ধ প্রকাশযোগ্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে,—

(১) সূর্য্যসিদ্ধান্ত ও পঞ্জিকাগণনা—শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্ এ।

(২) আলোকচিত্র সাহায্যে স্বরের রূপ-পরীক্ষা—শ্রীযুক্ত রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ।

(৩) স্পন্দিত শিক্ষার সাহায্যে মাধ্যাকর্ষণের শক্তি-নির্ণয়—শ্রীযুক্ত রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ।

(৪) নালিতা—শ্রীযুক্ত হরিদাস সাহা এম্ এ।

(৫) খনিবিদ্যার পরিভাষা—শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মণ্ডল এম্ এস্‌সি।

(১) (২) ও (৩) সংখ্যক প্রবন্ধ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর পঠিত হইয়াছিল বলিয়া পরিষদের অধিবেশনে পাঠের ব্যবস্থা করা হয় নাই। (৪) ও (৫) সংখ্যক প্রবন্ধ অধিবেশনে পঠিত হইবে ও পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। প্রথম প্রবন্ধ ২৭শ বর্ষেই পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে স্থির হইয়াছে যে, বৈজ্ঞানিক পরিভাষা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে হইবে। এই জন্য ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশিত পরিভাষাগুলি আলোচনা করিয়া প্রত্যেক বিভাগের পরিভাষা প্রণয়ন করা কর্ত্তব্য। হিন্দীতে ও বাঙ্গালায় এই পরিভাষা প্রকাশিত হইবে। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের উপর নিম্নলিখিত বিষয়ের পরিভাষা প্রণয়নের ভার অর্পিত হইয়াছে,—

(১) জীববিজ্ঞান ও শারীরবিদ্যা—(Zoology, Physiology এবং Anatomy)—শ্রীযুক্ত ডাক্তার একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম্ ডি, এম্ এস্‌সি।

(২) রসায়ন—রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর আই এস্ ও, এম্ বি, এফ্ সি এস্। এবং শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ।

(৩) উদ্ভিদ্‌বিদ্যা (Botany)—শ্রীযুক্ত ডাক্তার একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম্ ডি,এম্ এস্‌সি।

(৪) পদার্থবিদ্যা (Physics)—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ।

(৫) গণিত (Mathematics)—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার মজুমদার এম্ এ।

(৬) জ্যোতির্ব্বিদ্যা (Astronomy)—শ্রীযুক্ত রায় যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুর এম্ এ।

(৭) ভূবিদ্যা ও ভূগোল (Geology & Geography)—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ।

(৮) পূর্ত্তবিদ্যা (Surveying and Engineering)—শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই।

আলোচ্য বর্ষে বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকা ও পুস্তকে যে সকল পরিভাষা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের সংগ্রহ-কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। এই জন্য ৩০৲ বেতনে একজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা হইয়াছিল। আগামী বর্ষে যাহাতে এইভাবে কার্য্য চলিতে পারে, তজ্জন্য লোক

নিয়োগের ব্যবস্থা করিতে হইবে। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, মহাশয়ের কর্তৃত্বাধীনে এই লোক কাজ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত প্রবোধ বাবুর নিকট এই শাখা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

আলোচ্য বর্ষের প্রথমে এই শাখা কর্তৃক এই শাখার কার্য্য পরিচালনের নিমিত্ত নিয়ম গঠিত হইয়াছে ও সেই নিয়ম কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে।

নিম্নলিখিত বিষয়ে বক্তৃতার জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন, তজ্জন্য পরিষৎ তাঁহাদের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। তাঁহাদের বক্তৃতা কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্ধারণ অনুসারে বর্ষশেষে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে, এইরূপ স্থির আছে।

বিষয়	বক্তা
Infusoria—	শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম্, ডি, এম্, এস্-সি।
Fermentation—	,, হেমেন্দ্রকুমার সেন ডি, এস্ সি।
Meteorite—	,, হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ।

একখানি গ্রন্থের (অশ্ব-চিকিৎসা) পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে। তৎসম্বন্ধে এখনও আলোচনা শেষ হয় নাই।

এই শাখার আহ্বানকারী বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া শাখার কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন।

মাসিক অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে এগারটি মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল। অধিবেশনগুলিতে পঠিত প্রবন্ধের নাম ও অধিবেশনের তারিখ নিম্নে লিখিত হইল,—

প্রথম মাসিক অধিবেশন—১৩ই আষাঢ়, রবিবার।

প্রবন্ধ—বাঙ্গালার প্রাচীন রূপ।

লেখক—শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় এম্ এ।

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন—৩০এ শ্রাবণ, রবিবার।

প্রবন্ধ—বৌদ্ধগান ও দোহা আলোচনা।

লেখক—মৌলবী মুহম্মদ্ শহীদুল্লাহ্ এম্ এ, বি এল্।

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন—১০ই আশ্বিন, রবিবার।

প্রবন্ধ—চাঁদ সদাগর ও রাজা গোপীচন্দ্র।

লেখক—শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল।

চতুর্থ মাসিক অধিবেশন—১১ই পৌষ, রবিবার।

প্রবন্ধ—জিজ্ঞাসার ভাষা।

লেখক—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন—১৭ই পৌষ, রবিবার।

প্রবন্ধ—(১) মানভূম বরাহভূমে প্রাপ্ত কতিপয় প্রাচীন মুদ্রা।

লেখক—রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল রায় বাহাদুর বি এ।

(২) ঐ প্রবন্ধের আলোচনা।

লেখক—শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য এম্ এ।

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন—১৭ই মাঘ, রবিবার।

প্রবন্ধ—(১) মানভূমে প্রাপ্ত শিলালিপি।

লেখক—শ্রীযুক্ত হরিনাথ ঘোষ বি এল্।

(২) ঐ প্রবন্ধের লিপির পাঠ।

লেখক—শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য এম্ এ।

সপ্তম মাসিক অধিবেশন—২৪এ মাঘ, রবিবার।

প্রবন্ধ—বিস্মেয় তুলাদণ্ড।

লেখক—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ।

অষ্টম মাসিক অধিবেশন—১৫ই ফাল্গুন, শুক্রবার।

প্রবন্ধ—রাজা গন্ধর্ব্ব সেন ও রাজা ভর্ত্তৃহরি।

লেখক—শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল।

নবম মাসিক অধিবেশন—৬ই চৈত্র, শনিবার।

প্রবন্ধ—ভাষাতত্ত্ব (২য় অধ্যায়)

লেখক—শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সেন।

দশম মাসিক অধিবেশন—২১এ চৈত্র, রবিবার।

প্রবন্ধ—রামলীলা।

লেখক—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন।

একাদশ মাসিক অধিবেশন—২৮এ চৈত্র, রবিবার।

প্রবন্ধ—নদীয়া নগরের সংস্থান।

লেখক—শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস।

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনে—

মাসিক অধিবেশনে প্রদর্শিত দ্রব্য।

(১) শিমলা পাহাড় হইতে আনীত তদ্দেশীয় তামাক খাইবার সরঞ্জাম। প্রদাতা—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ।

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে—

(২।৩) একটি ক্ষুদ্র মূর্ত্তি। প্রদাতা—শ্রীযুক্ত পঞ্চানন রায়।

(৪।৫।৬) তিন খণ্ড ইষ্টক—মহারাজ প্রতাপাদিত্যের গোবিন্দ দেবের মন্দিরের ভগ্নাবশেষ হইতে সংগৃহীত। প্রদাতা—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায়চৌধুরী বি এ।

সপ্তম মাসিক অধিবেশনে—

(৭) বিস্মেয় তুলাদণ্ড। প্রদাতা—শ্রীযুক্ত অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের চৌদ্দটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। তন্মধ্যে সাহিত্যিকগণের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশার্থ, চিত্রপ্রতিষ্ঠার্থ ও সাংবৎসরিক স্মৃতির উৎসবের জন্য সাতটি বিশেষ অধিবেশন (১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৯ম) হয়। এই সকল বিশেষ অধিবেশনের বিবরণ পর পর দেওয়া হইল। অপর সাতটি বিশেষ অধিবেশনে (৫ম, ৮ম, ১০ম, ১১শ, ১২শ, ১৩শ ও ১৪শ) ভূতপূর্ব্ব সভাপতি আচার্য্য শ্রীযুক্ত স্যর জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত ধারাবাহিক বক্তৃতা হয়। এই সকল বিশেষ অধিবেশনের বিবরণ প্রথমোক্ত সাতটি অধিবেশনের পর দেওয়া হইল।

বিশেষ অধিবেশন।

প্রথম বিশেষ অধিবেশন—১৫ই আষাঢ়, মঙ্গলবার স্বর্গীয় কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের সাংবৎসরিক স্মৃতি-সভা হয়। শ্রীযুক্ত স্যর আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম মহাশয় শ্রীমতী মানকুমারী দেবী-রচিত একটি কবিতা পাঠ করেন ও তাঁহার স্ব-রচিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু বি এ, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ সম্পাদক ও সভাপতি মহাশয় কবির নানা গুণাবলীর আলোচনা করেন।

দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন—২০এ আষাঢ়, রবিবার। কবি অক্ষয়কুমার বড়াল মহাশয়ের তৈল-চিত্র প্রতিষ্ঠা-উপলক্ষে আহূত। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সভাপতি মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বসু মহাশয় কর্ত্তৃক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন বি এ মহাশয়-রচিত একটী গান গীত হয়। শ্রীমান্ রমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত রসময় লাহা মহাশয় কবির রচিত কবিতা আবৃত্তি করেন। শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ রায় কাব্যকণ্ঠবিশারদ মহাশয় এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, শ্রীযুক্ত জলধর সেন, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বি এ, শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যবিনোদ, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন বি এ, শ্রীযুক্ত শ্যামলাল শীল ও সভাপতি মহাশয় কবির বিষয়ে আলোচনা করেন। কবির কাব্য আলোচনার জন্য শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় একটি এবং ওয়েলিংটন ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়নের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত শ্যামলাল শীল মহাশয় একটি পদকদানের বিষয় বিজ্ঞাপিত করেন। সুবর্ণ-বণিক্ সমাজ হইতে কবির স্মৃতি রক্ষার জন্য ২০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজ পরিষদের হস্তে প্রদত্ত হয়। তৎপরে চিত্র-প্রদাতা শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ লাহা মহাশয়কে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয় এবং পদকদাতাদিগকে ও সুবর্ণবণিক্-সমাজকে পরিষদের পক্ষ হইতে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান হয়।

তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন—২৩এ শ্রাবণ, রবিবার। মহামহোপাধ্যায় ডা: সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পিএচ্ ডি মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশার্থ আহূত। রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ

করেন। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয়-লিখিত এক কবিতা পাঠ করেন। সভাপতি মহাশয়, শ্রীযুক্ত গোপেন্দুভূষণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু পুরাতত্ত্বভূষণ, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সিতিকণ্ঠ বাচস্পতি, মৌলবী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এম্ এ, বি এল্, ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী, রায় শ্রীযুক্ত রাধিকামোহন লাহিড়ী বাহাদুর বি এ, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, বি এল্, এবং শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় মৃত মহাত্মার বিষয়ে আলোচনা করেন। ডাঃ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় এম্ এ ও শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী মহাশয়দ্বয় দুইটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের প্রবন্ধ পঠিত বলিয়া গৃহীত হয়।

চতুর্থ বিশেষ অধিবেশন—৩রা আশ্বিন, রবিবার। স্বর্গীয় স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের তৈল-চিত্র প্রতিষ্ঠা-উপলক্ষে আহুত। রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর আই এস্ ও, এম্ বি, এফ্ সি এস্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয় স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী মহাশয় এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভাপতি মহাশয়, লেঃ কর্ণেল ডাঃ সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম্ ডি, রায় শ্রীযুক্ত ডাঃ হরিধন দত্ত বাহাদুর এল্ এম্ এস্, এম্ এল্ সি, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ বি এল্ ও স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি-সমিতির আহ্বানকারী শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ মহাশয়গণ স্বর্গীয় মহাত্মার বিষয়ে আলোচনা করেন। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ মহাশয় স্মৃতি সমিতির কার্য্য বিবরণ পাঠ করেন। চিত্রকর শ্রীযুক্ত চিন্তামণি মান্না মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদত্ত হয়।

ষষ্ঠ বিশেষ অধিবেশন—১৮ই পৌষ, রবিবার। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই অধিবেশনে (১) ডাঃ জে ডি এণ্ডারসন ডি লিট্, এম্ এ, আই সি এস্ (২) কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন এম্ এ, বি এল্, (৩) দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী ও (৪) বিপিনবিহারী সেন এম্ এ, বি এল্, মহাশয়গণের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করা হয়। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, স্বর্গীয় এণ্ডারসন সাহেবের বিষয় বলেন ও তাঁহার এক চিত্র পরিষৎকে উপহার দিতে প্রতিশ্রুত হন। তজ্জন্য তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা জানান হয়। বিলাত হইতে প্রেরিত শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ের পত্র পঠিত হয়। সভাপতি মহাশয় পরলোকগত এণ্ডারসন সাহেবের বঙ্গভাষানুরাগ সম্বন্ধে কিছু বলেন। (২) কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ মহাশয়, শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্র কুমার দত্ত মহাশয়-লিখিত এক কবিতা পাঠ করেন, এবং শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ ও শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় আলোচনা করেন। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়